মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জুন ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪৩৭ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪২৩ বাং
জুন	২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - জান্নাত লাভের কতিপয় উপায় ১০
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(৫ম কিস্তি)* ১৬
    -অনুবাদ : আব্দুল মালেক
  - জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে যেলাসমূহের মাঝে সময়ের পার্থক্যের কারণ ২২
    -তাহসীন আল-মাহী
  - পবিত্র রামাযান : আল্লাহ্র সান্নিধ্যে ফিরে আসার মাস ২৪
    - ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খান
  - ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮
  - যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩০
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ৩১
    -মেহেদী হাসান পলাশ
- **নবীনদের পাতা :** ৩৫
  - ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের গুরুত্ব, ফযীলত এবং প্রয়োজনীয়তা
    -ফরহাদুয্যামান
- **কবিতা :** ৩৯
  - রামাযানের হাতছানি
  - রামাযানে আঞ্জাম
  - কবর ঘর
  - আত-তাহরীক
- **সোনামণিদের পাতা** ৪০
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

১৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০১৬

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু হয়ে গেল। ভারতের পনি সম্পদমন্ত্রী উমা ভারতী গত ১৬ই মে'১৬ সোমবার উক্ত ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আশ্বস্ত করেছিলেন, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রকল্প তারা নেবেন না। বিশেষ করে বরাক নদীর উজানে 'টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প' এবং 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' করার আগে তারা বাংলাদেশের অনুমতি নেবে। কিন্তু তারা সে কথা রাখেননি। ১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট সরকার গঠনের পর প্রথম আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নেয় ভারত। পরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের আমলে পরিবেশবাদীদের বিরোধিতার কারণে তা এগোয়নি। এরপর ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নর্মদা ও শিপ্রা নদীকে খালের মাধ্যমে যুক্ত করার কাজের মধ্য দিয়ে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ভারতের এমন সর্বনাশা প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন দেশটির পরিবেশবাদীরা। তারা বলেছেন, এভাবে নদীর পানি প্রত্যাহার করা হলে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশই শুধু নয়, ভারতের জন্যও তা বিপর্যয় ডেকে আনবে। ভারতের পরিবেশবাদীদের এমন বিরোধিতা সত্ত্বেও সে দেশের পানি-সম্পদমন্ত্রী বিবিসিকে বলেন, নদী সংযোগ প্রকল্প আমাদের প্রাইম এজেণ্ডা এবং এ বিষয়ে জনগণ আমাদের পক্ষে। দ্রুত এই প্রকল্প এগিয়ে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর'। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে ২০১৫ সালের ১৩ই জুলাই ভারতের মিডিয়ায় ফলাও করে সংবাদ প্রচার হলে ওই সময় বাংলাদেশ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। হুজুগে ভোটারদের মনরক্ষা করতে গিয়ে ভারত যেভাবে আন্তর্জাতিক নদীগুলিকে খাল বানানোর কাজে হাত দিয়েছে, তাতে আগামী এক দশকের মধ্যেই তাকে পস্তাতে হবে। সারা ভারত পানির অভাবে খরতাপে পুড়ে মরবে। তখন বর্তমান সরকার থাকবে না। কিন্তু থাকবে তাদের পাপের ফসল। তখন আজকের ভোটাররাই তাদের অভিশাপ দিবে।

প্রতিবেশীর বৈরী পানিনীতি এবং ফারাক্কার কারণে এককালের প্রমত্তা পদ্মায় যখন শুধুই হাহাকার, তখন ভারত সরকার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রসহ বড় বড় নদীর পানি প্রবাহ ভিন্ন খাতে সরিয়ে নিতে যাচ্ছে। এতে বিভিন্ন নদীর মধ্যে ৩০টি সংযোগ খাল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে এক অববাহিকার উদ্বৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় যেখানে ঘাটতি রয়েছে, সেখানে স্থানান্তর করা যায়। এই সংযোগ খাল সমূহের মধ্যে ১৩টি হিমালয় বাহিত এবং ১৬টি পেনিনসুলার বা বিভিন্ন নদী ও উপদ্বীপ থেকে উৎসারিত। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সারাদেশে ৭৪টি জলাধার ও বেশ কিছু বাঁধ নির্মাণ করবে। ফলে বর্ষার সময় সঞ্চিত পানি শুকনো মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে কৃষি ও অন্যান্য কাজে সরবরাহ করবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমেও এসব সংযোগ খালের মাধ্যমে এক জায়গার পানি আরেক জায়গায় নেয়া যাবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১২ হাযার কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালের মধ্যে সংযোগ খালসমূহ খনন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৪টি লিংক তৈরি করা হবে। এই লিংকগুলোর মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরে নদীগুলোর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তঃনদী সংযোগের ফলে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ ভারতের অন্য অঞ্চলে চলে গেলে তার ভয়াবহ প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে। ইতিমধ্যেই ফারাক্কা ও গজলডোবার বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের একটি বিশাল অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর যদি ভারত 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করে, তাহলে গোটা বাংলাদেশই পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এক কথায় মরুভূমিতে পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ভূগর্ভের পানি স্তর বহু নীচে নেমে গেছে। টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। সুপেয় পানি এখন আর্সেনিক বিষে দুষ্ট হয়ে গেছে। খাল-বিল-পুকুর শুকিয়ে গেছে। মৎস্যসম্পদ শেষ হয়ে গেছে। বায়ু মণ্ডল ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে। বজ্রপাতে মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। সবকিছুর মূলে মনুষ্যসৃষ্ট পানি দুর্যোগ। নেতৃত্বের ভিখারী অদূরদর্শী নেতাদের অপকর্মের কারণে বলতে গেলে পুরা উপমহাদেশ এখন চরম হুমকির মধ্যে পড়েছে।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভাটির দেশ। ভারতের সাথে আমাদের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। দু'দেশের স্বার্থেই ভারতকে এসব নদী বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নদীর প্রবাহ ঠিক রাখতেই ভারতকে তার আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প থেকে সরে আসতে হবে। তিনি বলেন, দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না হলে বাংলাদেশ প্রয়োজনে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলবে'।

প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছি। কারণ ভারত একটি আধিপত্যবাদী শক্তি। চূড়ান্ত স্বার্থপর হওয়ার কারণে প্রতিবেশী কোন দেশের সাথেই তাদের সদ্ভাব নেই। এদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সময়ের অপচয় মাত্র। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা ২১শে এপ্রিল থেকে ৩১শে মে'৭৫ পর্যন্ত মাত্র ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষা মূলকভাবে চালু করার বিষয়ে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি করে। অথচ বিগত ৪১ বছর ধরে তারা একতরফাভাবে পানি শোষণ করে চলেছে নির্লজ্জভাবে। ইতিমধ্যেই পদ্মা-তিস্তা শুকিয়ে উত্তরবঙ্গে মরুকরণ শুরু হয়ে গেছে। ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঘড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশের সেফগার্ড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করলে নদীর পানি সেই লোনা পানিকে ঠেলে সমুদ্রে ফেরত পাঠায়। কিন্তু ফারাক্কার কারণে নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো পদ্মা অববাহিকায়। এই লবণাক্ততার ফলে দেশের বিরাট অংশের ক্ষেতখামার, শিল্পকারখানা আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। পদ্মার ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার লাখ লাখ মানুষ আজ জীবিকাহারা। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই শুধু নয়, বাংলাদেশের ওপর আর্থ-সামাজিক একটি বড় বিপর্যয় ধেয়ে আসছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ১৯৯৮ সালে তিস্তা নদীর উপরে ভারতের দেওয়া গজলডোবা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকায় মরুকরণ প্রক্রিয়া। দেশের ছোট-বড় মোট ৪০৫টি নদীর মধ্যে কয়েকটি বাদে প্রায় সবগুলিই এখন মৃত বা আধা মৃত। এমনকি বৃহত্তম নদী পদ্মা-যমুনা-তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের বুকে এখন কোন কোন স্থানে গরুর গাড়ী চলছে।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রশ্ন : আমরা কি চাই?

উত্তর : আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

প্রশ্ন : কেন চাই?

উত্তর : ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য এটা চাই।

প্রশ্ন : কিভাবে চাই?

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীগণের তরীকায় আমরা এটা চাই।

ব্যাখ্যা :

১. পৃথিবীতে মোটামুটি চার ধরনের মানুষ বসবাস করে। (১) আল্লাহকে মানে ও তাঁর বিধানকে মানে। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে রাসূলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ। (২) আল্লাহকে মানে, কিন্তু তার বিধানকে মানে না। যেমন আবু জাহ্ল ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুশরিকবৃন্দ। (৩) আল্লাহকে মানে এবং তার বিধানের কিছু মানে, কিছু মানে না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুনাফিক ও ফাসেকবৃন্দ। (৪) আল্লাহকে মানে না। তার বিধানকেও মানে না। যেমন যুগে যুগে কাফের ও নাস্তিক বৃন্দ।

আদমের পৃথিবীতে অবতরণ :

আল্লাহ আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, যেমন আল্লাহ্র ভাষায়- قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- ‘আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

ইবলীসের বিতাড়ন :

ইবলীসকে পৃথিবীতে বিতাড়নের সময় তার প্রার্থনা মোতাবেক আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেন এবং বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ‘নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে’ *(হিজর ১৫/৪২)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ- ‘তবে এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলে থাকি’। ‘তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই’ *(ছোয়াদ ৩৮/৮৪-৮৫)*।

বস্তুতঃ তখন থেকেই চলছে শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত আল্লাহ্র অনুগত খাঁটি বান্দাদের বাছাই প্রক্রিয়া। সেজন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর বাণী ও বিধানসহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকেন ও আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকেন। শয়তানের পাতানো লোভ, ভয় ও প্রতারণার ফাঁদে তারা পা দেন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী লোকেরা হয় শয়তানের লোভনীয় শিকার। শেষোক্ত তিন প্রকারের লোকেরা সর্বদা প্রথমোক্ত মোখলেছ বান্দাদের দুশমন হয়। এরা সর্বদা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। এরাই হ’ল আল্লাহ্র ভাষায় কাফের, মুনাফিক ও ফাসেক শ্রেণী বা তাদের অনুগামী। এরাই সমাজের সকল অশান্তি ও ভাঙ্গনের জন্য দায়ী। আল্লাহ্র দাসত্বের অর্থ ও সারবত্তা এরা বুঝে না। যদিও তারা আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ- ‘যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহ’। তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ বিষয়ে অজ্ঞ’ *(লোকমান ৩১/২৫)*।

অর্থাৎ ওরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাকে স্বীকৃতির অর্থ জানেনা। ওরা ‘সৃষ্টিকর্তা’ হিসাবে আল্লাহকে মানে। কিন্তু তাঁর বিধান মানতে চায় না। অথচ আল্লাহকে স্বীকৃতির অর্থই হ’ল তাঁর বিধান সমূহের আনুগত্য করা ও সর্বাবস্থায় তাঁর দাসত্ব করা। দুনিয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ’ল সেটা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র এজন্য যে, তারা আমার দাসত্ব করবে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে ‘তাওহীদে ইবাদত’ প্রতিষ্ঠা করবে।

আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় :

আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ- (الشورى ١٣)-

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়' *(শূরা ৪২/১৩)*।

নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এটি ছিল মুশরিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কেননা তাতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিঘ্নিত হয়। আজও সেটি অব্যাহত রয়েছে।

অত্র আয়াতে 'দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত কর, 'হুকূমত প্রতিষ্ঠিত কর' নয়। অর্থাৎ ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকূমত নয়। যেমনটি আধুনিক যুগের কোন কোন মুফাসসির ধারণা করেছেন। ক্ষমতাকেন্দ্রিক ইসলামী চরমপন্থী দলগুলি মূলতঃ এরূপ তাফসীর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অথচ কোন নবীই ক্ষমতা লাভের জন্য দাওয়াত দেননি। বরং সকলেই শিরকের স্থলে তাওহীদের আলোকে সমাজ সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাওহীদ এককভাবে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু হুকূমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বাবস্থায় শর্ত নয়। তবে সেজন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মাধ্যমে জনমত তৈরী করা সর্বাবস্থায় যরূরী। কেননা সার্বিক জীবনে পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। এজন্য মুসলিম রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অবশ্যই তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নইলে আখেরাতে দায়ী হবেন।

আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী খারেজী চরমপন্থীরা বলেছিল, لاَ حُكْمُ إِلاَّ لله 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই'। জওয়াবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةِ بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً.. أَمَّاالْفَاجِرَةُ : فَيُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ- 'কথা সত্য, কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে'। 'অবশ্যই মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকবে, ভাল হৌক বা মন্দ হৌক।.. মন্দ শাসকের মাধ্যমে দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা হয়। রাস্তা সমূহ নিরাপদ করা হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণ করা হয়'।[১]

বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগেও কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের কাফের গণ্য করার মাধ্যমে চরমপন্থীরা তাদের রক্তকে হালাল মনে করছে। ফলে মুসলিম সমাজে রক্তাক্ত হানাহানি চলছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সকল প্রকার চরমপন্থী আন্দোলন থেকে সর্বদা বিরত থাকে এবং উম্মতকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে।

'আহদে আলাস্ত্ত :

সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ সকল মানুষকে ছোট্ট অবয়ব দিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাঁর দাসত্বের অঙ্গীকার নিয়ে বলেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তারা বলেছিল, بَلَى شَهِدْنَا 'হ্যাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আল্লাহ এ সাক্ষ্য ও অঙ্গীকার এজন্য নিয়েছিলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে শিরক করার ব্যাপারে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বাঁচতে না পারে কিংবা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, আমরা আল্লাহকে স্বীকৃতি দান ও তাঁর দাসত্ব করার বিষয়টি জানতাম না *(আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩)*।

বর্তমান পৃথিবীতে যাবতীয় অশান্তির মূলে হ'ল আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা। তথা শয়তানের দাসত্ব করা। মানুষ নানা ভয়-ভীতি ও প্রলোভনে পড়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র দাসত্ব ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হচ্ছে। সেখান থেকে নিজেকে ও অন্যকে বাঁচানোই হ'ল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য। নবী ও রাসূলগণ সর্বদা সেকাজই করে গেছেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের বাস্তব রূপকার। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেপথেই মানুষকে পরিচালিত করতে চায় এবং কেবল তাওহীদে রুবূবিয়াত নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাওহীদে ইবাদত তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

২। কেন চাই?

ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্যই আমরা এটা চাই। আমরা বলি, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ*

১. *মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বানিয়াহ ১/৯৮ 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; আকরাম যিয়া 'উমারী, 'আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ (মাকতাবা উবায়কান) ১/১৪২।*

২/২০১)। পৃথিবীর সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষ একই আদমের সন্তান। ফলে সকলের মৌলিক সমস্যা ও চাহিদা যেমন এক, তেমনি সবকিছুর মৌলিক সমাধান মূলতঃ একই। সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই আল্লাহ্র বিধান সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

দু'টি দর্শনের সংঘাত :

পৃথিবীতে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে এসেছে। **এক-** মানুষ সর্বদা নিজের মনগড়া বিধান মতে খেয়াল-খুশীমত কাজ করবে। **দুই-** মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান মতে চলবে ও সে অনুযায়ী কাজ করবে।

প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপর অর্থাৎ 'ইসলামের উপর' (عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ) জন্মগ্রহণ করে।[২] আল্লাহ্র দেওয়া স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সে তার দৈহিক ও মানসিক পরিবৃদ্ধি লাভ করে। তার আকৃতি, প্রকৃতি, মেধা ও যোগ্যতা সবকিছুই আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত- একথা সে নিজের অবচেতন মনে স্বীকার করে ও আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের স্তরসমূহে তার দেহ বাধ্যগতভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। কিন্তু যতই তার বয়স বাড়তে থাকে ও বিভিন্ন পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই তার জ্ঞানগত স্বভাবধর্ম বাধাগ্রস্ত হ'তে থাকে।

চারটি বাধা : মোটামুটি ৪টি প্রধান বাধা তাকে তার স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তার পরিবার, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র।

প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পরিবার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বানায়, নাছারা বানায় বা অগ্নি উপাসক বানায়'...।[৩] ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَيُشَرِّكَانِهِ 'পিতা-মাতা তাকে মুশরিক বানায়'।[৪]

এক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান হ'ল এই যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার রাখতে হবে। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতি-নীতির অনুসরণ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। বস্তুতঃ সন্তানের দুনিয়াবী মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি আল্লাহ্র বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত কায়েম করা ভবিষ্যৎ সুসন্তান ও সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য একান্তভাবেই যরূরী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এজন্য নিয়মিত ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ছাড়াও 'সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের' কর্মসূচী রেখেছে। যেখানে মা-বোনেরা নিজ গৃহে দ্বীনের তা'লীম নিতে পারেন। তাছাড়া শৈশবে 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে ছোটমণিদেরকে শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার জন্য নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এভাবে শৈশবে তাওহীদের বীজ বপিত ও রোপিত হ'লে পাথরে খোদাই করার মত ঐ শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকবে বলে আশা করা যায়। এরপরে যৌবনে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মসূচী মেনে চলতে হয়।

দ্বিতীয় বাধা হ'ল সমাজ।

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি ও রসম-রেওয়াজ অনেক সময় ইলাহী বিধানের বিরোধী হয়। সেগুলির বিরোধিতা করে আল্লাহ্র বিধান মানতে গেলে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এমনকি সমাজনেতাদের রোষ ও সামাজিক বয়কটের শিকার হ'তে হয়। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলকেই এই কঠিন সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। যখনই তাঁরা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়েছেন, তখনই তারা জওয়াব দিয়েছে, بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি' *(বাক্বারাহ ২/১৭০; লোকমান ৩১/২১)*। অতএব এই কঠিন বাধা মোকাবিলা করে আল্লাহ্র বিধান পালন করা ও তাঁর দাসত্ব করা অনেক সময় অসম্ভব বিবেচিত হয়। তাকে নানাবিধ অপবাদ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শেষনবী (ছাঃ)-কে পর্যন্ত চূড়ান্ত নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তাঁকে সমাজে বিভক্তি সৃষ্টির অভিযোগ সহ মক্কায় সর্বমোট ১৫ রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজ তাকে তিন বছর যাবৎ বয়কট করেছে। অবশেষে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় বাধা হ'ল প্রচলিত ধর্ম বা ধর্মনেতাদের বাধা।

ধর্মনেতারা সর্বদা নিজেদেরকে ধর্মের প্রতিভূ মনে করেন। নিজেদের মধ্যে ধর্ম না থাকলেও ধর্মের বড়াই থাকে তাদের ষোল আনা। আর একারণেই ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ধর্মনেতা 'আযর' স্বীয় পুত্র ইবরাহীমকে বলেছিলেন, أَرَاغِبٌ..

---

২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩২; শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত।*
৩. *বুখারী হা/১৩৫৯; মুসলিম হা/২৬৫৮ (২২); মিশকাত হা/৯০ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*
৪. *মুসলিম হা/২৬৫৮ (২৩) 'তাক্বদীর' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।*

أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا– '..হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি (তাদের গালি দেওয়া থেকে) বিরত না হও, তাহ'লে অবশ্যই আমি পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি চিরদিনের মত আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও'! *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মদীনার ইহূদী ধর্মনেতারা সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিল। ধর্মের দোহাই দিয়েই তারা তাদের ধার্মিক লোকদের ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। এমনকি আল্লাহ্র রাসূলকে নাজরানের খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের সঙ্গে 'মুবাহালা'র মত কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইসব পথভ্রষ্ট ধর্মনেতারা তাদের অনুসারীদের 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। ইচ্ছামত বই লিখে তারা বলত, এগুলিই আল্লাহ্র বিধান। তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত। ভক্তরা অন্ধভাবে তা মেনে চলত। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ কর্তৃক মানুষের প্রতি এই অন্ধ গোলামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও জনমত গড়ে তুলেছিলেন। ফলে তারা তাঁর জানী দুশমনে পরিণত হয়। অথচ তারা শেষনবীকে চিনত, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনত *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*।

বিখ্যাত খ্রিষ্টান নেতা 'আদী ইবনে হাতেম যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবার ৩১ আয়াতটি পাঠ করেন, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ– 'ইহূদী-নাছারারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে'। এটা শুনে 'আদী বলে উঠলেন إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟ 'তারা কি ঐ বস্তুকে হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হারাম গণ্য কর এবং তারা কি ঐ বস্তুকে হালাল করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল গণ্য কর'। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৫]

ইবনু আব্বাস ও যাহহাক বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا– 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিত এবং লোকেরা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬]

বস্তুতঃ বর্তমান যুগেও কথিত ধর্মনেতাদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার সামনে মানুষ অন্ধের মত মাথা নীচু করছে। জায়েয-নাজায়েয, সুন্নাত-বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি অনেক সময় হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপর। কখনও বা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনও বা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনও বা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা মারা গেলে একদল লোক তাদের কবর পূজা করছে। তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করছে। তাদের কবরে নযর-মানত করছে। সেখানে পয়সা দিয়ে বিপদাপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সেখানে ওরসের জমজমাট মেলা চালু করছে। তাদের কবরগুলিকে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেগুলিকে তীর্থস্থানে পরিণত করছে। এভাবে এই সব ধর্মনেতাগণ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তাদের ভক্ত অনুসারীদের নিকট রীতিমত 'রব' এর আসনে সমাসীন হয়ে আছেন। এদের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি কিংবা তাদের নামে এদের খাদেম ও ভক্তদের চালু করা বেশরা রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কথা বলা রীতিমত মানহানিকর এমনকি জীবনহানিকর ব্যাপার হয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ্র নাম নিয়েই এরা এসব শরী'আত বিরোধী কাজ-কর্ম করে থাকেন। এদের চেহারা-ছূরত ও পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ভক্ত বাহিনী যেকোন সৎসাহসী দ্বীনদার মানুষকে ভীত করার জন্য যথেষ্ট। ফলে এদেরকে ডিঙিয়ে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা জীবনের ঝুঁকি নেবার শামিল। যা নেবার মত লোকের সংখ্যা সর্বদাই কম থাকে। অথচ যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

কেবল ধর্মনেতারা নন, রাজনৈতিক নেতারাও আজকাল পূজিত হচ্ছেন মহা সমারোহে। তাদের কবরগুলি এখন রীতিমত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সেখানে যেতে না পারায় এদেশে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পতন ঘটে গেল চোখের পলকে মাত্র কয়েক বছর আগে। তাদের ছবি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাদের রীতিমত পূজা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি অনেক জীবিত রাজনৈতিক নেতা তাদের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের প্রধান ফটকে নিজেদের প্রতিকৃতি পাথরে খোদাই করে দিচ্ছেন সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্য। তাদের ঘরে ও অফিসে তাদের ছবি সমূহ টাঙানো হচ্ছে সম্মান

৫. তাফসীর ইবনে জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩।

৬. ইবনু জারীর হা/১৬৬৪১।

প্রদর্শনের জন্য। দেশের সর্বোচ্চ সেনানিবাসে দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানগণ নিজেদের বানানো 'শিখা অনির্বাণ' বা 'শিখা চিরন্তন' নামক সদা জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। যা মজূসী-অগ্নি উপাসকদের অনুকরণ মাত্র। মানুষের যে মস্তক কেবল আল্লাহ্র কাছে নত হবে, সেই উন্নত মস্তক আজ নত হচ্ছে মৃতদের কবরে এবং ছবি-মূর্তি ও আগুনের সামনে। ঐ জাতির উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, যে জাতির মস্তক যেখানে-সেখানে অবনত হয়? রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেশের অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলিত সূদী অর্থনীতির ছোবলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। যথেচ্ছভাবে নেতারা হারামকে হালাল করে যাচ্ছেন। এভাবে ইহূদী-নাছারা নেতাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর সেদিনের ভর্ৎসনাবাণী আজ মুসলিম নেতাদের হাতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ জাতির পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলার মধ্যে।

চতুর্থ বাধা হ'ল রাষ্ট্র।

বিগত যুগে ইবরাহীম (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিল নমরূদ। তার লোকেরা বলেছিল, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। মূসা (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিল ফেরাঊন। সে তার জনগণকে বলেছিল, وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى... '(মূসা ও হারূণ) তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি রহিত করতে চায়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। সে আরও বলেছিল, مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 'আমি যা বুঝি সেদিকেই তোমাদের পথ দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। যাকারিয়া ও তৎপুত্র ইয়াহইয়া (আঃ) নিহত হয়েছিলেন তৎকালীন সম্রাট কর্তৃক। ইহূদীদের চক্রান্তে ঈসা (আঃ)-কে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল তাঁর যুগের সম্রাট। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং বার বার হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাঁর যুগের গোত্রনেতারা। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা বলেনি। বরং তারা কুরআনী বিধানকে মানতে চায়নি। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ- 'বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। এজন্য তারা বলেছিল, ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ 'এই কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা এটাকে পরিবর্তন করে আনো'। জবাবে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দেন, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'তুমি বল যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

বস্তুতঃ যুগে যুগে সত্যসেবীদের বিরুদ্ধে এই নীতিই চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর যুগসংস্কারকগণের মধ্যে কঠিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়েছে অসংখ্য তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বলকে এবং তাঁদের পরে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম ও যুগে যুগে তাঁদের অনুসারী যুগসংস্কারক মনীষীগণকে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৩। কিভাবে চাই?

সবশেষে প্রশ্ন হ'ল, জাতির এই সার্বিক ভাঙ্গন দশা প্রতিরোধ আমরা কিভাবে চাই। বিভিন্ন পণ্ডিত ও তাদের অনুসারী দলসমূহ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর জবাব দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর মানুষ রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের পরীক্ষা নিয়েছে। লাখ-কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযতের বিনিময়ে এইসব মানব রচিত মতবাদ সমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রত্যেক মতবাদের অনুসারীরা পৃথিবীর অন্যান্য জনপদেও এগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপরোক্ত সকল মতবাদের সার-নির্যাস হ'ল, মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তার চিন্তাধারা কখনোই নিরাবেগ নয়। ফলে পানি ভেবে মরীচিকার পিছনে ছোটা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক। সেকারণ উক্ত মতবাদ সমূহের কোনটাই মানুষের স্বভাবধর্মের কাছাকাছি যেতে পারেনি। ফলে সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও জেঁকে বসে আছে ছলে-বলে-কৌশলে। সেকারণ আমরা মানব রচিত কোন বিধানের অনুসরণ না করে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানের আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে তথা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবতার বিপর্যয় রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেননা আমাদের রাসূল (ছাঃ) এভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি

নিরক্ষরদের মধ্য হ'তে একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ ও তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নাহ। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(জুম'আহ ৬২/২)*।

আমরা আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করি এবং তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহকে চির সত্য ও সকল যুগের জন্য পালনযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি বিধানই সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলনের মধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত। এর বাইরে যা কিছুই বলা হবে, তা স্রেফ ধারণা ও কল্পনা এবং অন্তঃসারশূন্য যিদ ও হঠকারিতা মাত্র।

মুসলিম-অমুসলিম মনীষীবৃন্দ সর্বদা ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু ইসলামী বিধান পালন ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেকের মধ্যেই রয়েছে সীমাহীন অজ্ঞতা, দুর্বলতা ও ঝুঁকি নেওয়ার মত সৎসাহসের অভাব। ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ইসলামী বিধান সমূহ ভাল কি মন্দ তা প্রমাণ করার জন্য জনমতের কোন প্রয়োজন নেই। দেশের শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলবে, না মানুষের মনগড়া বিধান অনুযায়ী চলবে? রোগাক্রান্ত মানুষ আল্লাহ প্রেরিত খাঁটি ঔষধ খাবে, না মানুষের তৈরী ভেজাল ঔষধ খাবে? কেবল এ বিষয়েই জনমত যাচাই করা আবশ্যক। কেননা রোগীকে জোর করে ঔষধ খাওয়াতে গেলে সে বমি করে দিবে। তাতে হিতে বিপরীত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর মানুষ যতদিন আল্লাহ্ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা না করবে, ততদিন বিশ্বের বর্তমান অশান্ত অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। বরং অশান্তি দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

মানব রচিত এযাবত কালের সকল মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং এ সবের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে মুক্তি ও শান্তির জন্য। জর্জ বার্নার্ডশ', বার্ট্রাণ্ড রাসেল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, মিঃ গান্ধী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত অমুসলিম দার্শনিক ও রাজনীতিক গণ ইসলামকেই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা ইসলামের অনুসারী, যাদের দায়িত্ব ছিল জগদ্বাসীর কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার, সেই আমরাই আজ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্ব মুসলিমের জন্য আল্লাহ্র একটি অনন্য নে'মত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার জন্য জন্ম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কীভাবে সেটা মানবে, তা জানে না। এদেশে বিগত আড়াই শতাধিক বছর ধরে বৃটিশদের অমানবিক শাসননীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও বিচার ব্যবস্থা চলছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ চলে যাবার পর থেকে বিগত ৬৮ বছর কেবল নেতার বদল হয়েছে। কিন্তু নীতির বদল হয়নি। ফলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি। সাধারণ মানুষ এথেকে পরিত্রাণ চায়। কিন্তু কীভাবে পরিত্রাণ পাবে? এক্ষেত্রে চারটি মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।-

চার ধরনের প্রচেষ্টা :

(১) একদল বিশ্ব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবকিছুতেই আপোষ করে চলতে চান। তারা ভিতরে ঘা রেখে উপরে মলম দিতে ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি পালনেই তাদের ধর্ম-কর্ম সীমাবদ্ধ। কথিত বিশ্বনেতারা সর্বদা এদেরকেই পসন্দ করেন ও এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসান। এরা নিজেদেরকে সেক্যুলার বলেন। যদিও তারা পুরাপুরি সেক্যুলার নন। তবে ইসলামী বিধান জারি করতে উদ্যোগী না হবার কারণেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তারা সেক্যুলার।

(২) আরেক দল আছেন যারা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন। কিন্তু প্রচলিত অনৈসলামী রাজনীতির অনুসরণেই সেটা করেন। ফলে লক্ষ্য ইসলাম হ'লেও পথ যেহেতু ইসলামের বিপরীত, সেকারণ তাদের রাজনীতি ও সেক্যুলারদের রাজনীতির মধ্যে শ্লোগানের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা ক্ষমতায় যাবার জন্য এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সে আচরণই করেন, যেটা সেক্যুলাররা করে থাকেন। বরং কিছুটা বেশীই করেন। ভোটপ্রার্থী হওয়ার কারণে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলাই তাদের নীতি। ফলে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ। কূয়াতে পচা বিড়াল রেখে উপরের পানি সেচাতেই তারা অভ্যস্ত। এরা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে 'মডারেট' বা পপুলার লকব পেয়ে গেছেন। যদিও সেক্যুলারদের হাতেই তারা পর্যুদস্ত হচ্ছেন। আদর্শচ্যুত হয়ে দু'কুল হারিয়েছেন।

(৩) তৃতীয় আরেক দল আছেন যারা ইসলাম বলতে তাদের শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে ভরা তরীকাকে বুঝেন। মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, কবর-ওরস এগুলিই তাদের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ছূফীবাদের অনুসারী হবার দাবী করে এরা দুনিয়াত্যাগী হিসাবে পরিচিত হতে ভালবাসেন। যদিও ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য এখন তারা কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ও নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। এদের কাছাকাছি মতবাদের আরেকটি দল আছে, যারা নিজেদের দাওয়াতকে 'নবীওয়ালা দাওয়াত' বলেন এবং সর্বদা 'রাসূলের তরীকায় শান্তি' বলে থাকেন। কিন্তু সবাইকে খুশী করতে গিয়ে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন থেকে এরা অনেক দূরে। এমনকি তাদের মুখে এখন প্রায়ই শোনা যায়, হাদীছ সবই রাসূলের। এর মধ্যে আবার ছহীহ-যঈফ আছে নাকি? এদের হামলার প্রধান শিকার হলেন ইমাম বুখারী, শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বেত্তাগণ। কারণ তাদের আচরিত দ্বীনের বেশীর ভাগই ছহীহ হাদীছের আলোকে শুদ্ধ নয়। যদিও ধর্মের বাহ্যিক রূপ এদের মধ্যেই বেশী।

(৪) চতুর্থ দলটি হলেন তারাই যারা তাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতে চান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে চান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান এবং রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সমাজ সংস্কার করতে চান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাঁদেরই দ্বারা পরিচালিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা তাদের মূল লক্ষ্য নয়। বরং সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব পালনে তারা শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। নেকীর উদ্দেশ্যে তারা এটা করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল...।[৭] ছহীহ হাদীছের আলোকে তারা নিজেদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করেন এবং অন্যকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেন। সরকারের ইসলাম বিরোধী এবং দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ সমূহের তারা প্রতিবাদ করেন। সরকারকে সুপরামর্শ দেন এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না। কারণ এতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারা ক্ষমতা লাভের জন্য দল গঠন করেন না। তার জন্য লড়াই করেন না বা ক্ষমতার জন্য প্রার্থী হন না। কারণ এগুলি শরী'আতে নিষিদ্ধ। নেতৃত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ্র দান। যাকে খুশী তিনি এটা দিয়ে থাকেন।

তারা মুরজিয়াদের মত আমল-এর ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী নন, কিংবা খারেজীদের মত চরমপন্থী নন। তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে মুরজিয়াদের ন্যায় পূর্ণ মুমিন বলেন না, কিংবা খারেজীদের ন্যায় পূর্ণ কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেন না এবং তার রক্তকে হালাল মনে করেন না। তারা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে বলেন না। বরং মাথা ব্যথার ঔষধ খেতে বলেন।

সেক্যুলার, পপুলার ও ছূফী মুসলমানরা বৃটিশের রেখে যাওয়া নীতি ও পদ্ধতির প্রতি আপোষমুখী হওয়ায় তারাই পাশ্চাত্যের সবচাইতে নিকটতম বলে তাদের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মতে সালাফীরাই তাদের একমাত্র বিরুদ্ধবাদী। কারণ তারাই মাত্র বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী এবং তারাই মাত্র জাতীয় ও বিজাতীয় কুসংস্কার সমূহ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে চায়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই বাংলাদেশে আমাদের সংগঠনের উপর যুলুম নেমে এসেছে পাশ্চাত্যের দোসর সরকার ও রাজনীতিকদের মাধ্যমে। তারা আমাদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের প্রভাবিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহের মাধ্যমে নানা অপবাদ রটিয়েছে। এখনও মাঝে-মধ্যে কাল্পনিক ও মিথ্যা অপবাদ সমূহ রটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপর সরকারীভাবে জেল-যুলুম চালানো হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের আদর্শনিষ্ঠ ঈমানদার কর্মী কখনোই আদর্শচ্যুত হন না। *আলহামদুলিল্লাহ* মানুষ আরও অধিক হারে আদর্শমুখী হচ্ছে। সংগঠনের ভিত্তি আরও মযবূত হচ্ছে। ভীতু, সুবিধাবাদী ও কপটবিশ্বাসীরা তাদের পথ বেছে নিবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহভীরু হাদীছপন্থীরা দৃঢ়ভাবে আদর্শের উপর একত্রিত হবে। এভাবেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার এ দাওয়াত সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। জান্নাত পিয়াসী মুমিনের হৃদয় ছুটে আসবে এখানে দ্রুতবেগে আনন্দচিত্তে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে' *(ছফ ৬১/৪)*। আমরা যত বেশী আদর্শনিষ্ঠ ও জামা'আতবদ্ধ হব, ততবেশী আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হব এবং আমাদের পথচলা সহজ হবে। এভাবে ধীরে ধীরে জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। জনগণের সার্বভৌমত্বের স্থলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম করা এবং অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত- এ ভ্রান্ত নীতির বিপরীতে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত, এ সত্য নীতি প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য। এজন্য সকল দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া এবং কপটতা, হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে মানবতার সার্বজনীন কল্যাণের কর্মসূচী নিয়ে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ঘোষিত **চার দফা কর্মসূচী হ'ল :** তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজসংস্কার। আমরা আমাদের সীমাহীন অযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে সাধ্যমত সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের সকল দুঃখ-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করি। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের অবস্থা দেখছেন ও শুনছেন। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই রহমতের ভিখারী। আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। পরিশেষে সকলের প্রতি আমাদের একান্ত আহ্বান : **আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।**

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যা বলেছিলেন, আমরাও সেকথা বলি।- قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি রহম কর! আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমূহ কবুল কর! আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি দাও- আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

৭. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।*

Contents

জান্নাত লাভের কতিপয় উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : ইহকালীন জীবনে মানুষের কৃতকর্মের মাধ্যমে অর্জিত নেকী পরকালীন জীবনে পরিত্রাণ লাভের অসীলা হবে। তাই দুনিয়াতে অধিক নেক আমলের দ্বারা বেশী বেশী ছওয়াব লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্তব্য। কিন্তু পার্থিব জীবনের মায়াময়তায় জড়িয়ে আমলে ছালেহ থেকে দূরে থাকলে পরকালীন জীবনে কষ্টভোগ করতে হবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الآخِرَةِ– 'পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। আর পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা'।[১] তাই পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে গোনাহ পরিহার করতে হবে এবং অফুরন্ত নে'মত সমৃদ্ধ অমূল্য জান্নাত লাভে নেক আমল বেশী বেশী করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ 'যে ব্যক্তি ভয় করেছে, সে পালিয়েছে। আর যে পালিয়েছে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। জেনে রাখ আল্লাহ্র সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, জেনে রাখ আল্লাহ্র সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান'।[২] জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রত্যাশী ও জান্নাত লাভে আকাঙ্ক্ষী মুমিন সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতে পারে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا 'আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখিনি, আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখিনি'।[৩] তাই জান্নাত লাভের জন্য নেকীর কাজ বেশী বেশী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

আর জান্নাত লাভের জন্য বহু নেক আমল রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নেক আমল এখানে উদ্ধৃত হ'ল, যাতে পাঠক সেসব পালন করার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভে সচেষ্ট হ'তে পারেন।

১. তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব :

আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতি প্রদান ও তদনুযায়ী আমল করা মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রথম শর্ত। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে 'উফায়র' নামক একটি গাধায় আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন,

يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا–

'হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপরে আল্লাহ্র হক কি এবং আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহ্র হক হ'ল সে আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক হচ্ছে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না, যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি মানুষকে এর সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তাদেরকে সুসংবাদ দিও না, তাহ'লে তারা এর উপরেই নির্ভর করবে'।[৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ. 'যে ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; ঈসা তাঁর বান্দা ও তাঁর বান্দীর পুত্র, তাঁর কালিমা (বাক্য) যা তিনি মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন ও তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ (রূহ), জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ 'আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই থাকুক'।[৬]

২. আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা :

আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা অত্যাবশ্যক। কেননা ঈমান ব্যতিরেকে মানুষের কোন নেক আমল আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না। তেমনি কারো অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও নেককর্ম করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 'নিশ্চয়ই যারা

১. *মুসনাদে আহমাদ, ছহীহাহ হা/১৮১৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১৫৫।*
২. *তিরমিযী হা/২৪৫০; ছহীহাহ হা/৯৫৪, ২৩৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৬২২২।*
৩. *তিরমিযী হা/২৬০১; ছহীহাহ হা/৯৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৬২২।*
৪. *বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪।*
৫. *মুসলিম হা/২৮।*
৬. *মুসলিম হা/২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২০।*

ঈমান এনেছে ও নেককর্ম করেছে, জান্নাতুল ফিরদাউসে তাদের জন্য রয়েছে আপ্যায়ন' *(কাহফ ১৮/১০৭)*।

তিনি আরো বলেন, تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর নিজের ধন-মাল ও আত্মার দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। এতে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে এবং চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর দান করবেন। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(ছফ ৬১/১১-১২)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তার পাপ মুছে ফেলেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(তাগাবুন ৬৪/৯)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ৮৫/১১)*।

তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ- 'যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*।

৩. তাক্বওয়া অর্জন করা :

জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাক্বওয়াশীল হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ- 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? তিনি বললেন, মুখমণ্ডল ও লজ্জাস্থান'।[৭] তিনি আরো বলেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে তার জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব, দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্র পথের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না'।[৮]

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা :

জান্নাত লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা যরূরী। তাঁর অনুসরণ ব্যতীত যেমন কোন আমল কবুল হয় না, তেমনি তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে জান্নাত লাভ করাও যায় না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ- 'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে চলে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى- 'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, একমাত্র তারা ব্যতীত, যারা (যেতে) অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে তারাই অস্বীকার করে'।[৯]

৫. ছালাত আদায় করা :

ছালাত আদায় করা ইসলামের রুকন, যা জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا

৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; ছহীহ তারগীব হা/১২৬৯, ৩৩২৪; মিশকাত হা/৩৮২৮।*
৯. *বুখারী হা/৬৭৩৭, 'কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।*

بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ– ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হ’তে অপর জুম‘আ পর্যন্ত, এক রামাযান হ’তে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের, যা এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়। যখন সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে’।[১০] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه– ‘যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’।[১১]

ফরয ছালাতের পাশাপাশি সুন্নাত-নফল ছালাতও জান্নাত লাভের উপায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ– ‘যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক‘আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক‘আত যোহরের পরে, দুই রাক‘আত মাগরিবের পরে, দুই রাক‘আত এশার পরে এবং দুই রাক‘আত ফজরের পূর্বে’।[১২] তিনি আরো বলেন, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ– ‘যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত এবং যোহরের পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন’।[১৩]

৬. ছিয়াম পালন করা :

যে সকল আমলের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়, ছিয়াম তন্মধ্যে সর্বোত্তম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ’তে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।[১৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হ’তে জাহান্নামকে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন, যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান’।[১৬]

ছিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ– ‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।[১৭] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ– وزاد وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا–

‘জান্নাতে এমন একটি দরজা রয়েছে, যাকে ‘রাইয়্যান’ বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, ঐ দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না’।[১৮]

ছিয়াম পালন করলে মানুষের কৃত গোনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه– ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়’।[১৯]

এছাড়া ছিয়াম বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ،

---

১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪।*
১১. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৭, হাদীছ ছহীহ।*
১২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৫৯, হাদীছ ছহীহ।*
১৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/১১৬৭, হাদীছ ছহীহ।*
১৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।*
১৫. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭,২৫৬৫।*
১৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৮।*
১৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭।*
১৮. *আত-তারগীব হা/১৩৮০।*
১৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।*

'ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ'।[২০]

৭. যাকাত আদায় করা :

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ফরযের মধ্যে যাকাত অন্যতম। নিছাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করতে হয়। এর ফলে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২১] অপর একটি হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। লোকেরা বলল, তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَرَبٌ مَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ به شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ 'তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না; ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'।[২২]

৮. হজ্জব্রত পালন করা :

হজ্জ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। অর্থিক সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা ফরয। কবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِه قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ'।[২৩] তিনি আরো বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ– 'এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গোনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়'।[২৪]

৯. দান-ছাদাক্বাহ করা :

ছাদাক্বাহ করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। যার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ–

'যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সকল দরজা হ'তে আহ্বান করা হবে, অথচ জান্নাতের দরজা অনেক (আটটি)। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী হবে তাকে ছালাতের দরজা হ'তে আহ্বান করা হবে এবং যে ব্যক্তি দানকারী হবে তাকে দানের দরজা হ'তে আহ্বান করা হবে'।[২৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِه– 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[২৬] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيُ غَضَبَ الرَّبِّ– 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[২৭]

১০. কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন তেলাওয়াত করলে বহু ছওয়াব অর্জিত হয় এবং জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট'।[২৮]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ– 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের

২০. *আত-তারগীব হা/১৩৮২।*
২১. *তিরমিযী হা/৬১৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৯৫।*
২২. *বুখারী হা/৫৯৫৩; মুসলিম হা/১১।*
২৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬।*
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।*
২৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭।*
২৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*
২৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।*
২৮. *আহমাদ, মিশকাত হা/২১৩৪, হাদীছ ছাহীহ।*

সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে'।[২৯]

(ক) সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পাঠ করা :

সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে'।[৩০] তিনি আরো বলেন,

اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ–

'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্বারাহ পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম'।[৩১]

(খ) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ اَلْمَوْتُ– 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না'।[৩২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يُحِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ব্যতিরেকে কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না'।[৩৩] অন্য বর্ণনায় প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৪]

(গ) সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা :

সূরা কাহফ তেলাওয়াত করলে জ্যোতি লাভ হয় এবং দাজ্জালের ফেৎনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ– 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম'আ হ'তে অপর জুম'আ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে'।[৩৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ– 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হ'তে নিরাপদে রাখা হবে'।[৩৬] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ– 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হ'তে নিরাপদে রাখা হবে'।[৩৭]

(ঘ) সূরা মুলক পাঠ করা :

সূরা মুলক তেলাওয়াতকারীর জন্য সে সুপারিশ করে এবং এ সূরা তেলাওয়াতকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ سُوْرَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلاَثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ– 'কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক''।[৩৮] তিনি আরো বলেন,

مَنْ قَرَأَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُوْرَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ–

'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী অর্থাৎ সূরা মুলক পড়বে, এর জন্য আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। আর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে একে (কবর আযাব) প্রতিরোধকারী বলে অভিহিত করতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কিতাবে (কুরআনে) একটি সূরা আছে, যে ব্যক্তি রাতে তা

২৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২।
৩০. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।
৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০।
৩২. ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪; মিশকাত হা/৯৭৪।
৩৩. ছহীহাহ হা/৯৭২।
৩৪. ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪।
৩৫. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাদীছ ছহীহ।
৩৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪৬, হাদীছ ছহীহ।
৩৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬।
৩৮. আহমাদ, মিশকাত হা/২১৫৩, হাদীছ ছহীহ।

পাঠ করল, সে অধিক করল ও উত্তম কাজ করল।[৩৯]

(ঙ) সূরা ইখলাছ পাঠ করা :

সূরা ইখলাছ পাঠ করা এবং তার সাথে মহব্বত রাখা জান্নাত লাভের মাধ্যম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং ক্বিরাআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়ত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, سَلُوْهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ– 'তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহ্র গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহ্র গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন'।[৪০] আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هذه السُّوْرَةَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} قَالَ: إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে'।[৪১]

১১. উত্তমরূপে ওযূ করা :

ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। এটাও জান্নাত লাভকারী আমল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ به الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : إِسْبَاغُ الوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ– 'আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আর এক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে রিবাত বা প্রস্তুতি (তিনবার তিনি একথা বললেন)'।[৪২]

তিনি আরো বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ– 'যে ওযূ করে এবং সুন্দর করে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হ'তে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচ হ'তেও বের হয়ে যায়'।[৪৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ–

'যখন কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল হ'তে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'চোখের মাধ্যমে হয়েছে। আর যখন সে দু'হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'হাত দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সে গুনাহ হ'তে পাক-পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[৪৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ– 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তাদের ওযূর বিশেষ চিহ্ন দেখে যা হবে অতীব উজ্জ্বল ধবধবে সাদা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে'।[৪৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে অতঃপর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ 'আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[৪৬]

(ক্রমশঃ)

---

৩৯. হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৮৯, সনদ হাসান।
৪০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮।
৪১. বুখারী হা/৩১৩০।
৪২. মুসলিম হা/২৫৩; মিশকাত হা/২৮২।
৪৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪।
৪৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫।
৪৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০।
৪৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯।

Contents

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(৫ম কিস্তি)

(৯) ভুলের ভয়াবহতা বর্ণনা করা :

ইবনু ওমর, মুহাম্মাদ বিনু কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম ও কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এ বর্ণনা অবশ্য তাদের পরস্পরের বর্ণনার সংমিশ্রণে তৈরী। তাবূক যুদ্ধের সময়ে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, আমাদের কুরআন পাঠকদের মত এমন খানাপিনায় পেটুক, কথাবার্তায় মিথ্যুক আর যুদ্ধকালে কাপুরুষ আমরা দ্বিতীয় আর দেখিনি। একথা দ্বারা সে নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর কুরআনে অভিজ্ঞ ছাহাবীদের বুঝিয়েছিল। তার কথা শুনে আওফ বিন মালিক বলে ওঠেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তো দেখছি (পাকা) মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলে দেব। অতঃপর আওফ খবরটা দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখেন তার আগেই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উটে চড়ে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন ঐ লোকটা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কেবল পথ অতিক্রম করার মানসে আবোল-তাবোল কথা, হাসি-রহস্য করছিলাম, আর কাফেলার লোকেরা যেমন কথাবার্তা বলে তেমনি করে বলছিলাম। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি- লোকটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাওদার রশি ধরে চলছে আর পাথরের আঘাতে তার দু'পা কেমন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, আর সে বলে চলেছে- আমরা কেবলই আবোল-তাবোল কথা বলছিলাম, আর হাসি-রহস্য করছিলাম। এদিকে তার কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে চলছিলেন-'বল, তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শনাবলী এবং তার রাসূলকে নিয়ে হাসি-রহস্য করছিলে'? *(তওবা ৯/৬৫)* তিনি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছিলেন না এবং ঐ কথার অতিরিক্তও কিছু বলছিলেন না।

এ ঘটনা ইবনু জারীর বিন ওমর (রাঃ)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাবূক যুদ্ধকালে এক মজলিসে এক ব্যক্তি বলে বসে, আমাদের এসব ক্বারীদের মত খানাপিনায় পেটুক, কথাবার্তায় কিথ্যুক এবং যুদ্ধে ভীরু কাপুরুষ দ্বিতীয় আর কাউকে আমরা দেখিনি। ঐ মজলিসে এক লোক (প্রতিবাদ করে) বলে, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি বরং মুনাফিক। আমি একথা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানিয়ে দেব। অবশ্য ইতিমধ্যে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উষ্ট্রীর হাওদা ধরে ঝুলে থাকতে দেখেছি। পাথরের আঘাতে তার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল, আর সে মুখে বলছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেবল আবোল-তাবোল কথা বলে হাসি-তামাশা করছিলাম। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলকে হাসি-তামাশার পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলে? ঈমান আনার পরপর তোমরা কুফরী করেছ। সুতরাং তোমরা এখন আর কোন অজুহাত দেখিও না'।[১] এ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারীদের দলভুক্ত। তবে হিশাম বিন সা'দ থেকে মুসলিম কোন বর্ণনা করেননি। অবশ্য আল-মীযান গ্রন্থে সমর্থক (شـــاهد) বর্ণনা হিসাবে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাতেম হাসান সনদে এর সমর্থক বর্ণনা করেছেন কা'ব বিন মালিক থেকে।[২]

(১০) ভুলের মাশুল বা খেসারত বর্ণনা করা :

আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সফরে কোন স্থানে (বিশ্রাম কিংবা রাত কাটানোর জন্য) অবস্থান গ্রহণ করতেন তখন তাঁর সঙ্গে আগত লোকেরা বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ত। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, তোমাদের এভাবে গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শয়তানী আচরণের পর্যায়ভুক্ত। এরপর থেকে ছাহাবীগণ কোন স্থানে অবতরণ করলে একে অপরের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে থাকতেন যে, এক কাপড়ে তাদের ঢেকে দিতে চাইলে যেন সবার জন্য তাতে হয়ে যাবে'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُوْلُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ 'এমনকি তুমি বলতে পার, তাদের উপর একটা কাপড় বিছিয়ে দিলে তাতে সকলেরই হয়ে যাবে'।[৪]

লক্ষ্যণীয়, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের কত বেশী দেখ-ভাল করতেন। এখানে সেনাদলের কল্যাণ সাধনে সেনাপতির আগ্রহও সমভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে আরো বুঝা যায়, যদি সৈন্যরা কোথাও ডেরা ফেলে যদি যার যার মত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান নেয়, তাহ'লে শয়তান মুসলমানদের মনে ভয় দেখানোর সুযোগ পায় এবং শত্রুকেও তাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে।[৫] আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে সেনাবাহিনীর একজন অন্যজনকে প্রয়োজন মুহূর্তে সাহায্য

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

*** সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *তাফসীর বিনু জারীর তাবারী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ) ১৪/৩৩৩ পৃঃ।*

২. *আছ-ছহীহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল, পৃঃ ৭১।*

৩. *আবুদাঊদ হা/২২৮৬; আলবানী ছহীহ আবুদাঊদে এটিকে ছহীহ বলেছেন, হা/২২৮৮।*

৪. *আহমাদ হা/১৭৭৭১, সনদ ছহীহ।*

৫. *আওনুল মা'বূদ ৭/২৯২ পৃঃ।*

করতে পারে না।[৬] আবার দেখুন- নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণই বা কি সুন্দরভাবে তাঁর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন।

ভুলের ক্ষতি ও খেসারতের উদাহরণ নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছেও পাওয়া যায়। ছালাতের জামা'আতে লাইন সোজা করা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের লাইনগুলো সোজা করবে; তা না হ'লে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করবেন'।[৭]

ছহীহ মুসলিমে সিমাক বিন হারব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّى صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-

'(জামা'আতে ছালাত আরম্ভের সময়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের লাইনগুলো এমনভাবে সোজা করতেন যেন মনে হ'ত তিনি তা দ্বারা তীর সোজা করছেন। তিনি এটাও দেখতেন যে, আমরা তাঁর থেকে আমাদের ভুল শুধরে নিয়েছি কি-না। একদিনের ঘটনা। তিনি এসে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাকবীর দিতে যাবেন এমন সময় দেখলেন একজনের বুক লাইন থেকে একটু বেড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা অবশ্যই লাইন সোজা করে দাঁড়াবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করবেন'।[৮]

ইমাম নাসাঈ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন, رَاصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ 'তোমরা তোমাদের লাইনগুলো যুক্ত করো, ওগুলোর মাঝে কাছাকাছি হও এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। কেননা যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ, নিশ্চয়ই আমি শয়তানদের দেখতে পাই তারা লাইনের ফাঁকা জায়গাতে ঢুকে পড়ে- যেন সেগুলো দেখতে কালো ছাগল ছানা'।[৯]

সুতরাং ভুলের ক্ষতি ও তার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা বর্ণনা করা ভুলকারীকে ভুল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কখনো কখনো এই ভুলের পরিণাম ভুলকারীর নিজেকে ভুগতে হয়, আবার কখনো কখনো তা অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আবুদাঊদ (রহঃ) কর্তৃক তার সুনানে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ-

'এক ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিয়েছিল। মুসলিমের বর্ণনানুসারে এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে লোকটি বাতাসকে অভিশাপ দেয়। এ ঘটনা ঘটেছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি তাকে অভিশাপ দিয়ো না, কেননা সে আদিষ্ট হয়ে একাজ করেছে। জেনে রাখ, যে জিনিস অভিশাপ দেওয়ার উপযুক্ত নয় তাকে যে অভিশাপ দিবে ঐ অভিশাপ তার উপরেই বর্তাবে'।[১০]

অন্যদের মাঝে ভুলের পরিণাম সংক্রমিত হওয়ার উদাহরণ হিসাবে ছহীহ বুখারী বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করা চলে। আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করল। (মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে), লোকটি বলল, يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْهُ فِىْ كَذَا وَكَذَا 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই এই গুণে বা ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে তার মত কোন মানুষ নেই।[১১]

তিনি শুনে বললেন, কি সর্বনাশ! তুমি যে তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে! তুমি যে তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে!! কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ 'তোমাদের কাউকে যদি তার কোন ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয় তাহ'লে সে যেন বলে, আমি অমুকের সম্পর্কে এই এই ধারণা পোষণ করি। আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আমি আল্লাহ্র নিকটে কাউকে নির্দোষ বলছি না। এসব কথাও সে বলবে যদি তার ঐ লোক থেকে তার কথিত গুণাবলী নিশ্চিত জানা থাকে'।[১২] ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে মিহজান আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ، رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّيْ، وَيَسْجُدُ، وَيَرْكَعُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ

৬. *দলীলুল ফালেহীন ৬/১৩০ পৃঃ।*
৭. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১৭।*
৮. *মুসলিম হা/৪৩৬।*
৯. *আল-মুজতাবা ২/৯২; নাসাঈ হা/৮১৫, সনদ ছহীহ।*
১০. *আবুদাঊদ হা/৪৯০৮, সনদ ছহীহ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১০২।*
১১. *ছহীহ মুসলিম হা/৩০০০।*
১২. *বুখারী হা/২৬৬২, 'সাক্ষ্য' অধ্যায়।*

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَخَذْتُ أُطْرِيْه، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا فُلاَنٌ، وَهَذَا. فَقَالَ أَمْسِكْ، لَـــا تُـــسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ-

'এমনি করে আমরা যখন মসজিদে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক লোককে দেখলেন সে (অনবরত) ছালাত আদায় করছে- সিজদা করছে, রুকূ করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমাকে বললেন, এই লোকটা কে? আমি তখন লোকটার বেশী বেশী প্রশংসা করতে লাগলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনি অমুক, ইনি এই এই গুণের অধিকারী'।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি থাম, তুমি তাকে শুনিয়ে বল না, তাহ'লে তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[১৪]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ، وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِه فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُـــلِ 'নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে শুনলেন, সে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করছে এবং সে প্রশংসাও বাড়াবাড়ি রকমের করছে। তিনি তাকে বললেন, তোমরা লোকটাকে ধ্বংস করে দিলে। অথবা (তিনি বললেন,) তোমরা তার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করলে'।[১৫]

এই ছাহাবীর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা মহানবী (ছাঃ) এখানে বর্ণনা করেছেন। মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির মন প্রতারণার শিকার হয়। তার মধ্যে হামবড়া ভাব জন্মে এবং নিজেকে দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে হয়। অনেক সময় প্রশংসার খ্যাতিরে সে আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে অথবা প্রশংসার মজা পেয়ে লোক দেখিয়ে আমল করতে শুরু করে। এভাবেই সে তার ধ্বংস ডেকে আনে- যা নবী করীম (ছাঃ)-এর ভাষায় 'তোমরা তাকে ধ্বংস করলে', 'তোমরা লোকটার গলা কেটে দিলে', 'লোকটার পিঠে ছুরিকাঘাত করলে'।

অনেক সময় প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে গিয়ে বেফাঁশ কথা বলে বসে। ভালমত নিশ্চিত না হয়ে সে প্রশংসা করে এবং যা জানা সম্ভব নয় তেমন কিছু জানার জোর দাবী করে। এভাবে সে মিথ্যাচার করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি যা নয় তাই বলে সে প্রশংসা করে। এ এক বড় মুছীবত। বিশেষত প্রশংসিত ব্যক্তি যদি যালিম, ফাসিক ইত্যাদি হয়।[১৬]

তবে সম্মুখ প্রশংসা মোটের উপর নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম (ছাঃ) অনেক লোকেরই সামনাসামনি প্রশংসা করেছেন। ছহীহ মুসলিমের অনুচ্ছেদের শিরোনাম থেকে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা- অনুচ্ছেদ : 'প্রশংসা করা নিষেধ যখন তাতে থাকবে বাড়াবাড়ি এবং ভয় হবে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি তাতে ফিতনার শিকার হবে'। অধ্যায় : 'যুহদ ও রাকায়েক বা সাদামাটা জীবন যাপন এবং আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসায় বিনম্র থাকা'।

সুতরাং যে নিজেকে তুচ্ছ ভেবে আত্মসংবরণ করতে পারবে সামনাসামনি প্রশংসা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। প্রশংসার কারণে সে ধোঁকায়ও পড়বে না। কেননা সে তো নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খুব অবগত। জনৈক পূর্বসূরি বলেছেন, যখন কাউকে সামনাসামনি প্রশংসা করা হয় তখন যেন সে বলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَلاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْـــرًا مِمَّـــا يَظُنُّـــوْنَ 'হে আল্লাহ! এই লোকগুলো আমার যেসব পাপ-পংকিলতা সম্পর্কে জানে না, সেগুলো থেকে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তারা যা বলছে সে জন্য তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং আমাকে তাদের ধারণার থেকেও ভাল মানুষ বানাও'।[১৭]

(১১) ভুলকারীকে হাতে কলমে বা ব্যবহারিকভাবে শিক্ষাদান :

অনেক সময় ভাষা ও যুক্তির সাহায্যে শিক্ষাদান থেকে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষাদানে বেশী উপকার হয়। নবী করীম (ছাঃ) এমন শিক্ষা দিয়েছেন। জুবায়ের বিন নুফায়ের কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত, সে (নুফায়ের) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলে তিনি তাকে ওযূর পানি আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, হে জুবায়েরের পিতা! ওযূ করো। তখন আবু জুবায়ের তার মুখ ধোয়া থেকে ওযূ শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আবু জুবায়ের, মুখ ধোয়া থেকে ওযূ শুরু করো না। কেননা কাফিররা এমনটা করে। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূর পানি আনতে বললেন। তিনি তা দ্বারা প্রথমে তাঁর দু'হাতের তালু (কব্জি পর্যন্ত) ভালমত পরিস্কার করে ধুলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, কনুই পর্যন্ত তাঁর ডান হাত তিনবার ধুলেন, বাম হাতও (কনুই পর্যন্ত) তিনবার ধুলেন, তারপর মাথা মাসাহ করলেন এবং তাঁর দু'পা (টাখনুর উপর পর্যন্ত তিনবার করে) ধুলেন।[১৮]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ছাহাবী সঠিকভাবে না করে ভুল নিয়মে ওযূ করায় নবী করীম (ছাঃ) যখন বলছিলেন, 'কাফিররা মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে' তখন একথা দ্বারা তিনি ঐ ছাহাবীকে কাফিরদের কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছেন। সম্ভবতঃ কাফিররা পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয় না। এভাবে ওযূ করায় পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব পায়

---

১৩. *আল-আদাবুল মুফরাদের আরেক বর্ণনায় আছে- ইনি অমুক, ইনি মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছালাত আদায়কারী। আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৪১, সনদ হাসান।*

১৪. *ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩৭; আলবানী বলেছেন, হাদীছটি হাসান; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৩৪, সনদ ছহীহ।*

১৫. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৬৬৩।*

১৬. *ফাতহুল বারী ১০/৪৭৮, সরকারী ক্ষমতাশীলদের স্তাবকরা হরহামেশাই তাদের এরূপ প্রশংসা করে। ফলে দেশ ও জনগণের অবস্থা যেমন তাদের গোচরীভূত হয় না, তেমনি অসত্যের উপর অবিচল থেকে দিন দিন তাদের দাম্ভিকতা বাড়তে থাকে। প্রকৃত সত্য কেউ তুলে ধরলে তারা তা মোটেও মানতে রাযী হয় না, উল্টো ঐ সত্যবাদীর উপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়্গ- অনুবাদক।*

১৭. *ফাৎহুল বারী ১০/৪৭৮।*

১৮. *সুনানুল বায়হাকী ১/৪৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮২০।*

না। লেখক বলেন, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-কে এই হাদীছের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন।

(১২) সঠিক বিকল্প তুলে ধরা :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম তখন বলতাম, السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ 'আল্লাহ্র উপর তার বান্দাদের থেকে সালাম বর্ষিত হোক, সালাম হোক অমুকের উপর, অমুকের উপর।[১৯] এতে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বললেন, لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِى السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو– 'তোমরা আল্লাহ্র উপর সালাম বলো না। কেননা আল্লাহই তো সালাম বা শান্তি দাতা'। তোমরা বরং বলবে, সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র দয়া ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপর) বলার পর বলেছিলেন, তোমরা যখন এ কথা উচ্চারণ করবে তখনই তা আসমান ও যমীনের মাঝে সকল বান্দা পেয়ে যাবে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর বান্দা তার পসন্দমত যে কোন দো'আ নির্বাচন করে (আল্লাহ্র কাছে) দো'আ করবে।[২০]

এ বিষয়ে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِىَ فِىْ وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِىْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا– 'নবী করীম (ছাঃ) কিবলার দিকে মসজিদের গায়ে পোঁটা লেগে থাকতে দেখলেন। এ দৃশ্য তাঁর মনকে এতটাই ব্যথিত করে যে, ব্যথার প্রভাব তাঁর চোখেমুখে ফুটে ওঠে। তিনি উঠে গিয়ে নিজ হাতে খামচিয়ে তা ছাফ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন স্বীয় ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে মূলত: তার প্রভুর সাথে একান্তে কথা বলে। তার প্রভু তখন তার ও কিবলার মাঝে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউই যেন কিবলার দিকে কফ-থুতু নিক্ষেপ না করে। তার বাম দিকে অথবা দু'পায়ের তলায় ফেলতে পারে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের এক কোণা ধরে তাতে থুতু ফেললেন এবং চাদরের অন্য অংশ ঐ থুতুর উপরে ডলে দিলেন। তারপর বললেন, অথবা এভাবেও সে করতে পারে'।[২১] অন্য বর্ণনায় আছে, لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ– 'তোমাদের কেউ যেন তার সামনে ও ডানে থুতু না ফেলে, বরং তার বামে অথবা পায়ের তলায় ফেলে'।[২২]

আরেকটি দৃষ্টান্ত : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَيْنَ هَذَا. قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ– 'বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বারনী খেজুর নিয়ে এলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এ জাতীয় খেজুর কোত্থেকে পেলে? তিনি বললেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ মানের খেজুর ছিল। আমরা নবী করীম (ছাঃ)-কে খাওয়াব বলে তার দু'ছা'-এর বদলে এই খেজুর এক ছা' কিনেছি। নবী করীম (ছাঃ) একথা শুনে বললেন, হায়! হায়! এতো সরাসরি সূদ। হায়, হায়! এতো সরাসরি সূদ! এমনটা করো না। তবে তুমি যখন নিকৃষ্ট খেজুরের বদলে ভাল খেজুর কিনতে চাইবে তখন তোমার খেজুর বিক্রি করে দিবে। তারপর এই খেজুর কিনবে'।[২৩] অন্য বর্ণনায় আছে,

أَنَّ غُلاَمًا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَعْلاً فِيْهِ يُبْسٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّى لَكَ هَذَا التَّمْرُ. فَقَالَ هَذَا صَاعٌ اشْتَرَيْنَاهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ أَىِّ تَمْرٍ شِئْتَ–

১৯. *নাসাঈর বর্ণনায় আছে সালাম হোক জিবরীলের উপর, সালাম হোক মিকাইলের উপর 'কিভাবে প্রথম তাশাহহুদ পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ। দ্রঃ নাসাঈ হা/১২৯৮, সনদ ছহীহ।*

২০. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৮৩৫।*

২১. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪০৫।*

২২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪১২।*

২৩. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৩১২।*

'একদিন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক দাস তাঁর নিকটে রাইয়ান খেজুর নিয়ে আসে। নবী করীম (ছাঃ)-এর খেজুর ছিল ভেজা-শুকনা মেশানো। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এ খেজুর তুমি কোথায় পেলে? সে বলল, আমাদের দু'ছা' খেজুর দিয়ে এর এক ছা' আমরা কিনেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা করো না, এমনভাবে কেনা বৈধ নয়। তুমি বরং তোমার খেজুর বিক্রি করে দিবে, তারপর ঐ অর্থ দিয়ে তোমার পসন্দমত খেজুর কিনে নিবে'।[২৪]

আমরা বাস্তবে সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকর্তা এমন অনেক প্রচারককে দেখতে পাই, যারা কোন কোন মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ধরতে গিয়ে ত্রুটি করে ফেলে। তারা কেবল ভুল ধরা আর হারামের ঘোষণা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। তারা হারামের বিকল্প তুলে ধরে না কিংবা ভুল হয়ে গেলে কি করা আবশ্যক তা বলে না। অথচ এটি সুবিদিত যে, যে কোন হারাম উপকারের বদলে হালাল উপকারের পন্থা শরী'আতে রয়েছে। যখন ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে তখন বিবাহ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যখন সূদ হারাম ঘোষিত হ'ল তখন ব্যবসা হালাল রাখা হ'ল, আবার যখন শূকর, মৃত জীব এবং প্রত্যেক হিংস্র পশু-পাখি হারাম করা হ'ল তখন জাবরকাটা অনেক চতুষ্পদ প্রাণী হালাল করা হ'ল। এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক রয়েছে। তারপর মানুষ যদি কোন হারামে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে শরী'আত তাকে তওবা ও কাফফারার মাধ্যমে তার থেকে বের হওয়ার পথও তৈরী করে রেখেছে। কাফফারা বিষয়ক আয়াত ও হাদীছ থেকে তা বুঝা যায়। সুতরাং প্রচারকদের উচিত শরী'আতের সমান্তরালে বিকল্পসমূহ তুলে ধরা এবং পাপ ও ভুল থেকে নির্গমনের শরী'আতসম্মত উপায় বর্ণনা করা। বিকল্প তুলে ধরার উদাহরণ যেমন ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করা, যা থাকতে দুর্বল ও জাল হাদীছের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আসলে শরী'আতের প্রতিটি বিষয়ে পর্যাপ্ত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সুতরাং ছহীহ হাদীছ থাকতে জাল-যঈফ হাদীছ বলার মোটেও প্রয়োজন নেই।

তবে হারাম বা নিষিদ্ধের বিপরীতে বৈধ বিকল্প তুলে ধরতে হবে শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে। কখনো এমন হয় যে বিষয়টা ভুল- তাকে বাধা দেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে তার উপযোগী বিকল্প মিলছে না। না মেলার কারণ হয়তো মানুষ আল্লাহ্র বিধান মানা থেকে অনেক দূরে, ফলে পরিবেশ হয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খল। অথবা আদেশদাতা ও নিষেধকারীর কোন বিকল্প মনে আসছে না। কিংবা বর্তমানে যেসব বিকল্প মজুদ রয়েছে তার কোন্টার ভিত্তিতে সে নিষেধ করবে ও ভুল শুধরাবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। অমুসলিম কাফিরদের দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন আর্থিক কারবার, লাভজনক সংস্থা যা সেসব দেশ থেকে মুসলিম দেশগুলোতে আগমন করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এমন সমস্যা বেশী দেখা দিচ্ছে। কেননা এসব কারবার ও সংস্থা শরী'আতের নিয়মনীতির পরিপন্থী। আবার মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে জ্ঞানের স্বল্পতা ও সার্বিক দুর্বলতা। ফলে তারা সেসব অবৈধ কারবার ও সংস্থার বিকল্প কিছু গড়ে তুলতে পারছে না। অবস্থাতো এই যে, মুসলমানদের মাঝে বিরাজ করছে দুর্বলতা ও অক্ষমতা, তারা এসবের শারঈ সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ শরী'আতে ঠিকই এগুলোর বিকল্প সমাধান রয়েছে। যা মুসলমানদের কষ্ট লাঘব করতে পারে এবং সংকট দূর করতে পারে। বিষয়টা যে জানে সে জানে, আর যে জানে না সে জানে না।

(১৩) ভুল করা থেকে বিরত থাকার উপায় বলে দেওয়া :

আবু উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা যাত্রা করেছিলেন। ছাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তারা জুহফা নামক স্থানের খাযযার গিরিপথে ডেরা ফেলেন। সেখানে সাহল বিন হুনাইফ গোসল করতে আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা রূপবান সুপুরুষ। তখন বনু আদী বিন কা'ব গোত্রীয় আমের বিন রবি'আ তার দিকে তাকায়। সেও সেখানে গোসল করছিল। তাকে দেখে সে বলে উঠল, আজকের মত এমন সুশ্রী চেহারার মানুষ আমি আর দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন শ্বেতকায় কোন কুমারী মেয়েও এর কাছে কিছু না। এ কথা বলার সাথে সাথে সাহল বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করা হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহলের বিষয়ে আপনি কি কিছু করবেন? সে তো মাথা তুলতে পারছে না, আর তার হুঁশ-জ্ঞানও নেই। তিনি বললেন, তার ব্যাপারে কি তোমাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে? তারা বলল, আমের বিন রাবী'আহ তার দিকে চোখ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমেরকে ডেকে উষ্মা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি জন্য মেরে ফেলবে? তুমি যখন তার কিছু দেখে বিস্মিত হ'লে তখন তার জন্য কেন বরকতের দো'আ করলে না কেন? (অর্থাৎ কারো সুন্দর চেহারা দেখে বরকত বা কল্যাণের দো'আ করলে নযর লাগার মত ভুল থেকে বাঁচা যায়)। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি ওর জন্য গোসল করো। সে তখন একটা বড় পাত্রের মধ্যে তার মুখমণ্ডল, দু'হাত, দুই কনুই, দুই হাঁটু, দু'পায়ের চারিপাশ এবং দেহের লুঙ্গি আচ্ছাদিত অংশ ধুয়ে গোসল করল। গোসলের এই ধরা পানি সাহলের দেহে ঢেলে দেওয়া হ'ল। একজন লোক ঐ পানি তার মাথায় ও পেছন থেকে পিঠে ঢেলে দিল। তার পেছন দিকেই পাত্রটা উপুড় করে ধরল। এতে করে সাহল সুস্থ হয়ে উঠল এবং লোকদের সাথে এমনভাবে চলল যেন তার কোন অসুখই নেই'।[২৫]

ইমাম মালেক মুহাম্মাদ বিন আবু উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, আমার পিতা সাহল বিন হুনাইফ খাররারে (খাযযারে) গোসল করতে গিয়েছিলেন। তার গায়ে যে জুব্বা ছিল তিনি তা খুলছিলেন। আমের বিন রাবী'আহ গভীর মনোনিবেশে তা দেখছিল। সাহল ছিলেন শ্বেতকায় সুন্দর চামড়া বিশিষ্ট। তাকে দেখে আমের বিন রাবী'আহ

২৪. *মুসনাদ আহমাদ হা/১১৬৫৮, সনদ ছহীহ।*

২৫. *আহমাদ হা/১৬০২৩, হাদীছ ছহীহ।*

বলে ওঠে, কোন কুমারী মেয়েকেও আমি এত সুশ্রী রূপসী দেখিনি। একথা বলার সাথে সাথে সাহল সেখানে পড়ে গোঙাতে থাকেন। তার গোঙানি বেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তাকে নিয়ে আসা হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল, সাহল অসুস্থ হয়ে গোঙাচ্ছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে যাওয়ার মত অবস্থা তার নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে আসলেন। সাহল আমেরের সাথে যা হয়েছে তা তাঁকে বলা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি জন্য মেরে ফেলবে? তুমি তার কল্যাণ চেয়ে দো'আ করলে না কেন? কু-নযর বা কু-দৃষ্টি সত্য। তুমি তার জন্য ওযূ কর। আমের তার জন্য ওযূ করল। তারপর সাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যাত্রা করলেন- যেন তার কোন অসুখ হয়নি।[২৬] এই ঘটনায় যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় :

১. মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দেওয়ার কারণ যে ব্যক্তি তার উপর মুরব্বী বা বড় মানুষদের ক্ষোভ প্রকাশ করা।

২. ভুলের ক্ষতি বর্ণনা করা। তা অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

৩. যে কাজ করলে বা যে কথা বললে ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া এবং মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যায় তার নির্দেশ প্রদান করা। *[চলবে]*

২৬. *মুওয়াত্ত্বা, হা/১৯৭২।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাঃ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮-৭৫৭৮৬১।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া, ০১৭২২-২২৫৫৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান, ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস খোকন, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ. ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুক স্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : রেযাউল করীম, দারুসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে যেলাসমূহের মাঝে সময়ের পার্থক্যের কারণ

*-তাহসীন আল-মাহী**

পৃথিবী এবং সূর্য আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণনের ফলে আবর্তিত হয় দিন ও রাত; পরিলক্ষিত হয় ঋতুবৈচিত্র্য। এই ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা দিন-রাত্রি সমান হয় না। এর পেছনে কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, সূর্যের নিজ কক্ষপথের ওপর গতি, কক্ষপথের আকার-আকৃতি, সূর্য ও পৃথিবীর আকার-আকৃতি, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব ইত্যাদি।

এবার আসুন! কিছু মৌলিক বিষয় জেনে নেওয়া যাক :

১. অক্ষরেখা, অক্ষাংশ ও বিষুবরেখা : পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষরেখা (axis) বা মেরুরেখা বলে। অক্ষরেখার ঠিক মধ্যবিন্দু থেকে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টনকারী রেখাকে বলে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। আর বিষুবরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। এছাড়া বিষুবরেখার সমান্তরাল পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রেখাগুলোকে বলে সমাক্ষরেখা ।

২. দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা ও দ্রাঘিমাংশ : নিরক্ষরেখার উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রেখাগুলোকে বলা হয় দ্রাঘিমারেখা। যুক্তরাজ্যের লণ্ডন শহরের গ্রিনিচ (Greenwich) মানমন্দিরের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়।

উলেখ্য যে, গিনি উপসাগরের একটি স্থানে নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। এই স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উভয়ই ০° (শূন্য ডিগ্রী)।

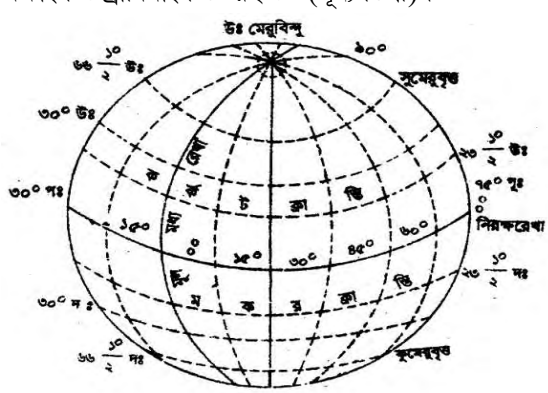

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য হ্রাস-বৃদ্ধি বিজ্ঞানের আলোকে :

হিসাবের সুবিধার্থে সূর্যকে পরিক্রমণকালে কক্ষপথে পৃথিবীর চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা : ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর ও ২১শে মার্চ।

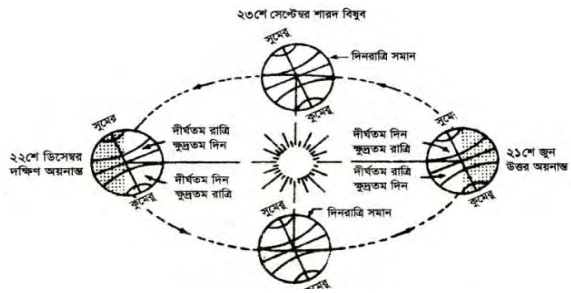

পৃথিবীর পরিক্রমণকালে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

২১শে জুন : সূর্যকে পরিক্রমণকালে ২১শে জুন পৃথিবী এমন অবস্থানে পৌঁছে, যেখানে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে ২৩.৫° ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে দূরে সরে পড়ে। এদিন ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির উপর সূর্যকিরণ ৯০° কোণে বা লম্বভাবে পড়ে। ফলে এইদিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। আর দক্ষিণ গোলার্ধে রাত সবচেয়ে বড় এবং দিন সবচেয়ে ছোট হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর : ২১শে জুনের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু নিকটে আসতে থাকে। ফলে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশঃ দিন ছোট ও রাত বড় হ'তে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট থাকে। এভাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থানে আসে, যখন উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এইদিন সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় ৯০° কোণে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে আপতিত হয়। ফলে এই তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয়।

২২শে ডিসেম্বর : ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে আরও দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু অপেক্ষাকৃত সূর্যের কাছে সরে আসে। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হ'তে থাকে এবং রাত বড় হ'তে থাকে। এভাবে ২২শে ডিসেম্বর এমন অবস্থানে পৌঁছায় যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সর্বাধিক (২৩.৫° কোণে) হেলে থাকে। এইদিন সূর্যকিরণ ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে লম্বভাবে বা ৯০° কোণে আপতিত হয়। ফলে এইদিন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় হয় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। একই সাথে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত বড় হয়।

২১শে মার্চ : পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে আবর্তন কালে ২২শে ডিসেম্বরের পর উত্তর মেরু ক্রমশঃ সূর্যের নিকটে আসে এবং দক্ষিণ মেরু সরে যেতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হ'তে থাকে। অবশেষে ২১শে মার্চ পৃথিবী এমন অবস্থানে আসে যখন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে

* *ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, (২য় বর্ষ, ২য় সেমিস্টার) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।*

সমান দূরত্বে থাকে। ফলে এইদিনও ২৩শে সেপ্টেম্বরের মত পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী ২৩.৫° কোণে হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব তথা অবস্থানের পার্থক্য দেখা দেয়। এতে করে সারা বছর পৃথিবীর সর্বত্র সূর্যরশ্মি সমান ভাবে না পড়ে কোথাও লম্বাভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে অর্থাৎ ঋতুভেদে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয়। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সারা বছর বিভিন্ন স্থানে দিন বা রাত্রি সময়কাল সমান হয় না। এতে করে সারা বছর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ও কম-বেশী হ'তে থাকে। এ কমবেশি পূর্ব-পশ্চিমের ক্ষেত্রে দ্রাঘিমাংশের মাধ্যমে জানা গেলেও, উত্তর ও দক্ষিণের স্থানগুলোর সময়ের পার্থক্য জানতে সেই স্থানের কৌণিক দূরত্বের ব্যাখ্যা প্রয়োজন পড়ে। তাই আন্তর্জাতিকভাবে সারা বছরের সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার কৌণিক অবস্থান নির্ণয় করে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হয়।

ঢাকার হিসাব : উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ঢাকার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সাথে পূর্ব কিংবা পশ্চিমে বা উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত যেলাগুলোর সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ের সময়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

যেমন ২১শে জুন তারিখে সূর্যের সর্বোচ্চ উত্তরায়নে অর্থাৎ সূর্য যখন সর্বাধিক উত্তর-পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে, তখন সূর্য অস্তমিত হবে সর্বাধিক উত্তর-পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ সূর্যের উত্তরায়ণের সময় উত্তর গোলার্ধ সর্বাধিক কোণে সূর্যের দিকে হেলে থাকে।

অনুরূপভাবে সূর্যের সর্বোচ্চ দক্ষিণায়নের কারণে সূর্যোদয় হবে সর্বাধিক দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এবং অস্তমিত হবে সর্বাধিক দক্ষিণ-পশ্চিমে। ফলে দিনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

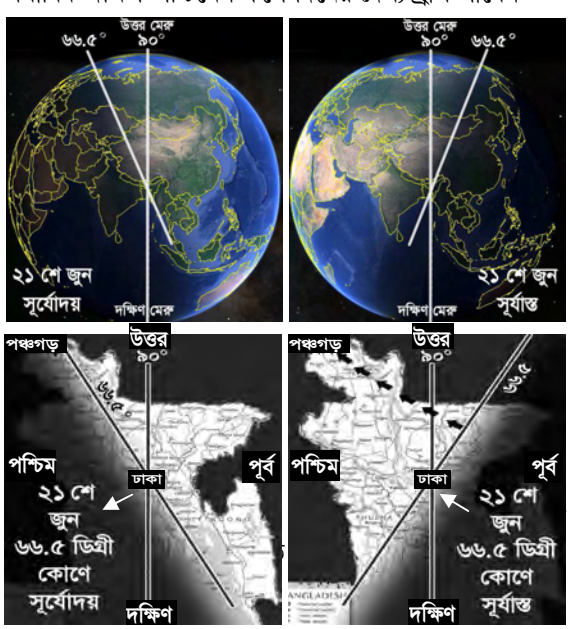

পার্থক্য থাকবে খুবই কম, কিন্তু সূর্যাস্তের পার্থক্য থাকবে তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় পঞ্চগড় যেলার সাথে ঢাকার সূর্যোদয়ের পার্থক্য থাকবে তুলনামূলক বেশি এবং সূর্যাস্তের পার্থক্য থাকবে তুলনামূলকভাবে কম।

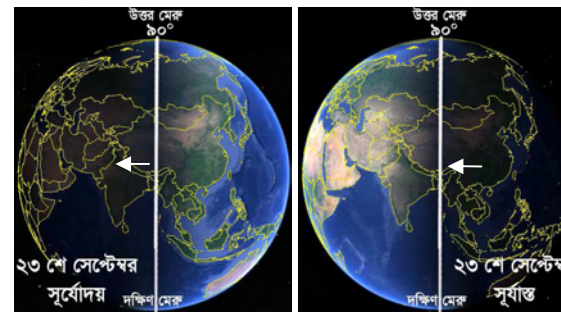

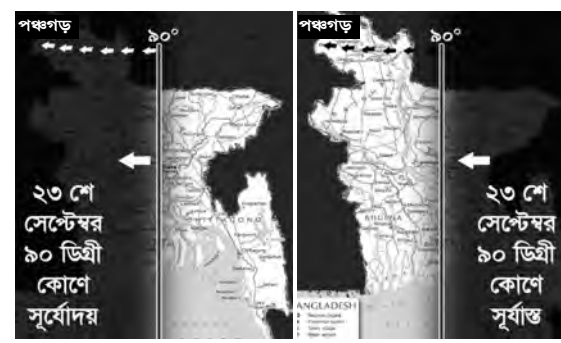

আবার ২১শে জুন ২৩.৫° থেকে সরতে সরতে ২৩শে সেপ্টেম্বর ০°-তে উপনীত হয়। এসময় উভয় গোলার্ধে দিন-রাত সমান হয়। ফলে সেসময় ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের দূরত্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে সমান হয়। এভাবেই ঢাকার সাথে দেশের বিভিন্ন যেলার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য সারা বছর ঋতুভেদে পরিবর্তিত হ'তে থাকে।

ইতিপূর্বে ঢাকাকে কেন্দ্র ধরে সারা বছরের সাহারী-ইফতারের যে সময়সূচী নিরূপণ করা হ'ত সেখানে কেবলমাত্র দ্রাঘিমার দূরত্ব হিসাব করে সময় নির্ধারণ করা হ'ত। ফলে সারা বছর অন্য যেলাগুলোর সাথে ঢাকার সময়ের পার্থক্য একই হ'ত। যাতে পুরোপুরি সঠিকভাবে সারা বছরের জন্য স্থানীয় সময় নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অতএব সঠিক স্থানীয় সময়ের জন্য ঋতুভেদে সূর্য ও পৃথিবীর কৌণিক অবস্থান নির্ণয় করে সময় হিসাব করতে হবে।

সুতরাং ছালাতের সময় নির্ধারণ, সাহারী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থানীয় সময় নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী তথা সঠিক সময়ে সাহারী ও ইফতার করলেই কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পালন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন-আমীন!

Contents

পবিত্র রামাযান : আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে আসার মাস

*ড. মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম খান**

পবিত্র রামাযান সর্বশ্রেষ্ঠ মাস :

আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছাতে বান্দাকে অবশ্যই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করতে হয়। বান্দা যখন সচেতন হৃদয়ে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে তখন এ কাজটা সহজসাধ্য হয়। বছরের অন্য সময় অনেকের পক্ষে এটা সহজ হয় না। কিন্তু পবিত্র রামাযান মাসে সকলের জন্যই এই কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। তাই মাহে রামাযান মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য রহমত ও মাগফিরাত লাভ এবং আধ্যাত্মিকভাবে উজ্জীবিত হওয়ার মাস। অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভাসিত হয় পবিত্র রামাযান মাসে। এজন্যই পবিত্র রামাযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। এই মাসে আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করে মানবজাতিকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাসের আলোতে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ কুরআনের সংস্পর্শে এসে মানুষ সত্যের আলোতে তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা দেখে হেদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং সরল পথ অনুসরণে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়।

আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন। পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য প্রতিপালকের নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে' *(ইব্রাহীম ১৪/১)*।

আল্লাহ তা'আলা রামাযানে ছিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন যাতে আত্মভোলা উদাসীন বান্দারা সচেতন হয়ে আধ্যাত্মিকভাবে উজ্জীবিত হ'তে পারে। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্য অর্জনের সুযোগ পায়। এটাই হচ্ছে রামাযানের মূল উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রামাযানে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আসার বহুবিধ সহজ রাস্তা রয়েছে। রামাযানে যে সমস্ত নফল ইবাদত পালন করা হয়ে থাকে, সেগুলো পরহেযগারী অর্জনের উল্লেখ্যযোগ্য মাধ্যম। সারা বছর অনেকেই এই ইবাদত থেকে দূরে থাকে, যথার্থভাবে পালনে অবহেলা করে বা উদাসীনতায় সময় ব্যয় করে। পবিত্র রামাযানে তারা আবার মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করার সুযোগ পায়, বিধায় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি আল্লাহ্‌র সীমাহীন দয়ার অন্যতম নিদর্শন।

* *ডাইরেক্টর, এফ আর সি কেমিক্যাল টেকনোলজি, মেইসন সিটি, আইওয়া, আমেরিকা।*

আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় :

সকল বান্দাই আল্লাহ্‌র দয়া, রহমত ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্ক চিরস্থায়ী। তবে বান্দার উদাসীনতা, অবহেলা, উদ্ধত প্রকৃতি এবং অজ্ঞতার কারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহ ব্যতিরেকে অন্যদের সাথে সম্পর্ক বরাবরই দূরত্বে থাকে। আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মান সারা বছর উঠা-নামা করে। তবে প্রতিবছর পবিত্র রামাযানে মুমিন বান্দারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। এজন্যই পবিত্র রামাযান রহমতের মাস, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে আসার মাস। মুসলিম উম্মাহর ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র সীমাহীন অনুগ্রহের নিদর্শন পবিত্র রামাযান। আত্মসংযমে ধৈর্যসহ ছিয়াম রাখায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই ছিয়াম রাখতে বান্দার যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য মুসলমানদের প্রতি সহজ বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

ছিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِى 'ছিয়াম আমার জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেননা আমার কারণেই সে জৈবিক চাহিদা ও পানাহার পরিত্যাগ করে'।[১]

তওবার গুরুত্ব স্পষ্ট হয় : ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর তুলনায় পরকালের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব অধিক। পরকালের ব্যাপ্তি বুঝানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) বাস্তব উপমা দিয়ে বলেছেন, পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হ'ল এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোন একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে দেখুক কতটুকু সাথে নিয়ে আসে [আঙ্গুলের অগ্রভাগে সমুদ্রের পানির যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়]।[২] এই দুইজগতের সৃষ্টি ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে থাকে। বান্দার কাছে পরকালের স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব যখন সুস্পষ্ট হয় তখন সে চিরস্থায়ী সুখময় জীবন লাভের প্রত্যাশায় তওবা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। উপরন্তু গোলাম যখন মালিকের সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, ভালোবাসা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়, তখন মালিকের প্রতি তার হৃদয়ে জাগ্রত হয় ভালোবাসা, সবকাজে নির্ভরশীল থাকা ও সচেতন হওয়ার শক্তি। তাতে সে স্বীয় ভুল-ভ্রান্তির অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হ'তে উদ্যোগী হয়। কারণ সে জানে তার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। স্বীয় ভুল-ভ্রান্তি ও কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে বান্দা যখন প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসে অর্থাৎ

১. *বুখারী হা/৭৪৯২।*
২. *মুসলিম, হা/২৮৫৮।*

তওবা করে তখন আল্লাহ্‌র তার দিকে ফিরে আসেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আমার প্রতি বান্দার ধারণানুরূপ আমি তার সাথে ব্যবহার করি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। মরু প্রান্তরে তোমাদের কেউ তার হারানো পশু ফিরে পেলে যেরূপ খুশি হয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা করলে তার উপর তদপেক্ষাও বেশি খুশি হন। যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যদি কেউ এক হাত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দু'হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যদি কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই [অর্থাৎ তওবা যত তাড়াতাড়ি করা হবে, আল্লাহ্‌র ক্ষমাও অতিসত্বর পাওয়া যাবে]।[৩]

রমাযান মাসে মুসলিম উম্মাহ সত্যনিষ্ঠ অন্তরে বিনয়ী চিত্তে প্রতিপালকের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তাই সচেতন অন্তরে তওবা করতে বা ক্ষমা প্রার্থনায় তারা উজ্জীবিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন। এ রকম দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই তওবা করতে হয়। বান্দাকে ক্ষমা করতে অন্য কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর আল্লাহকে নির্ভর করতে হয় না। এরূপেই মহিমান্বিত প্রতিপালকের উপর দৃঢ় আস্থা রেখে তওবার মাধ্যমে পাপ মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। স্মর্তব্য যে, আদম সন্তান ভুল করবে, অন্যায় করবে, এটাতো মনুষ্য প্রকৃতি। আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর অনুতপ্ত হওয়ায় আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন। অপরদিকে শয়তান উদ্ধত আচরণ ও অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি বিধায় অভিশপ্ত হয়েছে। গোনাহের কাজে জড়িত হওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনা বা তওবার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে সত্তার করতলে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, 'যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে শেষ করে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, যারা গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন'।[৪] একনিষ্ঠভাবে তওবার মাধ্যমে ছোট-বড় সবরকম গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রামাযানে এ কাজটি সহজ হয়, এজন্যই রামাযান মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছার এবং তওবা কবুল হওয়ার অন্যতম মাস হচ্ছে রামাযান।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হয় : প্রবৃত্তি সর্বদাই মানুষকে আরাম-আয়েশি জীবন, অধিক খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করা, যৌনতা, অশ্লীলতা, ধন-সম্পদের প্রতি অতিশয় লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, মিথ্যা বলা, স্বেচ্ছাচারিতা, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে উদাসীনতা, ছালাত থেকে দূরে থাকায় অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। এ রকম প্রকৃতি গ্রহণে মানুষের অদৃশ্য শত্রু শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হ'তে প্রভাবিত করে। পবিত্র রামাযানে আল্লাহ শয়তানকে শিকলবন্দী করে দেন, যাতে বান্দারা উপরোক্ত নিন্দনীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে পরকালমুখী হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়'।[৫]

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় লাভ করে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা যারা পায় তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিব্রীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিব্রীল (আঃ)ও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসীদের (সকল ফিরিশতার) মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে বরণীয় করে রাখা হয়'।[৬] পবিত্র রামাযানে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করা যায়। ভালোবাসা সারাবছর অক্ষুণ্ন রাখতে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। সত্যনিষ্ঠ অন্তরে চেষ্টা করলে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা ও শক্তি সারাবছর অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব।

ঔদার্য ও যিকরের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জনের সুযোগ : রামাযানে অর্জিত আত্মসংযম সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনে মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করে। সম্পদের প্রতি অতি লোভ ও ভালোবাসা হ্রাস পায়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং সান্নিধ্য লাভে উম্মতের ধনী ব্যক্তিরা উদার হস্তে দান-খয়রাত করে। উপরন্তু ধন-সম্পদ অর্জনে এবং ব্যয়ের অবৈধ অসৎ পথ হয়ে যায় সংকীর্ণ। কারণ শয়তান পাপ কাজে অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। তাতে সমাজের সর্বত্র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণের শিক্ষণীয় উদাহরণ মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝে ইবাদত করার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য। রামাযানে অপ্রয়োজনীয় কথা কম বলে তাসবীহ-তাহলীল এবং যিকরে সময় ব্যয় করা উত্তম। রাস্তায় হাঁটতে, বাসে বা গাড়ীতে ভ্রমণে, হাতের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় অনায়াসে যিকর করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিকরের জন্য কতগুলো সহজ ব্যবস্থা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে উম্মত অশেষ ফযীলত লাভ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি বাক্য যবানে হালকা, দাড়িপাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর নিকটে পসন্দনীয়। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম'।[৭] 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যই মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর যিকর আল্লাহ্‌র অন্যতম ইবাদত, যা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। যিকর সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)

৩. *মুসলিম হা/২৬৭৫।*
৪. *মুসলিম, হা/২৭৪৯।*
৫. *বুখারী, হা/৩২৭৭।*
৬. *বুখারী, হা/৭৪৮৫; মুসলিম হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/৫০০৫।*
৭. *বুখারী হা/৬৬৮২, ৭৫৬৩; মুসলিম হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/২২৯৮।*

বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়'।[৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন ঈমানের অর্ধেক আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যটি মীযান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ' এই বাক্য দু'টি ভরে দেয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু'।[৯] অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, পবিত্র রামাযান মাসে এবং বছরের অন্যান্য সময় নিয়মিতভাবে যিকর-আযকার করার অভ্যাস করতে পারলে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা যায় ও অশেষ ছওয়াবের ভাগীদার হওয়া যায়।

লায়লাতুল কদরের মাহাত্ম্য : লায়লাতুল কদর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অতুলনীয় নে'মত। এজন্যই এই মহান রাতে কৃত ইবাদতের মাহাত্ম্য হাযার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং এ রাত আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ। সারাবছর পার্থিব জীবনে কৃত পাপ থেকে এই রাতে ক্ষমা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে আল্লাহ্র রহমতের নিদর্শন। এই মহিমান্বিত রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে। তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি? ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে। এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/১-৫)*। এই মহিমান্বিত রাতে কৃত ইবাদত ৮৪ বছরে কৃত ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদের অধিকাংশই এই বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পরকালে চলে যায়। তদুপরি সারাজীবন একভাবে কেউ ইবাদত করতে পারে না। কাজেই লায়লাতুল কদর আল্লাহ্র সীমাহীন দয়া-অনুগ্রহ এবং ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন। লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রাত্রি জাগরণ (ইবাদত) করে তার অতীতের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়'।[১০] রামাযান মাসে মসজিদে জামা'আতে তারাবীহর ছালাত আদায় করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। কাজেই আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদরের মহাসুযোগ অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

মূলতঃ আল্লাহ্র রহমত ব্যতিরেকে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ তার আমলের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বলল, আপনিও না? তিনি বললেন, আমিও না। তবে আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর, সকাল-বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্র ইবাদত কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে'।[১১] প্রার্থনা কবুল হওয়া এবং হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, যা এই কদরের রাতে অর্জন করা সম্ভব হয়।

রামাযানে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব : ক্ষমা প্রার্থনা করতে বান্দা তখনই উদ্বুদ্ধ হয় যখন স্বীয় অপরাধ ও পাপের কারণে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করে। ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম ধাপ হচ্ছে সত্যনিষ্ঠভাবে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা। রামাযানে বান্দারা আধ্যাত্মিকভাবে উজ্জীবিত হওয়ায় এ কাজ সহজ হয়। রামাযানের পবিত্রতায় একনিষ্ঠ হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসলে, আল্লাহ অনুতপ্ত বান্দাকে ক্ষমা করেন। রামাযানে রাত জেগে তারাবীহর নফল ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে, তাতে দীর্ঘক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। সারাদিন ছিয়াম রেখে রাতে ছালাত ও যিকর আল্লাহ্র পসন্দনীয় কাজ। এতে ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মহান ও কল্যাণময় আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে আছ, যে আমাকে ডাকতে চাও? (ডাক) আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে এমন আছ, যে আমার নিকটে প্রার্থনা করবে? (প্রার্থনা কর) আমি তার প্রার্থনা কবুল করব এবং কে এমন আছ, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? (ক্ষমা প্রার্থনা কর) আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'।[১২] এখানে তাহাজ্জুদ ছালাতের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। তবে রামাযানে এই বিষয়টা আরও বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। একমাস খাদ্য, জৈবিক চাহিদা, লোভ-লালসা, অবাধ্য জীবনের প্রতি আকর্ষণের বিপরীতে সংযমী আত্মা আল্লাহ্র কৃপা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। রামাযানে আল্লাহ শয়তানকে আটকিয়ে রাখেন, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং শাস্তির আধার জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন। রামাযানে অর্জিত তাক্বওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে ভালোবাসার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। এতে মুসলমানরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। সাথে সাথে নিজেকে সকল প্রকার অন্যায়, অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তাই বলা যায়, ছিয়াম বান্দার জন্য গোনাহ থেকে রক্ষাকবয। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম ঢালস্বরূপ' [গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার]। সুতরাং ছায়েম অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহেলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হ'লে অথবা গাল-মন্দ করলে সে তাকে বলবে, 'আমি ছিয়াম রেখেছি'। কথাটি দু'বার বলবে'।[১৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'ছিয়াম রেখেও কেউ যদি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[১৪] তাই ছিয়াম রেখে বেশি কথা বলা, অশ্লীল ছবি, দৃশ্য ও নাটক-সিনেমা দেখা, আড্ডা দেয়া এবং পরচর্চা করা, স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত না করা, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া, পরস্পরে হিংসা করা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখা, অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়া, কাউকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা সবসময়ের জন্যই। তবে ছিয়াম রাখা অবস্থা এগুলো জড়িত হ'লে বা থাকলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যায়।

৮. *তিরমিযী, হা/৩৪৬৫; মিশকাত হা/২৩০৪, সনদ ছহীহ।*
৯. *মুসলিম, হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১।*
১০. *বুখারী, হা/১৯০১।*
১১. *বুখারী, হা/৬৪৬৩।*
১২. *বুখারী, হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৪৫।*
১৩. *বুখারী হা/১৮৯৪; মুসলিম হা/১১৫১।*
১৪. *বুখারী, হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।*

উপরোল্লিখিত অনৈতিক বিষয়গুলো পরিহার করে অন্যান্য নির্ধারিত ইবাদত যথার্থভাবে পালন করে রামাযানে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, দয়াময় আল্লাহ সে প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করবেন। এ নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার সম্পর্কে-বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ মান্য কর এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। আত্মসংযমী, বান্দার প্রার্থনা বা দো'আ আল্লাহ কবুল করে থাকেন, এ রকম ধারণা নিয়ে একনিষ্ঠ অন্তরে দো'আ করলে দু'দিন আগে বা পরে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বান্দার দো'আ কবুল করবেন। দো'আ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয় এবং দো'আ কবুলে দেরী হ'লে অভিযোগ করার কোন হেতু নেই। ধৈর্যধারণই সবকিছুতে সাফল্য আনে।

শেষ দশদিনে ইবাদত : রামাযানের শেষ দশদিনের যেকোন রাতেই লায়লাতুল কদর হ'তে পারে তবে বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ প্রসংগে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা লায়লাতুল কদরকে রামাযানের শেষ দশদিনে খোঁজ কর। লায়লাতুল কদর এসব রাত্রিতে আছে। যখন [রমাযানের] ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)।[১৫] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেছেন, তা (লায়লাতুল কদর) শেষ দশদিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে বা পাঁচ রাত বাকী থাকে (২৯ কিংবা ২৭ বা ২৫ তারিখে)।[১৬] আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশদিনে ই'তেকাফ করতেন এবং বলতেন তোমরা লায়লাতুল কদরকে রামাযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।[১৭] কাজেই লায়লাতুল কদরের মাহাত্ম্য থেকে যাতে বঞ্চিত হ'তে না হয়, সেজন্য উত্তম কাজ হবে শেষ দশদিনের প্রতিরাতেই ইবাদত করা। কারণ শেষ দশদিনে রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের প্রতি বেশী সচেষ্ট হ'তেন। তিনি শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন, রাত জেগে ইবাদত করতেন। এ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূল (সাঃ) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। রামাযানের শেষ দশক শুরু হওয়া মাত্রই রাসূল (ছাঃ) রাতভর বিনিদ্র থাকতেন এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে নিদ্রা হ'তে জাগ্রত করতেন। আর তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়ে যেতেন'।[১৮] অতএব উম্মতের জন্যও এইভাবে ইবাদত করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। লায়লাতুল কদরের দো'আ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি এই রাত্রি পাই তাহ'লে আমি কিভাবে দো'আ করব, রাসূল (ছাঃ) বললেন, বল, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাস, আমাকে ক্ষমা কর'।[১৯]

ছাদাক্বাতুল ফিৎর : ছাদাকাতুল ফিৎর ঈদের ছালাতে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে হবে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) লোকদের ছালাতে গমনের পূর্বেই ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২০] ছাদাকাতুল ফিৎর ১ ছা' পরিমাণ দিতে হবে। যা খাদ্য দ্রব্য দ্বারা আদায় করতে হয়।[২১] প্রসংগত উল্লেখ্য, ঈদের পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন নফল ছিয়াম করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসের ছিয়াম রাখার পর শাওয়াল মাসের ছয়দিন ছিয়াম রাখা হচ্ছে সারা বছর ছিয়াম রাখার ন্যায়'।[২২] রামাযানের ৩০ ছিয়াম ও শাওয়ালের ছয় ছিয়াম মিলে হয় ৩৬ ছিয়াম। প্রতি ছিয়ামর জন্য কমপক্ষে দশগুণ ছওয়াব দেয়া হবে। অর্থাৎ ৩৬ দিনের জন্য ৩৬০ দিনের ছওয়াব পাওয়া যাবে। চাঁদের বছর হয় ৩৬০ দিনে। ছওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দার প্রত্যেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়'।[২৩]

অতএব আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ছিয়াম পালনে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের তাওফীক দান কারুন-আমীন!

---

১৫. *বুখারী হা/২০২১।*
১৬. *মুসলিম হা/১১৬৭।*
১৭. *মুসলিম হা/১১৭২।*
১৮. *মুসলিম হা/১১৭২।*
১৯. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১, সনদ ছহীহ।*
২০. *বুখারী হা/১৫০৩।*
২১. বুখারী হা/১৫০৬।
২২. *মুসলিম হা/১১৬৪।*
২৩. *বুখারী হা/৪২, ৭৫০১; মুসলিম হা/১১৫৯।*

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৩) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : আলিম (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৪) হাফেয (২ জন)। (৫) হাফেযা (১ জন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০ শে জুন ২০১৬।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে তা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] তা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আলাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থ: আলাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[২০]

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
১৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

Contents

দাখিল পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী ছানাবিয়া কোর্সে ভর্তি চলছে

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পুরুষ ও মহিলা শাখায় দাখিল পরবর্তী দু'বছর মেয়াদী ছানাবিয়া কোর্সে ভর্তি চলছে। উক্ত কোর্সে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, আরবী-ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হবে। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত তারিখে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষা : ২৪শে জুন ২০১৬ রোজ শুক্রবার।

ভর্তির শেষ তারিখ : ১৪ই জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার।

ক্লাস শুরু : ১৬ই জুলাই ২০১৬ শনিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী গ্রামার সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯; ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য, সভা-সম্মেলন, পত্র-পত্রিকা, বইপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সমাজকল্যাণ মূলক তৎপরতা প্রভৃতির মাধ্যমে এ বিশুদ্ধ দাওয়াতকে জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে একদল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন আল্লাহভীরু মানুষ তৈরী করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত একাধিক মারকায ও মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু এ কার্যক্রমকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন একদল ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-দাঈ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা। যার অভাবে আজও পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বপ্নের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রয়োজন :

(১) **একদল নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য দাঈ ও শিক্ষক**। যারা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলাকে নিজেদের জন্য পরকালীন পাথেয় হিসাবে গণ্য করেন এবং এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন।

(২) **পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান**। যার মাধ্যমে আমরা রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলিতে একটি করে বৃহদাকার মারকায এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ সহ প্রত্যেক যেলায় দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মারকাযগুলির সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হই।

উপরোক্ত স্বপ্ন পূরণে আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি চাইলে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

যোগাযোগের ঠিকানা

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭।

শিক্ষা কার্যক্রমের একাউন্ট নং

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নম্বর ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

দাওয়াহ কার্যক্রমের একাউন্ট নং

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

Contents

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা **৮. দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৫. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

Contents

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মেহেদী হাসান পলাশ

এপ্রিল মাসের শেষ পক্ষে এসে হঠাৎ করেই বিশ্বের প্রায় সকল প্রভাবশালী গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে বাংলাদেশ। তবে এ শিরোনামে আসা কোন অর্জনের জন্য নয়।

গার্ডিয়ানের মতে, 'বাংলাদেশে ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে যা যুদ্ধাবস্থার থেকেও খারাপ'। গত ২৫শে এপ্রিল বিকেলে নিজ বাসায় সন্ত্রাসীদের চাপাতির আঘাতে খুন হন বাংলাদেশের প্রথম সমকামী পত্রিকা রূপবানের সম্পাদক জুলহাস মান্নান ও তার বন্ধু তন্ময়। জুলহাস সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনার প্রটোকল অফিসার ছিলেন এবং পরবর্তীতে মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএইডের কমকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তন্ময় পেশায় মঞ্চ অভিনেতা ছিলেন। ইসলামী নামধারী সন্ত্রাসী সংগঠন আইএস এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। এরপর থেকে একের পর এক আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে বাংলাদেশ। মার্কিন সরকার এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে বলে জানায়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেন। তিনি দ্রুত এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার উপর গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সাথে দেখা করার পর গণমাধ্যমকে জানান, বাংলাদেশে আইএস আছে। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রধানমন্ত্রী এ হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করে বক্তব্য দেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-পররাষ্ট্র সচিব এন্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, যদিও সরকার এসব হামলার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণাদি নির্দেশ করছে যে, এসব হামলার জন্য চরমপন্থী গ্রুপগুলো দায়ী। এরা হ'তে পারে স্থানীয় কিংবা আইএস/আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের মতে, ২০১৩ সাল থেকে ৩ বছরে বাংলাদেশে মোট ৩৫ জন ধর্মনিরপেক্ষ লেখক, ব্লগার, প্রফেসর ও বিদেশী খুন হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ জনের হত্যার দায় আল-কায়েদা বা আইএস স্বীকার করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে ৩১ জনের হত্যার একটি তালিকা হস্তান্তর করেছেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র মতে, গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ২২টি সন্ত্রাসী হামলা হয়। এর বেশিরভাগ ঘটনা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির দ্বারা সংঘটিত। ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান মনীরুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশে আইএসের কোন সাংগঠনিক কাঠামো নেই। তবে আইএসের অনুসারী আছে। যারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে আইএসের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আইএসের নাম দাবী করে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও তিনি জানান।

সন্ত্রাসীরা আইএসের অংশ কি-না তা নিশ্চিত হ'তে হয়তো আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, যারাই এই সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশে তাদের শক্ত ও গভীর নেটওয়ার্ক রয়েছে। কেননা বাংলাদেশে কবে, কোথায়, কে, কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তা দেশের অনেক সচেতন মানুষের অজ্ঞাত থাকলেও সন্ত্রাসীরা তাদের কুল ঠিকুজিসহ অবগত। একইসাথে দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক একই ধরনের সন্ত্রাস পরিচালনা করে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এ কথা বলা হয়তো অনুচিত হবে না যে, এর সাথে দেশের প্রভাবশালী মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অন্যদিকে হামলার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে যেভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে দায় স্বীকার ও প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয় তাতে এ কথাও মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, হামলাকারীরা বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের সাথে আন্তর্জাতিক মহলের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশের কাউন্টার টেররিজম কর্মকর্তা যতই অস্বীকার করুন, আইএস নামধারীরা কিন্তু বাংলাদেশ বিষয়ে তাদের প্রচার ও বক্তব্য ক্রমশ স্পষ্ট ও আরো শক্তিশালী করছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের বরাত দিয়ে প্রকাশিত তথ্যে এর প্রমাণ মিলছে। যেমন আল-কায়েদার কথিত ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার মুখপাত্র মুফতী আবদুল্লাহ আশরাফের পক্ষ থেকে জুলহাস হত্যার দায় স্বীকার করে টুইটে বলা হয়, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আনছার আল-ইসলামের দুঃসাহসী মুজাহিদীনরা বাংলাদেশে সমকামী প্রসারের পথিকৃৎ, সমকামীদের গুপ্ত সংগঠন রূপবান-এর পরিচালক জুলহাস মান্নান ও তার সহযোগী সামির মাহবুব তন্ময়কে হত্যা করেছেন। শুধু তাই নয় সংগঠনটি তার পরবর্তী টার্গেট সম্পর্কে নিজস্ব ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, কে হবে আমাদের পরবর্তী নিশানা- সেই তালিকায় ৮টি পর্যায় রয়েছে।

জঙ্গি সংগঠনটির মতে, এই তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ, তারা ইসলামকে অবমাননা করছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ও দ্বীন ইসলামকে হেয়কারী যে কোন ব্যক্তি তাদের পরবর্তী নিশানায় রয়েছে। হামলার নিশানা শুধু তারা যারা 'নাস্তিকতা' ও 'মুক্তচিন্তা' চর্চার আড়ালে রাসূল ও দ্বীন ইসলামকে নিয়ে কটূক্তি করছে'। খুনের তালিকায় থাকছে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং দ্বীন ইসলামকে হেয়কারী, কটূক্তিকারী এবং তাদের রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, তাদের আর্থিক-সাংগঠনিক-বুদ্ধিবৃত্তিক মদদদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। এরকমই ৮টি পর্যায় উল্লেখ করেছে জঙ্গি সংগঠনটি। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মেয়র-মোড়ল বা মাতব্বর, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা আইনজীবী, বিচারক ও চিকিৎসকদের বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ধর্মের সমালোচনা করা গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, বুদ্ধিজীবী, কোন পত্রিকার

সম্পাদক, সাংবাদিক, নাট্যকার, সিনেমা প্রযোজক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আনছার আল-ইসলাম জানিয়েছে, 'বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সাধারণ মুসলমানের চিন্তার কারণ নেই। শুধুমাত্র যারা ইসলামকে আঘাত করবে তাদেরই সরিয়ে দেওয়া হবে'।

বাংলাদেশে আইএস আছে কি নেই সে বিচারের আগে আইএসের উৎপত্তি ও পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে একটু আলোকপাত প্রয়োজন। আইএস বা ইসলামিক স্টেটস বা আইএসআইএসের পুরো নাম 'ইসলামিক স্টেটস ইন ইরাক এন্ড সিরিয়া' বা 'ইসলামিক স্টেটস অব ইরাক এন্ড আশ-শাম'। আইএস আবার কোথাও আইএসআইএল বা 'ইসলামিক স্টেটস অব ইরাক এন্ড দ্য লেভান্ট' নামেও পরিচিত। আইএসের অন্তর্ভুক্ত একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর নাম 'দায়েশ'। আরবীতে এর পুরো নাম 'আদ-দাওলা আল-ইসলামিয়া ফিল ইরাক ওয়াশ-শাম'। মধ্যপ্রাচ্যে একটি খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে এই জঙ্গিগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কারা এর পেছনে? প্রথমেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কথা শোনা যাক। ভাইস নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ওবামা জানিয়েছেন, ইরাকে বুশ প্রশাসনের সামরিক অভিযানের ফলেই জঙ্গিগোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেট' (আইএস)-এর দ্রুত উত্থান ঘটেছে। অবশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী স্যান্টোরাম। আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওরল্যান্ডোতে রিপাবলিকান দলের এক সভায় স্যান্টোরাম বলেন, সিরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে আইএস সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন দায়ী। তিনি দাবী করেন, মার্কিন জেনারেল ও সামরিক উপদেষ্টাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে হিলারি ও ওবামা এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো আইএসের উত্থানের পেছনে ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন। কিউবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত ক্যাস্ত্রোর লেখা এক প্রবন্ধের বরাত দিয়ে 'রাশিয়া টুডে'সহ বিভিন্ন গণমাধ্যম এ সংবাদ প্রকাশ করে। ক্যাস্ত্রো তার প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' ও মার্কিন সিনেটর 'জন ম্যাককেইন' ষড়যন্ত্র করে আইএস গঠন করেছে'। আলোচিত ও পলাতক সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা এডওয়ার্ড স্নোডেন বলেছেন, ব্রিটিশ, আমেরিকা ও ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা একত্রে আইএস সৃষ্টি করেছে। প্রায় একই রকম কথা বলেছেন, কানাডার একটি গবেষণা সংস্থা। তার প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আইএস মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থারই সৃষ্টি। আর সহযোগিতা করেছে ব্রিটেনের এমআই-৬, ইসরাঈলের মোসাদ, পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই), সঊদী আরবের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স প্রেসিডেন্সি (জিআইপি) গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। অন্যদিকে সঊদী আরবের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয শেখ বলেছেন, ইসলামী চরমপন্থী সংগঠন আইএস ইসরাঈলের একটি অংশ। শুধু তাই নয়, আইএসে ইসরাঈলী সৈন্যরা যুদ্ধ করছে, আহত আইএস সদস্যদের উদ্ধার করে চিকিৎসা দেয়ার খবর ও ছবিও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণেই সম্ভবত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও বলতে শোনা যায়, তালেবান আমাদের শত্রু নয়। অন্যদিকে ২০১৪ সালের ২১শে জুলাই গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,

'Nearly all of the highest-profile domestic terrorism plots in the United States since 9/11 featured the 'direct involvement' of government agents or informants.'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, কারা আল-কায়েদা বা আইএসের সৃষ্টিকর্তা এবং কারা তাদের মিত্র শক্তি। অপরদিকে তারাই আবার আইএস/আল-কায়েদা দমনের নামে দেশে দেশে বোমা হামলা করছে। পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও অর্থ সহায়তা করছে। কাজেই একই শক্তি যখন বলছে বাংলাদেশে আইএস রয়েছে তখন সে দাবীকে সরাসরি উড়িয়ে দেয়ার আগে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা যরূরী। প্রশ্ন হচ্ছে, আইএস না থাকার সরকারী দাবী সত্য বলে ধরে নিলে সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যদি কিছু ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করে, এখন থেকে বছর দু'য়েক আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে এনে তাদের বুকের উপর আইএসের বড় বড় নেতার স্ট্যাগ লাগিয়ে যে গণমাধ্যমে হাযির করত, তারা কারা ছিল? কী উত্তর দিবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? অন্যদিকে তার সহকর্মী তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ভারতের প্রভাবশালী গণমাধ্যম 'দি হিন্দুকে' দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া আট হাযার আল-কায়েদা সদস্য বাংলাদেশে ফিরে এসে জঙ্গি তৎপরতার সাথে যুক্ত রয়েছে। এক্ষণে কার কথা বিশ্বাস করবে জনগণ?

বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে তাৎক্ষণিক লাভালাভের চিন্তায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এতটাই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তার চূড়ান্ত বা দীর্ঘমেয়াদী কুফল সম্পর্কে তারা বেখবর থেকে যায়। এ অবস্থায় বাংলাদেশে দেশপ্রেমহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আত্মঘাতী রাজনীতির সুযোগ নিচ্ছে বাংলাদেশবিরোধী ও ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো। তারা চলমান সহিংস জঙ্গি তৎপরতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির পাল্লায় তুলে দিয়ে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সাময়িক লাভ তোলার হিসাবে ব্যস্ত। ২০০০ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন একদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার তথ্য, পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তায় দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যা প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও তার সহযোগী সফরসঙ্গী কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ দু'টি বইয়ের নাম ছিল যথাক্রমে 'Politices of Bangladesh: Democracy vs religious fundamentalism' এবং 'Fang of fantices' বই দু'টিতে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ

বিস্তারের জন্য বিএনপি ও তার সহযোগী শক্তিগুলোকে দায়ী করে তাদের সাথে আফগানিস্তানের আল-কায়েদার সম্পর্কের কথা বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার থেকে এ জাতীয় প্রচারণার পর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার বাংলাদেশ সফর সংক্ষিপ্ত করেন ও সাভার স্মৃতিসৌধে যাওয়া বাতিল করেন। এরপর ২০০২ সালে বার্টিল লিন্টনার নামে এক সাংবাদিক পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশ সফর করে যাওয়ার পর, দেশে ফিরে ২০০২ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক ইংরেজী সাপ্তাহিকে বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতার উপর 'Bangladesh: a cocoon of terror' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটির শুরুতেই তিনি বলেন, 'Beware of Bangladesh- Rising fundamentalism and religious intolerance are threatening secularism and moderate Islam'. একযুগ পর বিদেশীরা বাংলাদেশ ভ্রমণে নিজ দেশের নাগরিকদের নোটিশ করছেন, 'Beware of Bangladesh'. এঘটনার বছর দুয়েক পর হিরন্ময় কার্লেকার নামের এক ভারতীয় সাংবাদিক তো রীতিমতো বই লিখে বসেন, "Bangladesh : The Next Afghanistan?" আজকের প্রেক্ষাপটে অনেকেই হয়তো হিরন্ময় কার্লেকারকে জ্যোতিষী ভেবে ভুল করতে পারেন। শুরু থেকেই আমি বহুবার বিভিন্ন প্রবন্ধে, পুস্তকে বলার চেষ্টা করেছি, জঙ্গিবাদ-এক ধরনের আগুন খেলা। এর পরিণাম শুভ হ'তে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র সেই সতর্কতায় গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

এখনো যে খুব সতর্ক হয়েছেন সেটাও বলা যাচ্ছে না। কারণ এখনো ঘটনা ঘটার সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর দিকে আঙ্গুল তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও কাউন্টার করতে বলে দিচ্ছেন, বিতর্কিত নির্বাচনে বিজয়ী সরকার বিশ্বব্যাপী নিজের ক্ষমতায় থাকার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পরিকল্পিতভাবে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করছে। তারা আরও পরিষ্কার করে বলছেন, যখন যখন সরকার বিপদে পড়ে, ঠিক তখন তখন একজন করে ব্লগার হত্যা হয়।

জঙ্গিবাদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠায় যুক্ত ষড়যন্ত্রকারী শক্তিগুলোর এটা এক গভীর নীল নকশা। সুগভীর চক্রান্তের নীল নকশায় তারা এমনভাবে নিজেদের কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করছে যাতে সাময়িকভাবে কখনো সরকার, কখনো বিরোধী রাজনৈতিক দল তা থেকে ফায়দা লুটছে। এতে তাদের নিয়োগী দেশীয় শক্তির সহায়তা থাকা অসম্ভব নয়। অপ্রিয় হ'লেও সত্য, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দেয়ার পর দেশের মধ্যে সরকার পরিবর্তনে গণতান্ত্রিক শক্তির অনুপস্থিতিতে সরকার বিরোধী ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কোন অংশের মধ্যে সরকার পরিবর্তনে অগণতান্ত্রিক পন্থা 'মুক্তির কাণ্ডারী' হিসাবে গণ্য হয়ে থাকতেও পারে।

বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকরা এভাবেই একের পর এক রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে। স্বৈরাচারী আসাদ সরকারকে উৎখাতের নামে বিশ্ব সভ্যতার প্রাচীন বেলাভূমি সিরিয়াকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আইএসসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। অন্যদিকে তাদের নির্মূলে নিজের দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে সিরীয় সেনাবাহিনী ও আসাদ অনুগতরা। এভাবেই প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি আজ গোরস্থানে পরিণত হয়েছে।

কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম ইসলামী হ'লেই সে সংগঠন জিহাদী হয় না। যেমন কারো নাম মুজাহিদুল ইসলাম হ'লে তিনি ইসলামের মুজাহিদ না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিও হ'তে পারেন। আব্দুর রব নামধারী ব্যক্তি রবের বা আল্লাহ্র গোলাম না হয়ে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের রাহবার হ'তে পারেন। ঠিক তেমনি আনছারুল্লাহ বাংলা বাহিনী আল্লাহ্র আনছার না হয়ে আনছারুল ইবলিস হ'তে পারে। আল্লাহ্র দল নাম নিয়ে যে কেউ শয়তানের পায়রাবী করছে না তাই বা কে বলতে পারে। এসব নিয়ে তদন্ত বর্তমান কাউন্টার টেররিজম করে না। কেননা কাউন্টার টেররিজম পরিচালিত হয় পাশ্চাত্যের থিওরি ও প্রশিক্ষণে। কাউন্টার টেররিজমের অপারেটররা এমনভাবে ঘটনা ঘটান যাতে আপাতদৃষ্টিতে ইসলামপন্থীদের ওপর দোষ চাপানো সহজ হয়। এটি নতুন কোন কৌশল নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে এরকম ঘটনার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। তার এই দিনটিকে বিশেষভাবে বেছে নেয়ার কারণ এদিন চট্টগ্রামে সর্বভারতীয় মুসলমানদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই সম্মেলন উপলক্ষে ৬শ' সদস্যের এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। তাদের চেনার জন্য বিশেষ পোষাক ও মাথায় পরিধানের জন্য তুর্কী টুপি তৈরী করা হয়। সূর্যসেনের বাহিনী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় একই ধরনের পোষাক ও টুপী পরিধান করে এবং পালাবার পথে এ সকল পোষাক ও টুপী ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে ফেলে যায়, যাতে ব্রিটিশ সরকার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য মুসলমানদের দায়ী করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করে। শুরুতে সূর্যসেনের পরিকল্পনা মতো ঘটেছিলও তাই। তবে তৎকালীন বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ্র তদন্তে প্রমাণিত হয় মুসলমানরা নয়, এটি সূর্যসেনের বাহিনীর কাজ। এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে মাথার ওপর গীতা রেখে বুকের রক্ত কালীদেবীর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে শপথ নিতে হ'ত। খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ্র তদন্তে সূর্যসেনের নাম প্রকাশ পাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিশ্বস্ত অনুচর হরিপদ ভট্টাচার্যকে তাকে হত্যার মিশনে প্রেরণ করেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে খুব কাছে থেকে গুলি করে হরিপদ খান বাহাদুর আহসানউল্লাহকে খুন করে। বাংলাদেশে জুলহাস মান্নানকে কারা হত্যা করেছে তা এখনো জানা যায়নি। এ প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের কিছু ঘটনাবলীর স্মরণ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা লরেন্স অভ এরাবিয়া, জার্মান গোয়েন্দা কলিন্স হামফ্রে, কিংবা হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের ইতিহাসের মতো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক হত্যাকাণ্ড খুব বেশী দূরের নয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরনল্ড রাফায়েল এবং কাউন্সিলর সেদেশের সেনাবাহিনীর ব্রিগ্রেডিয়ার পদমর্যাদার অফিসারসহ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বহনকারী

বিমান উড়িয়ে দেয়ার জন্য পাকিস্তানীরা সিআইএকে দায়ী করে থাকে। ২০০২ সালে ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নালের দক্ষিণ এশীয় ব্যুরো চিফ ড্যানিয়েল পার্লকে পাকিস্তান থেকে অপহরণ করে গুয়ান্তানামো বে তে বন্দী পাকিস্তানী জঙ্গিদের মুক্তি দাবী করা হয়। পাকিস্তান পরে অপহরণকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়। অপহরণকারী ওমর সাঈদ শেখ ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্সের চর ছিলেন।

সে কারণে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি একবার দেখা প্রয়োজন। মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারী এন্টনি ব্লিঙ্কেন ৩০শে এপ্রিল গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় ভারতের সাথে একযোগে কাজ করছে। এদিকে পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভারত-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। এক সময় বাংলাদেশের চট্টগ্রামে মার্কিন কোম্পানির প্রাইভেট টার্মিনাল নির্মাণে যে ভারতের প্রবল আপত্তি ছিল, সেই দেশটি এখন ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথ সামরিক টহল দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারত এখন নিজ দেশের নৌঘাঁটিগুলোতে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজগুলো নোঙ্গর করার অনুমতি দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালীর প্রবেশমুখে কৌশলগত অবস্থানে ভারতীয় দ্বীপ আন্দামান ও নিকোবরকে চায়না নিজেদের বলে দাবী করার পর থেকে ভারত মহাসাগরে নিরাপত্তায় এ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ভারতীয় নিরাপত্তা সূত্রের দাবী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালীকে নিরাপদ রাখতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নিজেদের অংশ বলে দাবী করার পর ভারত মহাসাগরে চাইনিজ সাবমেরিন টহল বৃদ্ধি করেছে।

প্রতিমাসে ৩/৪ বার করে চাইনিজ সাবমেরিনগুলো গোপনে ভারতীয় পানিসীমায়, আন্দামানের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। দ্বীপ দু'টিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করার পরও চাইনিজ সাবমেরিনগুলোর এই গোপন অভিযান তারা ঠেকাতে পারছে না। ফলে নিরুপায় হয়ে ভারত দ্বীপ দু'টির পোতাশ্রয়ে মার্কিন নেভির জাহাজ নোঙ্গর করার অনুমতি দিয়েছে, এমনকি তারা ভারতীয় পানিসীমায় যৌথ টহলেও নিয়মিত অংশ নিচ্ছে। এ থেকে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন, বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নেভির অবস্থানের বিষয়ে ভারতীয় প্রচলিত মনোভাবেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। বিষয়টি আঁচ করেই হয়তো চায়নাও তার আগের অবস্থান থেকে সোনাদিয়া দ্বীপে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে এখন ভারতকে সঙ্গী করেও এগুতে পারছে না। এসবের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতির পরাশক্তিগুলোর এই কৌশলগত লড়াইয়ে বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের সাথে বৈশ্বিক রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা গত একযুগ ধরে আমি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বহুবার বলার চেষ্টা করেছি। অরক্ষিত সমুদ্র সীমান্ত ও দুর্গম সীমান্তে দুর্বল পাহারার সুযোগে বাংলাদেশের কোন পোর্ট এন্ট্রি ছাড়াই কক্সবাজার ও বান্দরবানে বিদেশীদের গমনাগমন ভাববার বিষয় বটে। আইএস নামধারীরা পরিষ্কার করে বলেছে, তারা বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারে হামলা পরিচালনা করতে চায়। আইএসের ম্যাগাজিন দাবীকের ১৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩ই এপ্রিল। যেখানে বাংলা খিলাফতের আমীর পরিচয় দিয়ে শেখ আবু ইব্রাহীম আল-হানীফের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে স্থানীয় মুজাহিদীনের সহায়তায় ঘাঁটি স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমারে গেরিলা আক্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কিন্তু সেটা কিভাবে করবে তা তারা পরিষ্কার করে বলেনি। হানীফের এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার ও কথা বলার সুযোগ প্রতিবেশীদের করে দিয়েছে তারা। বর্তমানে বাংলাদেশ যেভাবে রোড, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, সাবমেরিন ক্যাবল প্রভৃতি সেক্টরে ভারতের সাথে কানেকটিভিটি গড়ে তুলছে তাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসব নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতে জঙ্গিবাদের কারণে প্রবল নিরাপত্তা ঝুঁকি করতে পারে। এ ধরনের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর জন্য লোভনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এবার সরাসরি বলেই বসেছে, বাংলাদেশের একার পক্ষে জঙ্গীবাদ মোকাবেলা সম্ভব নয়। তাই দেশের সরকার, রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, পেশাজীবী ও জনগণকে জঙ্গীবাদ সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন ও মুক্তির উপায় নির্ধারণে এখনই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

(প্লে গ্রুপ থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত)

ভর্তি চলছেঃ (শুধুমাত্র) নাযেরা, হিফয ও মাদানী নিসাবে

প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব :

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* মাদানী নিসাব শেষ করার পর স্বল্প সময়ে হেফয করার পূর্ণ নিশ্চয়তা।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* মাদানী নিসাব পদ্ধতিতে ১ বছরেই আরবীতে লিখন, পঠন ও বলার ক্ষেত্রে দক্ষ রূপে গড়ে তোলা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* আধুনিক ইসলামিক বিনোদনের সু-ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ

জুয়েল ম্যানশন (জাপানি), নয়াপাড়া (মনি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।

মোবাইল : ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৭৮২-১১৩৮৪২; ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের গুরুত্ব, ফযীলত এবং প্রয়োজনীয়তা

*ফরহাদুয্যামান**

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে একে অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণ সংশ্লিষ্ট যত কাজ আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম হচ্ছে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দান করা।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের খাদ্য দানের গুরুত্ব ব্যাপক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।-

গুরুত্ব ও ফযীলত

১. মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দানের আদেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ– 'অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে। অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে' *(বালাদ ৯০/১৪-১৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا 'নিশ্চয়ই মুমিনরা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার টানে খাদ্য দান করে অভাবী, ইয়াতীম ও কয়েদীদেরকে' *(দাহর ৭৬/৮)*। তাই আমরা ক্ষুধার্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে খাদ্য দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনকারী বান্দা হিসাবে গণ্য হ'তে পারি।

২. সর্বোত্তম আমল : ইবাদত মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত। এক. মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত। তাকে হাক্কুল্লাহ বলে যেমন- ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। দুই. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত, যাকে হাক্কুল ইবাদ বলে। যেমন- মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা ইত্যাদি। হাক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দান করা। ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি সব দিক দিয়ে দুর্বল হয়, খাবারের অভাবে সে অসহায় ও অচল হয়ে পড়ে তাই ক্ষুধার্তকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করা মহান আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয় আমল। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ، 'একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, ইসলামে কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ইসলামে সবচেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো'।[২] তাই ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবেন।

৩. মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ : ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের খাদ্য দানকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবেন।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوْرًا– 'তারা বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার্য দান করি, তোমাদের নিকট এর কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ– 'দয়াশীলদের উপরে দয়াময় আল্লাহ দয়া করে থাকেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপরে দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপরে দয়া করবেন'।[৩] অপর হাদীছে এসেছে, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, তার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয় না।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন'।[৫] ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করার ফলে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, এতে করে আমরা দুনিয়াতেই মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আবার ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে তার কষ্ট লাঘব করা হয় এতে মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতে আমাদের কষ্ট সমূহ হ'তে কিছু লাঘব করে দিবেন।

৪. মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় : আমরা সর্বদা মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত নে'মতের মাঝে ডুবে আছি। শুধু আমাদের শরীরের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই কত সুঠাম ও সুশ্রী করে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কথা বলার জন্য দিয়েছেন বাকশক্তি, তার নে'মতরাজি অবলোকন করার জন্য দিয়েছেন অমূল্য দৃষ্টি শক্তি। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে আমরা তার দেওয়া এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায়

---

* *বি.এ (অনার্স), ইংরেজী বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।*
১. *বুখারী, হা/১২।*
২. বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।
৩. তিরমিযী হা/১৯২৪; আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯।
৪. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।
৫. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।

Contents

করতে পারি এবং তার দেখানো পথে চলতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، 'আমরা কি দেইনি তাকে দু'টি চোখ? এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট? আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ। কিন্তু সে তো গিরিসংকটে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জানো গিরিসংকট কি? তা হ'ল দাসমুক্তি। অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে। অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে' *(বালাদ ৯০/৮-১৬)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ প্রথমে তাঁর দেওয়া কিছু অমূল্য নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। চক্ষু-কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি যা ছাড়া মানুষের স্বাভাবিক অবয়ব কল্পনা করা যায় না। অতঃপর তিনি দু'টি পথের কথা বলেছেন, একটি ভাল, অপরটি মন্দ। মানুষকে তিনি চক্ষু-কর্ণ দেওয়ার মাধ্যমে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ পথ তারও সম্যক জ্ঞান দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে না হয় অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ তাঁর দেখানো পথে না চললে অকৃতজ্ঞ হবে আর তাঁর পথে চললে কৃতজ্ঞ হবে। তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার পথটিও তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তাহ'ল সৎকাজ, দাস মুক্তি ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। এ কাজের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর পথের অনুসারী হয়ে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হ'তে পারি। এতে করে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সম্মান ও সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দিব' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

৫. রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য : গরীব, অসহায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দানকারী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুগত্যকারী ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ 'তোমরা ভিক্ষুক (ক্ষুধার্তকে) কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হ'লেও'।[৬] অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্যকারী উম্মত হ'তে চাইলে আমাদেরকে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করতে হবে। কেননা তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয় যে নিজে পেট পুরে আহার করে কিন্তু তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[৭] তিনি আরো বলেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর। তাহ'লে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮]

৬. বিশেষ সাহায্য লাভ : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান এমন একটি আমল, যার দ্বারা একজনের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়। কারণ ক্ষুধার্তকে দান করে নিঃস্ব মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করলে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আর এতে আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য লাভ করা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে লোক তার কোন মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করে মহান আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন।[৯] অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন, 'যে লোক কোন গরীবের চলার পথ সহজ করে দেয় ইহকালে ও পরকালে মহান আল্লাহ তার চলার পথ সহজ করে দিবেন'।[১০] তাই আমাদেরকে গরীব ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে তার অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হবে।

৭. ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানে আল্লাহ্র সন্তোষ : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে মহান আল্লাহ খুশি হন। একদা এক ব্যক্তি মহানবী (ছাঃ)-কে এসে বললেন, আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেছি। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) ত্বরিৎ তাঁর এক স্ত্রীর নিকট খবর পাঠালেন। তখন খবর আসল বাড়ীতে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অতঃপর তিনি অন্য স্ত্রীর নিকট খবর পাঠালেন তিনিও জানালেন আল্লাহ্র কসম বাড়ীতে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। এমনকি তিনি সকল স্ত্রীর নিকটেই খবর পাঠালেন এবং সকলে একই কথা বলল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) ছাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন কে এই রাতে এই ক্ষুধার্তকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? ছাহাবীদের মধ্যে একজন ছাহাবী আবু তালহা আনছারী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি এই ক্ষুধার্তকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলাম। অতঃপর আবূ তালহা (রাঃ) ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। তার স্ত্রীকে বললেন, তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষুধার্ত মেহমানের আপ্যায়ন কর। তার স্ত্রী বললেন, ঘরে কেবল বাচ্চাদের স্বল্প খাবার আছে। আবূ তালহা (রাঃ) তার স্ত্রীকে বললেন, তাতেই চলবে। তুমি বাচ্চাদেরকে কোন জিনিস দ্বারা ভুলিয়ে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে আর মেহমান যখন আমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন তুমি বাতি নিভিয়ে দিবে এবং তাকে বুঝাবে যে আমরাও খাবার খাচ্ছি। অতঃপর তারা পরিকল্পনা মত তাই করলেন এবং দু'জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সকাল বেলা আবূ তালহা (রাঃ) যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে বললেন, জিব্রীল (আঃ) এসে আমাকে খবর দিয়েছেন তোমরা কাল রাতে ঐ ক্ষুধার্ত মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছ তাতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্য হয়েছেন অথবা তিনি হেসেছেন'।[১১]

৮. আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী, অবিরাম ছালাত ও ছিয়াম পালনকারীর ন্যায় : গরীব ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করা, তাদের

৬. আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫, মিশকাত হা/১৯৪২, সনদ ছহীহ।
৭. বায়হাক্বী শো'আব হা/৩৩৮৯; হাকেম হা/২১৬৬; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহাহ হা/১৪৯।
৮. তিরমিযী হা/১৯৮৪; বায়হাক্বী শো'আব হা/৩০৯০; মিশকাত হা/১২৩২; ইরওয়া হা/৯৮০।
৯. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
১০. আবূদাঊদ হা/২৫৯৪; তিরমিযী হা/১৭০২; নাসাঈ হা/৩১৭৯।
১১. বুখারী হা/৪৮৮৯; মিশকাত হা/৬২৫২।

খাদ্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা এতই মর্যাদাপূর্ণ যে, ঐ ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী মহান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য'।[১২] ক্ষুধার্তের জন্য প্রচেষ্টাকারী শুধু জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে তা নয়; এমনকি সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অব্যাহতভাবে দিনে (নফল) ছিয়াম পালনকারী এবং প্রতি রাত্রে ছালাত (তাহাজ্জুত) আদায়কারীর ন্যায়। প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসকীনদের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারীদের সম্বন্ধে একথাও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি একাধারে ছালাত ও ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়'।[১৩]

৯. জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত লাভ : মহান আল্লাহ্র ভালবাসা পাবার লক্ষ্যে দুস্থ-গরীবের প্রতি খাদ্য দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে জান্নাতের অফুরন্ত নে'মতরাজি ভোগ করতেই থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিনরা আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসার খাতিরে খাদ্য দান করে ক্ষুধার্ত ইয়াতীম, মিসকীন ও কয়েদীদেরকে। যার কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনের অনিষ্টতা হ'তে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয় তাদেরকে দান করবেন আনন্দ এবং সজীবতা। তাদের ধৈর্যশীলতার জন্য দিবেন জান্নাতের রেশমী পোশাক। জান্নাতে তারা উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে' *(দাহর ৭৬/৮-২২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বেশী বেশী ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, তাহ'লে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৪]

১১. সামাজিক গুরুত্ব :

(১) মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা পূরণ : খাদ্য মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। এই অন্নের তাড়নায়ই বহু দরিদ্র ব্যক্তি নানাবিধ সামাজিক অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি। এসবের মূলে রয়েছে অভাব। তাই ক্ষুধার্ত দরিদ্রদেরকে খাদ্য দানের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে, যার ফলে কমে যাবে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই। বিরাজ করবে স্থিতিশীলতা।

(২) পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে সমাজে বসবাসরত উচ্চ শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণীর সাহচর্যে আসে, তাদের পাশে দাঁড়ায়। ফলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান কমে যায় এতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা-ভালবাসা, আন্তরিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপায়।

(৩) বৈষম্যহ্রাস : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে একজনের কষ্টে আরেক জনের এগিয়ে আসা হয়। ফলে সমাজে শান্তি স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সমাজ গড়ে উঠে। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রদের কাছে আসে ফলে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য অনেকাংশে কমে যায় এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরাও খাবার পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ক্ষুধার্তকে না খাওয়ানোর শাস্তি :

ক্ষুধার্তকে না খাওয়ানো ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয় এবং দুনিয়া-আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

(১) ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতকে অস্বীকারকারী যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে না এবং খাদ্য দান করতে উৎসাহিত করে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ– 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয় এবং অভাবগ্রস্ত কে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মাঊন ১০৭/১-৩)*।

মুমিন কখনো ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান না করে থাকতে পারে না। আর যে এটা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেন, ঐ ব্যক্তি অবশ্যই মুমিন নয় যে নিজে পেট ভর্তি করে খায় আর তার গরীব প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[১৫]

(২) দুনিয়াতেই ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে না এমন ব্যক্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ্র পক্ষে থেকে শাস্তি বা গযবের সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তার রূযী সংকুচিত করেন, তখন সে বলে যে, আমার প্রভু আমাকে হেয় করেছেন। কখনোই এরূপ নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না' *(ফজর ৮৯/১৬-১৮)*।

অতএব ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান না করলে এবং তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত না করলে মহান আল্লাহ যে দুনিয়াতে আমাদের নে'মত কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শাস্তি দিবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অতীতেও তিনি এমন ব্যক্তিদের দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'কয়েকজনের একটি বাগান ছিল। যখন বাগানের ফলগুলি পাড়ার উপযুক্ত হয়েছিল। তারা রাতের বেলা বলল, আমরা অবশ্যই সকালে ফলগুলি সংগ্রহ করব, তারা ইনশাআল্লাহ বলল না এবং তারা সিদ্ধান্ত নিল বাগানে কোন ক্ষুধার্তকে ঢুকতে দিবে না এবং খাদ্য দান করবে না। সারা রাত তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। সেই রাতেই আল্লাহ্র গযবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। পরদিন যখন তারা বাগানে পৌঁছল, তারা বলল, আমরা পথ ভুল করিনি তো? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা বুঝতে পারল। তারা মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করল এবং বাগানের মালিকেরা বাগানটি ধ্বংসের জন্য একে অপরকে দোষারপ করতে লাগল। কেননা তারা ক্ষুধার্তকে খাবার না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় ছিল *(ক্বালাম ৬৮/১৭-৩১)*।

১২. বুখারী হা/৬০০৬; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
১৩. বুখারী হা/৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
১৪. তিরমিযী হা/১৯৮৪; বায়হাক্বী শো'আব হা/৩০৯০; মিশকাত হা/১২৩২; ইরওয়া হা/৯৮০।
১৫. বায়হাক্বী শো'আব হা/৩৩৮৯; হাকেম হা/২১৬৬; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহাহ হা/১৪৯।

Contents

(৩) পরকালে আযাবের ফেরেশতার সম্মুখীন : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে না এমন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে। জাহান্নামের পাহারাদার আযাবের ফেরেশতার কঠিন প্রশ্নের ও সম্মুখীন হবে ঐ ব্যক্তি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তোমরা সাকারে (জাহান্নাম) এসেছ। জাহান্নামীরা বলবে, আমরা তো মুছল্লী ছিলাম না। আর আমরা ক্ষুধার্তকে খাওয়াতাম না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪২-৪৪)*।

(৪) জাহান্নামে সরাসরি প্রবেশ : মহান আল্লাহ্র উপর ঈমানহীন, অভাবী, নিঃস্ব-ক্ষুধার্তদেরকে খাদ্য দান করতে উৎসাহ দেয় না এমন ব্যক্তি অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ঐ ব্যক্তিকে ধর এবং গলায় রশি লাগিয়ে দাও অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, সে তো ঈমান আনেনি মহান আল্লাহ্র উপরে আর সে অভাবী-ক্ষুধার্তদেরকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেনি' *(হাক্কাহ ৩০-৩৪)*।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করার তাওফীক দান করুন এবং এর দ্বারা দুনিয়া-আখেরাতে তার শাস্তি হ'তে বাঁচার এবং জান্নাত লাভ করার তাওফীক দিন- আমীন!

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. সর্বদা ফিরকা নাজিয়াহ্র সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকুন। কেননা জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সঙ্গে থাকে, যে জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায় *(নাসাঈ)*। আর যে মুমিন একাকী থাকে, শয়তান তার সাথী হয় *(তিরমিযী)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৯. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (ক) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (খ) আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস) (গ) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঘ) সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঙ) ফিরক্বা নাজিয়াহ (চ) 'ইহতিসাব' বইটি নিয়মিত অনুশীলন করুন।

১০. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন।

১১. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কবিতা

রামাযানের হাতছানি

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পশ্চিমের ঐ নীল সামিয়ানায়
উঠবে ছাওমের নতুন চাঁদ,
মুমিন মনে হর্ষ লহর
মিটিয়ে নিবে স্বপ্নসাধ।
কোন পাতকী পঙ্কিলতায়
যাচ্ছে ডুবে বর্ষ ভর।
তার জীবনে উঠবে সুরুজ
স্বর্ণ কমল নতুন ভোর।
মিটিয়ে নিবে সব গোনাহ তার
দেয় ছিয়াম ঐ হাতছানি
উঠবে হেসে গোলাপ কানন
ভরবে ঘরের ফুলদানী।
জাগবে হৃদে আল্লাহভীতি
আঁকড়ে ধরে সরল পথ,
তাই খাবে না হোচট কভু
চলতে পথে জীবন রথ।
উড়তে যেয়ে পুচ্ছ সবি
আযাযীলের ভাঙবে আজ,
বন্দীখানায় কাতরে মরে
তাই তো হৃদয়ে দুঃখ লাজ।
পারবে না সে ভ্রান্ত পথে
টানতে আজি মুমিনদের,
পুণ্যে ভরা জীবন তরী
আর রবে না দুঃখ ঢের।
রামাযানেতে কৃপণেরা
থাকবে না আর কঞ্জুসে,
দানের খাতায় নাম লিখাতে
সব দানবীর দিন শেষে।
রামাযানেরই হাতছানিতে
জাগলো সাড়া সবখানে
আল্লাহভীতির শিক্ষা নিতে
তাই জড়ো আজ রামাযানে।

রামাযানে আঞ্জাম

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

শান্তির সুধা বইয়ে দিতে
আসছে ফের রামাযান,
যে এ মাস লাগাবে কাজে
সেই তো বড় ভাগ্যবান।
ছোট-বড় যত গুনাহ করেছি
গত এগারো মাসে ভাই
আল্লাহ্‌র নিকটে চাইব ক্ষমা
তিনি যে পরম দয়াময়।
কুরআনুল কারীম নফল ছালাত
পড়ব এ রামাযানে
নফল দান করব এ মাসে
আল্লাহ তুষ্টির মানসে।
ত্রিশটি ছিয়াম রাখব মোরা
রাসূলের মতানুসারে,
অশ্লীল কর্ম ছাড়ব মোরা
এ জীবনে চিরতরে।
রামাযান পেয়েও যে ব্যক্তি
জান্নাত লভিতে পারবে না,
মহা সুযোগ হারিয়ে সে হবে
হতভাগাদের একজনা।
রহমত, বরকত, মাগফেরাত নিয়ে
আসে ফি বছর রামাযান,
এ মাসে নিজেকে শুধরাতে হবে
রাখতে হবে ছাওম।
তাই এসো ভাই এ মাসটি
নেকীর কাজে কাটাই,
ঈমান নিয়ে নেক আমল করব
জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের আশায়।

কবর ঘর

ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

দু'দিনেরই তরে মোরা সাজাই খেলা ঘর,
হাত বদলের মাঝে তাহার সময় হ'ল পার।
সখ ও সুখের নাইকো ইতি মনের মত করে,
ভিতর-বাহির সাজাই যে তার সারা জীবন ধরে।
টাইলস, বার্নিস, লাইট, ফিটিং, এয়ারকণ্ডিশন,
কোটি টাকা ব্যয়ে শেষে হয়নি সমাধান।
সাধ-সাধনার বাড়ীটি মোর হোক না গগনজোড়া,
ভুবন মাঝে এর আবরণ যেন নয়ন কাড়া।
বিহার করুক মোর এ ভবন জ্ঞানী-গুণী জনে,
দেখুক তারা এ কোন প্রাসাদ ভাবুক মনে মনে।
শশী যেমন নিশির মাঝে আলোর সমাধান,
বিশ্বসেরা মোর এ ভবন হোক না উদাহরণ।
ঘর হ'ল তার জীবন ভরে মনের ভালবাসা,
এরই মাঝে আছর হ'ল জীবনেরই ঊষা।
জন্মিলে মরিতে হবে এ ধারণা মিছে,
ভেবেছিল এটাই আসল পরকালটা পিছে।
হঠাৎ করে মরণ ব্যাধি ডাকে আপন করে,
সাদা কাপড় মাটির মেঝে নাম যে 'কবর ঘর'।

আত-তাহরীক

আব্দুল্লাহ আল-মামূন
জামি'আ দারুল হাদীছ, কাথোরা, গাযীপুর।

আমি তোমায় যতই পড়ি
ততই লাগে ভাল
তোমার মাঝে পাই যে খুঁজে
সত্য-ন্যায়ের আলো।
তুমি আলোর মিনার
সত্য সোনার কিরণ
হক কথায় কর তুমি
পাঠক হৃদয় হরণ।
তুমি ধর্ম-সমাজ নিয়ে
করছ গবেষণা
সমাজ সংস্কার আন্দোলনে
তুমিই অগ্রসেনা।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)।
২. আমর বিন জামূহ (রাঃ)। কেননা তিনি খোঁড়া অবস্থায় ওহোদ যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।
৩. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। ৪. আলী (রাঃ)-কে।
৫. উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে।
৬. বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ)। ৭. আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৮. আবদুর রহমান বিন সাখার আদ্-দাওসী (রাঃ)।
৯. সা'দ বিন উবাদা (রাঃ)-কে। ১০. উবাই বিন কা'ব (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. সাতক্ষীরা যেলায়। ২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলায়।
৩. লালমণিরহাট যেলায়। ৪. পঞ্চগড় যেলায়।
৫. লালমণিরহাট যেলায়। ৬. ১৪ মে, ২০০১ সালে। ৭. চট্টগ্রামে।
৮. ঢাকার কমলাপুরে (উল্লেখ্য, চট্টগ্রামেও একটি স্থাপিত হবে)।
৯. নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর। ১০. টেকনাফ স্থলবন্দর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন্ ছাহাবীকে আবুবকর (রাঃ) কুরআন একত্রিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন?
২. কোন্ ছাহাবীর পরামর্শে নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় খন্দক খনন করেন?
৩. কোন্ মহিলা ছাহাবী সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেন?
৪. কোন ছাহাবী ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু আল্লাহ্র জন্যে তিনি একটি সিজদাও করার সুযোগ পাননি।
৫. কোন্ ছাহাবী সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন?
৬. কোন্ ছাহাবীকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কায় হত্যা করেছিল?
৭. কোন ছাহাবী দাজ্জালকে একটি দ্বীপে বন্দী অবস্থায় দেখেছেন?
৮. কোন্ ছাহাবীর আকৃতি ধারণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ) নাযিল হ'তেন।
৯. কোন্ ছাহাবী কিসরার হাতের বাদশাহী চুরি পরিধান করেন?
১০. কোন ছাহাবী দো'আ করেছিলেন যে, তিনি যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন এবং কোন মুশরিকও যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশের পুরাতন নাম কি? ২. ঢাকার প্রাচীন নাম কি?
৩. সোনারগাঁও-এর পূর্ব নাম কি? ৪. কুমিল্লার পুরাতন নাম কি?
৫. ময়নামতির পুরাতন নাম কি? ৬. সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পূর্ব নাম কি?
৭. নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম কি? ৮. লালবাগ দুর্গের প্রাচীন নাম কি?
৯. মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম কি? ১০. ময়মনসিংহের পূর্ব নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হলরুমে দু'দিন ব্যাপী এক 'সোনামণি দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জাম'আত এবং 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক সালাফী ও হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। আনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে ৩০টি যেলার অর্ধশতাধিক দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান-এর সভাপতিত্বে দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'সোনামণি পরিচিতি' ও 'সোনামণি প্রতিভা' *জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-১৬ (১৫তম সংখ্যা)*-এর উপর ০৬/০৪/১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে মক্তব থেকে ৪র্থ এবং ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত দু'টি গ্রুপের ১ম ৫ জনকে মেধাক্রম অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। উক্ত উনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাসীব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী ১৭ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সভাপতি মুহাম্মাদ আবু হেনা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর হরমান। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি খায়রুন্নেসা, জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মাহফূযুর রহমান।

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার মাদারটেক হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক আলমগীর আযাদ সবুজ, যাকির হুসাইন, সাজিদ বিশ্বাস এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শামাউন কবীর ও মুছত্বফা কামাল। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্বাসুদ্দীন এবং অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান।

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ই মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর বেড়াবাড়ী তালশারিয়া মোড় দারুসসালাম সালাফী মাদরাসায় 'সোনামণি' শাখার উদ্যোগে 'সোনামণি প্রতিভা' (১৬তম সংখ্যা) ও সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অত্র মাদরাসার সভাপতি জনাব আবু হেনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার সেক্রেটারী সাজ্জাদুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি খায়রুন্নেসা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহফূযুর রহমান। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী জেসমিন খাতুন, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী খায়রুন্নেসা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সোনিয়া পারভীন ও নূরুন্নাহার। এছাড়াও সকল প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Contents

স্বদেশ

বাংলাদেশ থেকে ট্রেন যাবে সিঙ্গাপুর

ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। দোহাযারী-রামু-কক্সবাজার-ঘুনধুম রেললাইন প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হবে ভারত থেকে বাংলাদেশ হয়ে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও কোরিয়া হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত। তখন ট্রেনে চড়েই যাওয়া যাবে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর। ২০২২ সালের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ হাযার ৩৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। সম্প্রতি আলোচিত দোহাযারী-রামু-কক্সবাজার-ঘুনধুম রেল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।

পাঁচ বছর আগে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হ'লেও দাতা সংস্থা না পাওয়ায় এত দিন এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন আটকে ছিল। সূত্র জানায়, ১৮৯০ সালে সর্বপ্রথম এটি নির্মাণের জন্য সার্ভে করা হয়। ১৯৫৮ সালের পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে দোহাযারী পর্যন্ত মিটার গেজ রেল লাইন স্থাপনও করা হয়। কিন্তু ১৯৪১-৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। এরপর আরো একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসি কার্যকর

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের চূড়ান্ত রায় মোতাবেক গত ১০ই মে বুধবার দিবাগত রাত ১২-টা ১০ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং পরদিন সকাল পৌনে আটটায় স্বীয় জন্মস্থান পাবনার সাঁথিয়ার মন্মথপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১ শে মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মন্মথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ১ম বিভাগে দাখিল, ১৯৫৯ সালে ১ম বিভাগে (১৬তম স্থান) আলিম, ১৯৬৩ সালে ১ম বিভাগে কামিল (ফিকহ- ২য় স্থান) এবং ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাশ করেন। মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন ১৯৬১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর তখনকার ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘে'র সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সাল থেকে তিন বছর তিনি পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর তিনি 'জামায়াতে ইসলামী'তে যোগদান করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জামায়াতের ঢাকা মহানগর শাখার আমীর ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৮৩ সালে দলের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হন। অতঃপর ১৯৮৮ সালে তিনি সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পান। তারপর ২০০০ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম আমীরের দায়িত্ব থেকে অবসরে গেলে তিনি পরবর্তী আমীর নির্বাচিত হন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও সকলকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছি। সেই সাথে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের প্রতি সঠিক ইসলামী পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিদেশ

ফিলিস্তীন জবরদখল করে ইসরাঈল গঠন ছিল মৌলিক ভুল

-লিভিংস্টোন

লণ্ডন মহা নগরীর সাবেক মেয়র কেন লিভিংস্টোন বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল সৃষ্টি ছিল একটি বড় বিপর্যয়। একটি আরবী টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ফিলিস্তীনকে জবরদখল করে সেখানে ইসরাইল গঠনের কাজটি একটি মৌলিক ভুল ছিল। কারণ ফিলিস্তীনী জাতি এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে দু'হাযার বছর ধরে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহূদীদের পুনর্বাসন করে কিছু উত্তেজনা নিরসন করা যেত। অথচ ৭০ বছর পর আজও পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ রয়ে গেছে এবং পরমাণু যুদ্ধসহ আরো অনেক যুদ্ধ হ'তে পারে এই কারণে। উল্লেখ্য, কথিত আইএস বা দায়েশ সৃষ্টিতেও ইসরাঈলের হাত ছিল এবং ইসরাঈল দায়েশকে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে বলেও লেবার দলের কোন কোন সদস্য মন্তব্য করেছেন।

লিভিংস্টোন এর আগে বলেছিলেন, হিটলার ছিলেন ইহূদীবাদী। লেবার দলের তার এক সহকর্মী ইসরাঈলকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিও তিনি সমর্থন দিয়েছেন। আর এসবের পরিণতিতে লেবার দলে লিভিংস্টোনের সদস্যপদ স্থগিত রাখা হয় গত সপ্তাহে। ইসরাঈল বিরোধী বক্তব্য রাখার কারণে গত দু'মাসে ব্রিটেনের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির অন্তত ৫০ জনের সদস্যপদ স্থগিত রাখা হয়েছে।

১৩ দেশে নাস্তিকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

আগের যুগে নাস্তিকতার চর্চা মারাত্মক ধরনের অপরাধ হিসাবে ধরা হ'লেও দিন দিন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই এখন বাকস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাস্তিকতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে না দেখে বরং উৎসাহ দেওয়া হয়। তারপরও এখনো কিছু দেশ আছে, যেখানে নাস্তিকতা চর্চার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বর্তমানে পৃথিবীতে এমন ১৩টি দেশ রয়েছে যেখানে নাস্তিকতার কোন স্থান নেই। দেশগুলো হ'ল : ১. আফগানিস্তান, ২. ইরান, ৩. মালয়েশিয়া, ৪. মালদ্বীপ, ৫. মৌরিতানিয়া, ৬. নাইজেরিয়া, ৭. পাকিস্তান, ৮. কাতার, ৯. সঊদী আরব, ১০. সুদান, ১১. সোমালিয়া, ১২. সংযুক্ত আরব-আমিরাত এবং ১৩. ইয়েমেন।

বিশ্বে কার্বন প্রভাবমুক্ত প্রথম দেশ ভুটান

বিশ্বে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত প্রথম দেশ ভুটান। দেশটি যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গমন করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী কার্বন শোষণক্ষম হওয়াতেই এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত। পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেও কোন সমাধান করতে পারছে না, সেখানে প্রথম ব্যতিক্রম ভুটান। ৭২ শতাংশ বনাঞ্চল সমৃদ্ধ দেশটি বার্ষিক ১৫ লাখ টন কার্বন নির্গমন করে। যেখানে তার কার্বন শোষণ ক্ষমতা ৬০ লাখ টন। দেশটির বেশকিছু নীতি তাদেরকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। যেমন দেশটিতে কাঠ রফতানী নিষিদ্ধ। সংবিধান অনুযায়ী, দেশটির বনাঞ্চল মোট ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশের নিচে নামতে পারবে না। জৈব জ্বালানীর তুলনায় সেখানে নদী থেকে উৎপাদিত হাইড্রোলিক পাওয়ার বেশী ব্যবহৃত হয়।

পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে তারা আবর্জনার কোটা শূন্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা বিদ্যুৎচালিত গাড়ি তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে ভবিষ্যতে দেশটির সকল গাড়ি বিদ্যুৎচালিত হয়। এছাড়া তারা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে। গতবছর ভুটানের স্বেচ্ছাসেবকরা মাত্র এক ঘণ্টায় ৪৯ হাযার ৬৭২টি গাছ রোপণ করে বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

[ক্ষমতার লড়াই না থাকলে দেশে শান্তি থাকে এবং তখনই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। ভূটানের রাজতন্ত্র খুবই সম্মানিত। যা দেশে শান্তিরক্ষায় খুবই সহায়ক হয়। আমাদের দেশে একক কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় সর্বদা অশান্তির আগুন জ্বলে। এরপরেও পারস্পরিক সহনশীলতা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব হ'ত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! (স.স.)]

বিজেপিকে ভোট দেয়ার অপরাধে স্ত্রী তালাক

ভারতের আসামে বিজেপিকে ভোট দেয়ার অপরাধে এক নারীকে তালাক দিয়েছে তার স্বামী। এর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে তাদের ১০ বছরের দাম্পত্য জীবনের। আসামের সোনিতপুর যেলার দোনাম আদ্দাহাতি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। খবরে বলা হয়েছে, আয়নুদ্দীন নামের ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রী দেলোয়ারা বেগমকে তার পসন্দ অনুযায়ী কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেন। কিন্তু দেলোয়ারা ভোট দেন বিজেপি প্রার্থীকে। এতে তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে তালাক দেন। নানা কারণে দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে থাকে। কিন্তু এ ধরনের একটি ঘটনায় কারো বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার ঘটনা বিরল। রাজনৈতিক মতানৈক্য কি তীব্রভাবে মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তার একটি বড় প্রমাণ এ ঘটনা।

ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৪শ' লোক নিহত হয় সড়ক দুর্ঘটনায়

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক হিসাবে পরিচিত ভারতের সড়কগুলো ২০১৫ সালে আরো বিপদজনক হয়েছে। যার ফলে ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশটির সড়ক গত বছর প্রতিদিন গড়ে ৪০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিষয়টিকে সড়কে গণহত্যা হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মানুষের প্রাণহানি হয়েছে উত্তর প্রদেশে, ১৭ হাযার ৬৬৬ জন। তালিকায় শীর্ষ পাঁচ প্রদেশের মধ্যে তামিলনাড়ুতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ হাযার ৬৪২ জন, মহারাষ্ট্রে ১৩ হাযার ২১২ জন, কর্নাটকে ১০ হাযার ৮৫৬ জন এবং সবশেষ রাজস্থানে ১০ হাযার ৫১০ জন মারা গেছেন। এদিকে ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে দিন দিন সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়

যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশী নাগরিক মনে করে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নের পদ্ধতি জাল এবং সেখানে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়। দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকান মনে করেন, এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা উচিত। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এটা উঠে এসেছে। উভয় দলের অংশগ্রহণে কৃত এই জরিপে দেখা গেছে, ৫১ শতাংশ ভোটার মনে করেন, কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রতারণামূলক। ৭১ শতাংশ ভোটারের মতে, তারা চান প্রত্যক্ষ ভোটে দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন করা উচিত। ২৭ শতাংশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই প্রাইমারী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোঝেন না। আর ৪৪ শতাংশ মনে করেন, এই নির্বাচনে কেন ডেলিগেটদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

মুসলিম জাহান

আলজেরিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আফ্রিকার বৃহত্তম মসজিদ

আফ্রিকা মহাদেশের দেশ আলজেরিয়ায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। মসজিদটি দেশটির ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে প্রেসিডেন্ট আব্দুল আযীয বুতাফিকারের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সেতুবন্ধন গড়ে তুলবে বলে প্রেসিডেন্ট আশা করছেন। মসজিদটি নির্মাণে অর্থায়ন করছে দেশটির সরকার। মসজিদটির চত্বরে ১০ লাখ বইয়ের একটি গ্রন্থাগার থাকবে। এছাড়া কুরআন শিক্ষার একটি স্কুল এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক একটি জাদুঘর থাকবে।

এতে ৮৭৪ ফুট উঁচু মিনার তৈরী করা হবে। ২০ হাযার বর্গমিটারের এই মসজিদে একসাথে এক লাখ ২০ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। এর নির্মাণকাজ ২০১৭ সালে শেষ হবে। এতে মোট খরচ হবে ১১ হাযার কোটি টাকা।

উত্তর আফ্রিকার এই দেশটিতে ১৯৯০ সাল থেকে সরকার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে সঙ্ঘাত চলছে। এতে প্রায় দুই লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। মসজিদটির নির্মাণকাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আহমাদ মাদানী বলেন, মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনস্ক বুতাফিকা ক্ষমতাসীন থাকায় মসজিদ নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে নেয়া সহজ হয়েছে।

ভারতে শিবসেনা নেতার ইসলাম গ্রহণ

ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শিবসেনার এক নেতা উত্তর প্রদেশের মুযাফফর নগরের বাসিন্দা সুশীল কুমার জৈন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তার নাম রাখা হয়েছে মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। তিনি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইসলাম গ্রহণ করেন বলে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানসিক শান্তি লাভের আশাতেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি এখন রীতিমত ৫ ওয়াক্ত ছালাত ও নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন। ধর্ম পরিবর্তন না করার জন্য তার ওপর বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলের নেতারা চাপ সৃষ্টি করেছিল। তিনি তা উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে যখন 'ঘর ওয়াপসি' বা ঘরে ফেরানোর কর্মসূচি হাতে নিয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করা হচ্ছে, তখন হিন্দুত্ববাদী শিব সেনা সংগঠনের সাবেক এই নেতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

[ইসলাম তার অন্তর্নিহিত তাওহীদ বিশ্বাসের জ্ঞানেই এগিয়ে যায়। যা মানুষের হৃদয়কে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত করে এবং তার অনুগ্রহ ও সাক্ষাৎ লাভের জন্য উদগ্র বাসনা সৃষ্টি করে। এই অন্তর্বিপ্লবকে অন্য কিছু দিয়ে ঠেকানো যায় না। এভাবেই ইসলাম বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রবেশ লাভ করবে (ছহীহাহ হা/৩)]

শীর্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা সঊদী আরবের

তেলের দাম পড়ে যাওয়ার পর এবার অর্থনীতি বহুমুখীকরণে নযর দিচ্ছে সঊদী আরব। তাই ১৯৩২ সালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর নীতিনির্ধারণে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে দেশটি। তারই একটি অংশ হিসাবে শীর্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অস্ত্র দিয়েই চাহিদার অর্ধেক মেটাবে। সঊদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন সালমান জানান, সঊদী আরব তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রের শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ অভ্যন্তরীণ কোম্পানীর কাছ থেকে কিনবে। এতে

বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দেশটির অস্ত্র কেনার প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে। সালমান বলেন, অস্ত্র উৎপাদন শিল্পে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাচ্ছি, যার ১০০ শতাংশ মালিকানাই থাকবে সঊদী প্রশাসনের হাতে। বর্তমানে দেশটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়ের দেশ। প্রতিবছর বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীতে প্রচুর পেট্রোডলার ব্যয় হয়। এই ব্যয়েরও রাশ টেনে ধরতে চাইছে দেশটির প্রশাসন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানী তেলের সবচেয়ে বড় রফতানীকারক এই দেশটি সম্প্রতি তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় বাজেট ঘাটতিতে পড়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে নানা পদক্ষেপের সাথে সাথে গত ২৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো থেকে এক হাযার কোটি ডলার ঋণ নিচ্ছে দেশটি।

বৃষ্টির জন্য কৃত্রিম পাহাড় নির্মাণ করবে আমিরাত

মরুভূমির দেশগুলোর প্রধান সমস্যা অনাবৃষ্টি। এসব দেশ সাধারণত বিস্তীর্ণ সমভূমিবিশিষ্ট হওয়ায় বাতাসের সাহায্যে মেঘ তৈরী হওয়া খুব কঠিন। আর তাই বৃষ্টিপাতও হয় অনেক কম। তবে এ সমস্যা সমাধানের পথ হয়তো আবিষ্কার করে ফেলেছে মরুভূমির দেশ আরব আমিরাত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তারা কৃত্রিম পাহাড় তৈরীর পরিকল্পনা করছে। এই পাহাড় বাতাসকে আকাশের দিকে ধাবিত করে মেঘ সৃষ্টিতে সহায়তা করে বৃষ্টিপাত ঘটাবে বলে নির্মাতারা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি করপোরেশন ফর এটমোসফরিক রিসার্স' নামের একটি সংস্থা এই কৃত্রিম পাহাড় নির্মাণের কাজ করবে বলে আমিরাত সরকারের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

দুবাইয়ের রাস্তায় ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশ চালকবিহীন গাড়ি চলবে

বিশ্বের সবচেয়ে বড় আকাশচুম্বী ভবনের শহর দুবাইয়ের রাস্তায় ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশ গাড়ি চলবে চালকবিহীন অবস্থায়। দুবাই রোড ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ গত ২৫শে এপ্রিল দশ আসন বিশিষ্ট এমন গাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে চালায়। দুবাই'য়ের শাসক শেখ মুহাম্মদ বিন রশীদ আল-মাকতূম গত ২৫শে এপ্রিল ঘোষণা করেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক শহর দুবাইয়ের রাস্তায় সব ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ চালকবিহীন গাড়ি চলবে। দুবাইয়ে বর্তমানে চালকবিহীন মেট্রোরেল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ২০১৫ সালে এই রেল ১৭ কোটি ৮০ লাখ যাত্রী বহন করে। বিশ্বে বিলাসবহুল গাড়ির ক্ষেত্রে স্মার্ট কার প্রযুক্তি এখন বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে চালকবিহীন এই গাড়ি বাণিজ্যিক রাজধানীটির ট্যাক্সি চালকদের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সঊদী-মার্কিন দ্বন্দ্ব চরমে : বিনিয়োগ প্রত্যাহারের হুমকি রিয়াদের

সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রে তার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়ার হুমকি দিয়েছে। ২০০১ সালের ৯/১১ হামলায় অভিযুক্ত দেশ ও সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মামলা রুজু করার অনুমোদন বিল মার্কিন কংগ্রেসে পাস হ'লে সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগকৃত ৭৫০ বিলিয়ন ডলার বা ৬০ লক্ষ কোটি টাকার ট্রেজারী সিকিউরিটিস বিক্রি করে প্রতিশোধ নেয়ার হুমকি দিয়েছে। সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল-যুবায়ের সম্প্রতি ওয়াশিংটন সফরের সময় এ হুমকি প্রদান করেন। এরপর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক কর্মকর্তা জানান, ঐ বিলটি পাস হ'লে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি আশংকায় ওবামা প্রশাসন মার্কিন কংগ্রেসকে বিলটি পাস না করার জন্য ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করছে। বিলটি পাস হ'লে হামলায় ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযুক্ত দেশ ও সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়ে মামলা করতে পারবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিষ্কৃত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার যতগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষই সর্বপ্রথম পৃথিবীর অন্য প্রজাতির প্রাণীদের অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সেই অনুসন্ধান এখনো চলছে। মানুষ গহীন জঙ্গলে, পর্বতে, গুহায়, গভীর সমুদ্রে যেমন খুঁজছে প্রাণের সন্ধান, তেমনি খুঁজছে মহাশূন্যে। কিন্তু পৃথিবীতে ঠিক কত প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, সে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান যে কত সামান্য সেটা বেরিয়ে এসেছে সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের চমকে দেওয়ার মত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রাণীই এখনো অনাবিষ্কৃত! পৃথিবীতে আরও এক হাযার কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যার কথা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানেন না। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দেয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গবেষকরা বলেছেন, প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা নির্ণয়ের এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে জেনেটিক সিকুয়েন্সিং টুল বা জিনের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ক যন্ত্র দিয়ে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষণার লেখক এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী জে লেনন এবং কেন লোসে অণু-পরমাণু পর্যায়ের ফাঙ্গাই থেকে শুরু করে বড় আকৃতির স্ত ন্যপায়ী প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। ঐ তালিকার মিশ্রণ থেকে স্কেলিং ল বা পরিমাপ আইন ব্যবহার করে তারা প্রাণী ও উদ্ভিদের মোট প্রজাতির সংখ্যা বের করেছেন। লেনন বলেছেন, 'জীবাণুদের মধ্যে যে কি পরিমাণ বৈচিত্র্য রয়েছে সেটা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না'। তারা আবিষ্কার করেছেন যে, এই পর্যন্ত যত জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে তার এক লাখ গুণ বেশী জীবাণু এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে হবে। তাই মহাবিশ্বের বিশালত্ব নিয়ে অতি বৃহৎ গবেষণা আর ক্ষুদ্র জীবাণুর অতি ক্ষুদ্রতা নিয়ে গবেষণা মূলতঃ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

পৃথিবীর মত বসবাস উপযোগী তিনটি গ্রহ আবিস্কৃত

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত একটি দল সম্প্রতি পৃথিবীর মতো মানুষের বসবাস উপযোগী তিনটি গ্রহ আবিষ্কার করেছে। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এই গ্রহ তিনটিই ঠিক পৃথিবীর মতো বসবাসের সবচেয়ে উত্তম স্থল। বিজ্ঞানীরা জানান, গ্রহ তিনটি ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে খুব শীতল একটি বামন আকৃতির নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহ তিনটির আকৃতি ও তাপমাত্রা পৃথিবী এবং শুক্রের মতো। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'ন্যাচার'-এ তারা এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। বেলজিয়ামের লেইগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-পদার্থবিদ ও প্রধান গবেষক মাইকেল গিলন বলেন, তিনটি গ্রহই পৃথিবীর আকৃতির সমান এবং পৃথিবীর মতোই বসবাসের উপযোগী। তিনি জানান, এই আবিষ্কার বসবাস উপযোগী আরও নতুন নতুন গ্রহ সন্ধানের দ্বার খুলে দিলো। গিলন ও তার সহযোগীরা চিলিতে বসে ট্রাপিস্ট নামের ৬০ সেন্টিমিটারের একটি টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ তিনটি আবিষ্কার করেন। কয়েক মাস ধরে পর্যবেক্ষণের পর তারা গ্রহগুলোর চরিত্র ও নিয়মিত কক্ষপথ পরিভ্রমণের বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হন। এই আবিষ্কার সৌরমণ্ডল বা এর বাইরেও যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে, সে ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করল।

[যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক'। অতএব খবরটি সত্যি হ'লে তা কুরআনের দেওয়া আগাম খবরকেই সত্যায়িত করবে মাত্র (স.স.)]

Contents

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের ঢাকা সফর

গত ৩০শে এপ্রিল হ'তে ৪ঠা মে পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজে ঢাকা সফর করেন। ৩০শে এপ্রিল বিকাল ৩-টা ১০ মিনিটের ইউএস বাংলা বেসরকারী এয়ারলাইন্স যোগে রাজশাহী হ'তে রওয়ানা হয়ে ৩-টা ৫০ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল এণ্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

মাওলানা মহিউদ্দীন খানের শয্যাপাশে আমীরে জামা'আত : ঢাকা পৌঁছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শাহবাগস্থ ইবরাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতালের ভিআইপি ক্যাবিনে শয্যাশায়ী মাসিক মদীনা পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খানকে দেখতে যান। দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ বাকরুদ্ধ মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন ইশারায় আমীরে জামা'আতের সাথে সালাম বিনিময় করেন। আমীরে জামা'আত তাঁর চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন এবং মহান আল্লাহ্র নিকটে তাঁর জন্য দো'আ করেন। এ সময় তাঁর পুত্র মুছতফা মঈনুদ্দীন ও অন্যান্য শুভাকাঙ্খীগণ কক্ষের বাইরে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের উপরে কারানির্যাতন নেমে এলে মাওলানা মহিউদ্দীন খান আমীরে জামা'আত ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

দায়িত্বশীল বৈঠক ॥ বংশাল, ঢাকা ১লা মে রবিবার: অদ্য বাদ মাগরিব বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন -এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত দায়িত্বশীলগণকে সর্বাধিক দায়িত্বসচেতনতার সাথে সাংগঠনিক কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা ॥ ৩রা মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার লালমাটিয়া ওয়াসা সংলগ্ন 'সারেণ্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট' মিলনায়তনে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বিশ্বাস ও কর্মের প্রাথমিক ভিত গড়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সাথে স্ব স্ব পরিবার ও সমাজ সংস্কারে অভিভাবকদের দায়িত্ব সচেতন হওয়া আবশ্যক। তিনি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাইকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এসময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে উক্ত ইনস্টিটিউটের পরিচালক কাযী ইউসুফ জাহানকে আহ্বায়ক ও লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল এণ্ড কলেজের প্রভাষক জনাব আশরাফুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মোহাম্মাদপুর-মীরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

পরদিন ৪ঠা মে বুধবার একই বেসরকারী ফ্লাইটে তিনি বিকাল পৌনে ৩-টায় রাজশাহী ফিরে আসেন।

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

ঢাকা সফর শেষে সপ্তাহকাল অসুস্থ থাকার পর পূর্ব ঘোষিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী যেলা সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১৩ই মে শুক্রবার সকালে রাজশাহী থেকে ট্রেন যোগে যশোর রওয়ানা হন।

জুম'আর খুৎবা : রাজশাহী হ'তে সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে আমীরে জামা'আত ট্রেন থেকে নেমে জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শহরের আল্লাহর দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। অতঃপর সেখানে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যারা ঈমান ও আমলে ছালেহ করে, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে ও তা দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দৃঢ় ঈমানদার ও সৎকর্মশীল কিছু কর্মী গড়তে চায়। যারা সবকিছু ত্যাগের বিনিময়ে জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচ্ছন্ন করার কঠিন জিহাদে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছালাত শেষে মসজিদটি দো'তলা করার জন্য তিনি মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রথমেই নিজের ব্যক্তিগত অনুদান ঘোষণা করেন। ফলে মুছল্লীগণের পক্ষ হ'তে তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষাধিক টাকার ওয়াদা পাওয়া যায়। অতঃপর মসজিদের পরিচালনা ও নির্মাণ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

জুম'আর ছালাত শেষে বেলা ২-টায় রওয়ানা হয়ে বিকাল সাড়ে ৩-টায় তিনি সাতক্ষীরা বাঁকাল মারকাযে পৌঁছেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সাতক্ষীরা হ'তে মাইক্রো নিয়ে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যশোর গমন করেন।

যেলা সম্মেলন ॥ সাতক্ষীরা

সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা, ১৩ই মে শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী আব্দুর রাযযাক পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এ দাওয়াত মুশরিকদের উপর খুবই ভারি। তাই তারা পদে পদে বাধা দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশের সমাজ জীবনকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করতে চায় এবং সর্বত্র আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি উক্ত লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন,

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা পৌর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিপুল সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটে। মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে বিশাল প্যাণ্ডেল করা হয়। উভয় প্যাণ্ডেলই ছিল কানায় কানায় ভরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত নেতৃবৃন্দ :

সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলন শেষ করে মেহেরপুর থেকে আগত মাইক্রোটি ফেরার পথে যশোর শহরের চাঁচড়া মোড়ের ৩ কি.মি. পূর্বে রাত দেড়টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। মাইক্রোর বিকল চাকা মেরামতের জন্য সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে একটি পুলিশ ভ্যানের পরিচিত পুলিশ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা অবস্থায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান রং সাইডে এসে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতে পুলিশ ভ্যান ও মাইক্রোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সকলেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়েন। এতে চারজন পুলিশ সদস্য সহ মারাত্মভাবে আহত হন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান। মাইক্রোর অন্যান্য যাত্রীগণও কমবেশী আহত হন। তরীকুযযামানের বাম হাতের কনুই ও কব্জির মাঝখানের হাড় ভেঙ্গে যায় এবং পিঠের বাম দিকে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আব্দুর রশীদ আখতারের মুখমণ্ডল কঠিনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উভয়ের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তবে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম অক্ষত থাকেন। সকলের আর্তচিৎকারে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আশপাশের ঘুমন্ত মানুষ দ্রুত ছুটে আসেন ও সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সেবা দান করেন। ইতিমধ্যে পুলিশের এ্যাম্বুলেন্স এসে তাদের সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে যশোর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা প্রদান করেন। অতঃপর মোবাইল যোগে সাতক্ষীরা থেকে আমীরে জামা'আতের নির্দেশক্রমে সকাল ১০-টায় তাদেরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

আহতদের মধ্যে ছিলেন মেহেরপুর যেলা আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ (৫৪) ও গাংনী উপযেলা আন্দোলন-এর দফতর সম্পাদক আনীসুর রহমান ওরফে আবু মোল্লা (৫০)। এছাড়া ড্রাইভার ও যুবসংঘের সাবেক কর্মী মুহাদ্দিছ আলী সামান্য আহত হন। তারা সকলে রাতেই মেহেরপুর ফিরে যান।

সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম আহত দুই কর্মী জনাব তরীকুযযামান ও আব্দুর রশীদ আখতারকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স যোগে পরদিন শনিবার বিকাল সোয়া ৪-টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে যান। এ সময় বাগেরহাটের মোল্লাহাট জালসা থেকে ফেরার পথে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

হাসপাতাল গেইটে পূর্ব থেকেই অপেক্ষারত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীগণ তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা ও সমবেদনা জানান। অতঃপর হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসকদের দ্রুত ব্যবস্থাপনায় আব্দুর রশীদ আখতারকে ক্যাজুয়ালটি বিভাগে ও তরীকুযযামানকে অথোপেডিক সার্জারী বিভাগে ক্যাবিনে ভর্তি করা হয়।

পরদিন ১৫ই মে রবিবার দুপুরে সাতক্ষীরা থেকে যশোর হয়ে ট্রেন যোগে রাজশাহী নেমেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত সরাসরি হাসপাতালে গমন করেন ও রোগীদের শয্যাপাশে অবস্থান করেন। তিনি ডাক্তারদের নিকট চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। পরদিন সোমবার বাদ যোহর রিলিজ নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার মারকাযে আসেন এবং ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মীদের মাঝে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর আমীরে জামা'আতের দো'আ নিয়ে বিকেল ৫-৫০ মিনিটে রিজার্ভ মাইক্রো যোগে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নিজ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ৩ ঘণ্টা পর ছহীহ-সালামতে বাড়ীতে পৌঁছে যান। বর্তমানে তিনি বাড়ীতেই শয্যাশায়ী অবস্থায় চিকিৎসারত আছেন। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

শূরা সদস্য জনাব তরীকুযযামান (৪৫) বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩১ নং ওয়ার্ডে ১০৫ নং কক্ষে ১ নং পেয়িং বেডে চিকিৎসারত আছেন। আঘাত বেশী হওয়ায় এবং ডায়বেটিস ধরা পড়ায় তাঁর চিকিৎসা সম্ভবতঃ দীর্ঘায়িত হবে। আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহত হওয়ার উত্তম বিনিময় দান করুন- আমীন!

প্রশিক্ষণ

পোড়াগ্রাম, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপযেলার পোড়াগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মাওলানা ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ্, ফুলবাড়ী শহীদ স্মৃতি আদর্শ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের ও মুহাম্মাদ রূহুল আমীন প্রমুখ।

পাকুড়িয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২২শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন পাকুড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৮শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১ ঘটিকা হ'তে দিনব্যাপী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার গোদাগাড়ী উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় রেলবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুরুরুল হুদা। প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা তোফাযযল হোসাইন।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ-পূর্ব ১লা মে রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় পাঁজরভাঙ্গা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ-পূর্ব ১লা মে রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাগডোব আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি মোল্লা মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন।

সাপাহার, নওগাঁ-পশ্চিম ২রা মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সাপাহার নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, ডাঃ মোজাফফর হোসাইন, মাওলানা আইনুল হক সালাফী ও জবাই মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা দুরুল হুদা।

আদর্শবয়া, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ৫ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে স্বরূপকাঠী থানাধীন আদর্শবয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীম ও প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহবূবুল আলম। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন।

তাবলীগী সভা

ত্রিমোহিনী, মাদারটেক, ঢাকা ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর মাদারটেক এলাকাধীন ত্রিমোহিনী জোড়ভিটা কবরস্থান জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'সোনামাণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মারুফ, সোনামণি ঢাকা যেলা পরিচালক মাওলানা আনীসুর রহমান প্রমুখ। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, মাদারটেক এলাকা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর আযাদ সবুজ।

কালনী, নারায়ণগঞ্জ ৩০শে এপ্রিল শনিবার: অদ্য বাদ আছর যেলার পূর্বাচল এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে স্থানীয় কালনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন মেম্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এম.এ. কেরামত, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক কামাল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন পূর্বাচল এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয মোশাররফ হোসাইন।

ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ৫ই মে বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা চরকুমারীয়া মৃধাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সফীরুদ্দীন, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

দায়িত্বশীল বৈঠক

পাঁচদোনা, নরসিংদী ৩০শে এপ্রিল শনিবার: অদ্য বাদ এশা যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ।

যেলা পুনর্গঠন

মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ৬ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বরিশাল যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মঞ্জুরুল আবেদীনকে সাধারণ সম্পাদক করে বরিশাল-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

যুবসংঘ

ছাত্র সমাবেশ

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২রা এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষার ফলপ্রার্থী ছাত্রদের নিয়ে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারুক, কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয গোলাম রহমান ও কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান মাষ্টার, কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনওয়ার ইলাহী, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে শতাধিক ছাত্র উপস্থিত ছিল। তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ হ'তে বই উপহার দেওয়া হয়।

কর্মী সমাবেশ

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলারোয়া এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক আল-মামূন, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান মাষ্টার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবীউল হক, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুহসিন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয গোলাম রহমান।

গাযীপুর ১লা মে রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে মণিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী, অর্থ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রেযাউল করীম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও অত্র মসজিদের ইমাম যোবায়ের প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

জুনিয়র বৃত্তি (৮ম শ্রেণী) : ২০১৫ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী থেকে ২ জন ছাত্র বৃত্তি লাভ করেছে। ১ জন ট্যালেন্টপুলে ও ১ জন সাধারণ গ্রেডে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হ'ল : আল-সাবাহ (গাইবান্ধা)। সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হল : মামূনুর রশীদ (রাজশাহী)। উল্লেখ্য, রাজশাহী যেলার বোয়ালিয়া (শাহমখদুম) থানার অন্তর্গত ১০টি মাদরাসার মধ্যে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এ দু'জনই।

ইবতেদায়ী বৃত্তি (৫ম শ্রেণী) : ২০১৫ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ৬ জন ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে ১০ জন।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হ'ল :

১. আব্দুল্লাহ আল-জাবির (রাজশাহী), ২. মাহমূদুর রহমান (বগুড়া), ৩. সামুরা বিন নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), ৪. তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), ৫. হালীমা খাতুন (রাজশাহী) ও ৬. রুকাইয়া ইসলাম (দিনাজপুর)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হ'ল :

১. শিহাব আলী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২. মুহাম্মাদ সুলাইমান (ঐ), ৩. তাসনীম আব্দুল্লাহ ফুয়াদ (রাজশাহী), ৪. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন (দিনাজপুর), ৫. তাবাস্সুম (কুমিল্লা), ৬. সুমাইয়া ইয়াসমীন (রাজশাহী), ৭. মুসাম্মাৎ আখতার নাসরীন (ঐ), ৮. আফসানা আখতার (ঐ), ৯. সা'দিয়া (ঐ) ও ১০. ছাবীহা নাসরীন মুনীরা (সিরাজগঞ্জ)। উল্লেখ্য, রাজশাহী যেলার বোয়ালিয়া (শাহমখদুম) থানায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী মোট ৮ জন ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী মোট ১৬ জন। সর্বমোট ২৪ জনের মধ্যে ১৬ জনই অত্র প্রতিষ্ঠান হ'তে বৃত্তি লাভ করে।

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় এ বছর ৩৮ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রী সহ মোট ৫৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৪ জন জিপিএ ৫ (A+), ৪০ জন A ও ১ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া)।

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ জন জিপিএ ৫ (A+), ৭ জন A, এবং ৪ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ সুরুজ মিয়া (৭০) ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ৫ই মার্চ'১৬ শুক্রবার দিবাগত রাত ২-টা ৪০ মিনিটে যেলার পাঁচদোনাস্থ নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বেলা ১১-টায় তার নিজগ্রাম চৌয়ার প্রস্তাবিত দাখিল মাদরাসা ময়দানে বড় ছেলে মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারের ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর চৌয়া সামাজিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? একবার শুরু করার পর ছেড়ে দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-মতীউর রহমান, পাবনা।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল 'রাতের ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদ বা তারাবীহর ছালাত *(মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯)*। বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা রাতের ছালাত আদায় কর। কারণ এটা তোমাদের পূর্বেকার নেককার লোকদের অনুসৃত নিয়ম, তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায়, গোনাহ থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম এবং পাপমোচনকারী' *(হাকেম হা/১১৫৬; তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭)*। রাতের ছালাত নিয়মিত পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা রাতের ছালাত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এ ছালাত ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করতেন তখন তা বসে আদায় করতেন *(আহমাদ হা/২৬১৫৭; আবুদাঊদ হা/১৩০৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)*। তবে 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না এবং ছাড়লে গুনাহ হবে' মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন (২/৩২২) : ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-কে দেখে ফেরেশতারা কেন লজ্জিত হতেন?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : ওছমান (রাঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং অতি লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি হ'ল আবুবকর, আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর হ'ল ওমর এবং সর্বাধিক ও যথার্থ লজ্জাশীল হ'ল ওছমান' *(তিরমিযী হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/৬১১১)*। তিনি বাড়ীতে থাকা অবস্থাতেও সব সময় তার দরজা বন্ধ থাকত এবং গোসলের পানি গায়ে ঢালার সময়ও তিনি কাপড় খুলতেন না *(আহমাদ হা/৫৪৩, সনদ হাসান)*। তাঁর এই অধিক লজ্জাশীলতার কারণে রাসূল (ছাঃ) নিজে তাঁর ব্যাপারে লজ্জা করতেন এবং ফেরেশতাগণও যে তাঁকে লজ্জা করতেন সে ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন তার ঘরে উরু অথবা পা খোলা অবস্থায় শোয়া ছিলেন। সেসময় আবুবকর (রাঃ) অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই কথাবার্তা বললেন। কিন্তু ওছমান (রাঃ) অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন ও কথাবার্তা বলেন। পরে আয়েশা (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন'? *(মুসলিম হা/২৪০১; মিশকাত হা/৬০৬০)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : জান্নাতী মহিলাদের হূর কয়টি থাকবে? তাদের হূর কেমন হবে?

-মুহাম্মাদ তাওছীফ ইসলাম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : 'হূর' (حُوْرٌ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এটি জান্নাতী পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। তবে জান্নাতী মহিলাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতী স্বামী হবেন। যদিও তাদেরকে হূর বলা হবে না। নারীদের প্রতি পুরুষদের অধিক আসক্তির কারণে কুরআনে পুরুষদের জন্য হূরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতী নারীদের জন্য তাদের স্বামীর ব্যাপারে কুরআন চুপ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের কোন স্বামী থাকবে না। বরং বনু আদমের মধ্য থেকেই তাদের স্বামী থাকবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন নং ১৭৮, ২/৫৩)*। যেমন আল্লাহ সেদিন বলবেন, 'তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। দুনিয়াতে নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাম্যবস্তু হিসাবে জান্নাতেও প্রত্যেকে তা পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা কিছু তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*। অতএব জান্নাতে নারীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বামী পাবেন।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : ছালাতে একই সূরা বারবার পড়া করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম,
মহারাজপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : ছালাতে একই সূরা বারবার পড়া যাবে। তবে নিয়মিত পড়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ফজরের ছালাতে সূরা যিলযাল পর পর দু'রাক'আতে পড়েছেন' *(আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৯১)*। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র একটি আয়াত দ্বারা রাতের ছালাত শেষ করেন। সেটি হ'ল সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত *(নাসাঈ হা/১০১০; মিশকাত হা/১২০৫, সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : উপুড় হয়ে শোয়ার বিধান কি?

-সাগর, কালিকাপুর, মান্দা, নওগাঁ।
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]।*

Contents

উত্তর : এরূপ শয়ন নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ রকম শোয়া পসন্দ করেন না *(তিরমিযী হা/২৭৬৮; মিশকাত হা/৪৭১৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এরূপ শয়ন আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে *(আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪৭; মিশকাত গা/৪৭১৯)*। স্মর্তব্য যে, ডানকাতে শোয়া সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : ডাক্তারদের জন্য বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঔষধের স্যাম্পল ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-ডা. রেযাউল করীম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে এসব উপহার গ্রহণ করলে ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হাদিয়া প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত হাদিয়া প্রদান করা হয়ে থাকে। যা ঘুষ হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ২৩/৫৭০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে অভিসম্পাত করেছেন *(তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : জনৈক আলেম বলেন, মসজিদে এসে দুই রাক'আত ছালাত আদায় না করে মসজিদে বসে পড়া ক্বিয়ামতের আলামত। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আশিক ইকবাল, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : বক্তব্যটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে অথচ সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না' *(মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯)*। অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত না পড়েই চলে যাবে, যেমন সাধারণ গৃহসমূহে করা হয়ে থাকে। এছাড়া এটি রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত আমল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : চাকুরীস্থল বা সফর থেকে বাড়ী ফিরার সময় গৃহবাসীর জন্য ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য বা মিষ্টান্ন নিয়ে আসা কি সুন্নাত?

-আব্দুর রহমান, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : এটি সুন্নাত নয়। বরং মুস্তাহাব। কারণ হাদিয়া প্রদান করলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। আর রাসূল (ছাঃ) মুসলিম ভাইয়ের জন্য আনন্দদায়ক কিছু করাকে তার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমলসমূহের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেছেন *(মু'জামুল কাবীর হা/১৩৬৪৬; ছহীহাহ হা/৯০৬)*। তবে 'তোমাদের কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে সে তার পরিবারের জন্য একটি পাথর হ'লেও হাদিয়া নিয়ে আসবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(দায়লামী হা/১১৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬১৩)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : ইমামের পিছনে প্রথম কাতার থেকে শারঈ পর্দাসম্মতভাবে মহিলারা কাতারের বামে ও পুরুষরা ডানে দাঁড়ায়। এভাবে জামা'আতে ছালাত আদায় বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে মসজিদের পিছনের দিকে ছালাতের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায়।

-রফীকুল ইসলাম, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। আর মহিলাদের জন্য মসজিদে জামা'আতে আসা ফরয নয়। এরপরেও আসলে এবং ব্যবস্থাপনা না থাকলে ওযরবশতঃ পুরুষদের কাতারের ডানে বা বামে পর্দা বা দেওয়াল দ্বারা ঘেরা স্থানে মহিলারা দাঁড়াতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৩১; আল-মাবসূত্ব ১/১৮৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আমি আমার ভাইয়ের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে চাষাবাদের জন্য তাকে এক বৎসরের জন্য এক বিঘা জমি দিয়েছি। সে এক বৎসর পর জমি ফিরিয়ে দিবে এবং আমি তার টাকা ফিরিয়ে দিব। এভাবে লেনদেন কি শরী'আত সম্মত?

-মাসঊদ আলম
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : এভাবে টাকা দিয়ে জমি গ্রহণ করাকে বন্ধক বলা হয়। আর বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি ভোগ করতে পারবে না। এটা পরিষ্কার সূদ। এভাবে জমি নিলে চাষের খরচ ব্যতীত বাকী শস্য মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। কারণ এটা একটা কর্য। আর কর্যের লাভ ভোগ করা যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : ময়না তদন্তের জন্য কবরস্থ লাশকে উত্তোলন করা যাবে কি?

-আলিফ, গাযীপুর।
**[সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]।*

উত্তর : মুসলিম মাইয়েত জীবিত ব্যক্তির ন্যায় সম্মানিত। তাই বাধ্যগত অবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশে লাশের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতঃ কবরস্থ লাশ উত্তোলন করা যাবে। জাবের (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে একজন লোকের পাশে দাফন করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিল না। ফলে দাফনের ছয়মাস পর লাশ কবর থেকে বের করলাম। অতঃপর আমি তার কিছুই অপসন্দনীয় পেলাম না, মাটির সাথে লাগা কয়েকটা দাড়ি ব্যতীত। অন্য বর্ণনায় আছে, তার কান ব্যতীত কিছুই নষ্ট হয়নি *(বুখারী হা/১৩৫১; আবুদাঊদ হা/৩২৩২, হাদীছ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩০৩; ফাৎহুল বারী ৩/২৭৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-২)*।

কিন্তু বর্তমানে ময়না তদন্তের নামে মৃতদেহ যেভাবে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে তা নিতান্তই অন্যায়। তাই গুরুতর

Contents

অপরাধমূলক কাজ তদন্তের প্রয়োজন ব্যতীত কর্তৃপক্ষের জন্য পোস্টমর্টেম করা এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক অনুমতি দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ এর মাধ্যমে লাশের প্রতি অসম্মান এবং মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাউদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'মৃত মুমিনকে কষ্ট দেওয়া তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেওয়ার ন্যায়' *(আওনুল মা'বূদ হা/৩১৯১, ৯/২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : অতিরিক্ত গরমের কারণে পুরুষের জন্য জনসম্মুখে খালি গায়ে থাকা যাবে কি?

-রহমত, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

উত্তর : নারীর ন্যায় পুরুষেরও পর্দা আছে *(নূর ৩০)*। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ *(বুখারী হা/৯)*। তাই লজ্জাশীলতার খেলাফ করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে খালি গায়ে থাকা যাবে। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন, মাদুরের ও তাঁর মাঝে কোন কিছু ছিল না। মাদুর তাঁর শরীরে দাগ করে ফেলেছিল। তিনি খেজুরের ছাল ভর্তি বালিশে ঠেস দিয়েছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪০)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : মোবাইল, টেলিভিশন, সাউণ্ডবক্স ইত্যাদি মেরামত করা জায়েয কি? এসব গান-বাজনা ও সিনেমা দেখার কাজে ব্যবহার করা হয় তা জানা সত্ত্বেও মেরামত করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন
কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। কারণ এগুলি বৈধ-অবৈধ উভয় কাজেই ব্যবহার হয়। সুতরাং এর অবৈধ ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে, মেরামতকারী নয়। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : মানুষের মৃত্যুর পর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন আগমনের অপেক্ষায় বিলম্বে দাফন করা শরী'আতসম্মত কি?

-রুবেল, দিনাজপুর।

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]।*

উত্তর : এটা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা 'ভাল'-কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহ'লে 'মন্দ'-কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। বিশেষতঃ বর্তমানে যেভাবে লাশ হিমঘরে রেখে কয়েকদিন বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ ঠিক নয়। তবে বাধ্যগত প্রয়োজনে বিলম্ব করা যেতে পারে। কিন্তু তা কাউকে দেখানোর জন্য নয়। কেননা দাফনের পরে এসে কবরে জানাযা করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/১৩২১, নাসাঈ হা/১৫৩৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা টুপী ছালাতের আবশ্যিক পোষাক নয়। তবে তা তুলে নেওয়াতেও দোষ নেই। কেননা ছালাত অবস্থায় খুশূ-খুযূ বিনষ্ট না করে ছোটখাট কাজ করা যায়। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি ছালাতে ইমামতি করছিলেন, আর আবুল 'আছের মেয়ে উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন বাচ্চাটি রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন পুনরায় কাঁধে করে নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৪)*। উল্লেখ্য, উমামা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নাতনী।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : আমার পিতা এক ব্যক্তির কাছে তাঁর পৈত্রিক জমি বিক্রি করে মারা গেছেন প্রায় দশ বছর পূর্বে। কিন্তু বর্তমানে সেই জমির মালিক অন্য একজন প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে পিতার জমির ক্রেতা সেই জমির বর্তমান মূল্য দাবী করে। সন্তান হিসাবে তা কি পরিশোধ করতে হবে? করলে বর্তমান না অতীত মূল্যে করতে হবে?

-মুখলেছুর রহমান
বামনডাংগা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত জমির মূল্য ফেরৎ দেওয়া সন্তানের জন্য আবশ্যক নয়। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এক্ষণে সন্তান যদি জমির ক্রেতাকে মূল্য ফেরৎ দেয়, তবে বিষয়টি উভয়পক্ষ মীমাংসার মাধ্যমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সমাধা করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য জানা আবশ্যক হবে যে, সন্তান তা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়। সুতরাং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মীমাংসা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : তওবার জন্য কোন ছালাত আছে কি? আমাদের গ্রামের মানুষ জামা'আতবদ্ধভাবে তওবার ছালাত আদায় করে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-সাঈদুর রহমান, পঞ্চগড়।

উত্তর : তওবার জন্য একাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। তবে জামা'আতবদ্ধভাবে নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন লোক যদি গুনাহ করার পর পবিত্রতা অর্জন করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন- 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে... *(আলে ইমরান ৩/১৩৫; আবুদাউদ হা/১৫২১; মিশকাত হা/১৩২৪)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং সেখানে একাগ্রতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন' *(আহমাদ হা/২৭৫৮৬, ছহীহাহ হা/৩৩৯৮)*।

Contents

তবে জামা'আতবদ্ধভাবে তওবার ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। বরং শরী'আতের নির্দেশনা ব্যতীত কোন ছালাত জামা'আতে আদায় করা বিদ'আত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৪১৪; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৩৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : আমাদের সমাজ অন্য গ্রামে হওয়ায় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী আমি সেখানেই জুম'আর ছালাত আদায় করি। গ্রামে জুম'আ আদায় না করায় গ্রামের লোকজন অসন্তুষ্ট। এভাবে নিজ গ্রামের মসজিদ ছেড়ে নিয়মিতভাবে অন্য মসজিদে জুম'আ আদায় করায় কোন বাধা আছে কি?

-আবুল কাসেম, নরদাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পিতার অছিয়ত মানতে গিয়ে নিকটবর্তী মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করা কিংবা নিয়মিতভাবে সেখানে জুম'আর ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিজ মসজিদেই ছালাত আদায় করা উচিত। অন্য মসজিদের সন্ধান করবে না' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩৩৭৩; ছহীহাহ হা/২২০০)*। তবে অধিক জ্ঞান অর্জন বা বড় জামা'আতে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্য মসজিদে যেতে কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৪১-২৪২)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : জুম'আর দিন আমাদের মসজিদে পিতা-মাতাগণ ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসে, যারা মুছল্লীদের সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি, মারামারি করে ছালাতে বিঘ্ন ঘটায়। এভাবে তাদেরকে মসজিদে আনা যাবে কি?

-কামাল শেখ, চরকান্দি, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে আসায় কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটি করেছেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে আবুল 'আছ তার কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা অবশ্যই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, যাতে মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্ট না হয়। যদি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে আনা থেকে বিরত থাকবেন।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : মোযার উপর মাসাহ করার সঠিক পদ্ধতি কি?

-আব্দুল হাই, ভারুয়াখালী, জামালপুর।

উত্তর : ওযূ সহ পায়ে মোযা পরা থাকলে নতুনভাবে ওযূর সময়ে মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আংগুল পায়ের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২২, ৫২৫, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে, যতক্ষণ না গোসল ফরয হয় (অথবা খুলে ফেলা হয়) *(মুসলিম হা/২৭৬; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৬২-৬৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : পালিত সন্তানের নিকটে আসল পিতা-মাতার পরিচয় গোপন রাখা জায়েয কি? পালিত সন্তান পালক না আসল পিতা-মাতার হক আদায় করবে?

-আব্দুস সালাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পালিত সন্তানের নিকট আসল পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা শরী'আতসম্মত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*। পালক সন্তানকে উক্ত অন্যায় থেকে দূরে রাখার জন্য পরিচয় গোপন করা যাবে না। আর পালক সন্তান মূলতঃ আসল পিতা-মাতার হক আদায় করবে, সাথে সাথে লালন-পালনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সাধ্যমত পালক পিতা-মাতার প্রতিও কর্তব্য পালন করবে। কেননা যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না' *(তিরমিযী হা/১৯৫৫, মিশকাত হা/৩০২৫)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : নবজাতক শিশুকে কোন ভালো আলেম দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আমাতুল্লাহ, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫১)*। 'তাহনীক' অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। হিজরতের পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে 'তাহনীক' করেছিলেন। এভাবে তিনিই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবান শিশু যার পেটে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা প্রবেশ করে। আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তিনি তা চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেন ও নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ' *(বুখারী হা/৫৪৭০, মুসলিম হা/২১৪৪)*।

কোন কোন বিদ্বান এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ করেছেন। তবে ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তাহনীক করানোর বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ হা/১২০৪৭, আবু ইয়া'লা ৩৮৮২, সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৩০৩)*। ইমাম নববী বলেন, শিশুর জন্মের পর খেজুর দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে *(মুসলিম, শরহ নববী ১৪/১২২-২৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করা যায় কি? এছাড়া মহিলারা নিজ বাড়ীতে ই'তিকাফ করতে পারে কি?

-খাদীজা আখতার
মালোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষ বা মহিলা কারো জন্যই জুম'আ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ করা সিদ্ধ নয় *(বাক্বারাহ ১৮৭, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২১০৬)*। মহিলাদের জন্য এরূপ মসজিদে পৃথক

জায়গা থাকলে এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে কোন জুম'আ মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭; বুখারী হা/২০৪১, ২০৪৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত কখন, কিভাবে পড়তে হয়?

-মহীদুল হক, নওগাঁ।

উত্তর : বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত রুকূর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪; মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭ পৃঃ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮)*। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতি সম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন *(বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৬৭)*। এসময় হাত তোলা সম্পর্কে ছাহাবীগণ থেকে কিছু আছার পাওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৬ পৃঃ)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১)*। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(মির'আত ২/২১৯; ঐ, ৪/৩০০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : চাঁদ দেখার দো'আটি কি কেবল ঈদের চাঁদের সাথে নির্দিষ্ট না ১২ মাস নতুন চাঁদ দেখলে উক্ত দো'আটি পাঠ করা যাবে?

-জুবায়দা ইয়াসমীন, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : দো'আটি কেবল ঈদে নয় বরং প্রতি মাসে নতুন চাঁদ দেখে পাঠ করতে হবে। দো'আটি হ'ল- *আল্লা-হু আকবর, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ*। **অর্থ :** আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; তিরমিযী হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৪২৮; ছহীহাহ হা/১৮১৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : চীনের 'তিয়ার্নাশ কোম্পানী বাংলাদেশে MLM সিস্টেমে যে ব্যবসা করছে তাতে শরীক হওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে কি?

-শাহরিয়ার ছালেহীন
হাড়ুপুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এম, এল, এম সিস্টেমে সকল প্রকার ব্যবসা নিষিদ্ধ। পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন প্রতারণামূলক। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পাবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা (!) হারাম তা হ'ল (১) সূদ (২) প্রতারণা (৩) বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ (৪) ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতা *(দ্রঃ লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং-২২৯৩৫। তাং-১৪/০৩/১৪২৫ হিঃ)*। অতএব এসব ব্যবসা থেকে দূরে থাকা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, ১২তম বর্ষ, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২/৮২; প্রবন্ধ 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : সাহারীর জন্য আযান দেওয়া যাবে কি? এ আযান কি শুধু রামাযান মাসে না সারা বছর দেওয়া যাবে?

-আব্দুল আলীম
করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত।

উত্তর : সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বিলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*।

এক্ষণে কোন মহল্লায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস জারী থাকে, তবে সারা বছরই তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে। যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে *(ফাৎহুল বারী ২/১২৭ পৃঃ, হা/২২১, ২২২, ২২৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : আমি একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। বাড়ির সবাই অত্যন্ত মিশুক ও ঘনিষ্ট। আমার স্ত্রীর জন্য সেখানে পুরোপুরি পর্দা বিধান মেনে চলা সম্ভব হয় না। চাচাতো ভাইদের সাথে কথা না বললে বা খাবার পরিবেশন না করলে তারা অসামাজিক বলে। পৃথক বাড়ি করার মত আর্থিক সামর্থ্যও আমার নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মা'ছূম বিল্লাহ
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

উত্তর : পূর্ণ পর্দা ও সর্বোচ্চ সংযম বজায় রেখেই খাবার পরিবেশন ও প্রয়োজনীয় কথা বলবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। এক্ষেত্রে এমনভাবে চলতে হবে যেন কখনো কারু সাথে নিরিবিলি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয়। তাতে গুনাহের সুযোগ সৃষ্টি

হ'তে পারে। সাথে সাথে পর্দার শারঈ বিধান সবাইকে বুঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। এরপরেও অসম্ভব বিবেচিত হ'লে যেকোন উপায়ে পৃথক বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কোনক্রমেই গুনাহের সাথে আপোষ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : যৌতুকের টাকা নিয়ে তা দিয়ে জমি জমা ক্রয় করে বর্তমানে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছি। এক্ষণে আমি গোনাহ থেকে তওবা করার জন্য উক্ত টাকা ফেরত দিতে চাই। সেজন্য পরবর্তীতে উক্ত টাকা দিয়ে উপার্জিত সমুদয় অর্থ না কেবল মূল টাকা ফেরত দিতে হবে?

-আব্দুল বারিক
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : মূল টাকা ফেরত দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে। তবে তা দ্বারা উপার্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়া অধিক তাক্বওয়ার পরিচয় হবে এবং সৎ নিয়তের কারণে সে প্রভূত প্রতিদান পাবে ইনশাআল্লাহ। গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির হাদীছ দ্বারা যা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় *(বুখারী হা/২৩৩৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : সশব্দে আমীন বলার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর কিরূপ উচু করা যাবে? জনৈক আলেম বলেন, পাশের দুইজন পর্যন্ত শুনতে পায় এরূপ জোরে বলতে হবে। এক্ষণে সঠিক সমাধান কি?

-আরীফুল ইসলাম
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে স্বাভাবিক স্বরের চেয়ে একটু উঁচু স্বরে আমীন বলবে। হাদীছে আমীন বলার ক্ষেত্রে 'রাফা'আ', 'মাদ্দা', 'জাহারা' ইত্যাদি শব্দ এসেছে। যার দ্বারা স্বাভাবিক ক্বিরাআতের চেয়ে উঁচু স্বরে বলা বুঝায়। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে, আমীনের শব্দে মসজিদ যেন গুঞ্জরিত হয়ে উঠে *(বুখারী তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১)*। আর পাশের দু'জন পর্যন্ত শুনতে পায় এরূপ জোরে বলতে হবে' কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : দাড়ি কতটুকু পর্যন্ত লম্বা রাখতে হবে? দাড়ি নাভী ছাড়িয়ে গেলে করণীয় কি?

-জাহাঙ্গীর হোসাইন
পুরানো বাজার, মাদারীপুর।

উত্তর : দাড়ি রাখা অবশ্য পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। উক্ত মর্মে বিভিন্ন আদেশ সূচক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১; মুসলিম হা/৬২৫-২৬)*। অতএব দাড়িকে (কোন প্রকার কাটছাট ছাড়াই) স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই পুরুষের জন্য সুন্নাত এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার বিষয়টি মূলত হরমোনগত কারণে হয়ে থাকে। যেমনভাবে রোগের কারণে কোন কোন নারীর দাড়ি-গোফ গজায়। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন অসুবিধা সৃষ্টি হ'লে মাত্রাতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলায় দোষ নেই *(যুরকানী, শরহ মুওয়াত্ত্বা ৪/৫৩০)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পূর্ণরূপে খাদ্যগ্রহণ করে ফেলে, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে?

-দীদারুল ইসলাম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছায়েম ভুল বশতঃ পেট ভরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসুল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : বৃক্ষরোপণ করা নেকীর কাজ এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া। এক্ষণে কেউ যদি গাছ কাটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, তবে সে কি গুনাহগার হবে?

-কামরুল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : বৃক্ষরোপণ করা নেকীর কাজ এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া *(বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা/১৫৫২; মিশকাত হা/১৯০০)* হ'লেও প্রয়োজনে তা কর্তন করায় কোন বাধা নেই। *(বুখারী হা/২৩২৬)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। অতএব কাঠ কেটে ফার্ণিচার বানানোর কাজ পেশা হিসাবে নেওয়াতে কোন বাধা নেই। তবে অপ্রয়োজনে গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৫/৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : জনৈক ব্যক্তি রামাযান মাসে ৪০০/৫০০ ছায়েমকে ইফতার করাবেন বলে নিয়ত করেছেন। এরূপ নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?

-রবীউল আলম, নরসিংদী।

উত্তর : এমন নিয়ত করা শরী'আত সম্মত। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছওয়াবের উদ্দেশ্য ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তাহ'লে সে প্রভূত নেকীর হকদার হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ ছায়েমদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না' *(তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : চাঁদ উঠেছে এই ধারণায় ছিয়াম রাখি। কিন্তু পরেরদিন যদি জানতে পারি যে চাঁদ উঠেনি। সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-কাবীর হোসাইন, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : নিশ্চিত হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং ৩০ শা'বান পূর্ণ করতে হবে। কেননা সন্দেহের উপর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা

Contents

ছিয়াম ও ইফতার করবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায়, তবে তোমরা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

-হাফেয শহীদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তর : ক্বদরের রাত্রি তথা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন। উক্ত তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। এসময় তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে দাওয়াত দানের সাধারণ নির্দেশের আলোকে *(নাহল ১৬/১২৫)* তারাবীহ্র ছালাতের মাঝে বিরতির সময় সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষামূলক কিছু বক্তব্য প্রদান করায় কোন বাধা নেই। কিন্তু তা যেন রাত্রির ছালাতের মূল পরিবেশকে বিনষ্ট না করে এবং প্রচলিত ওয়ায মাহফিল ও খানাপিনার অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়।

এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত বা দলবদ্ধ যিকর করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : কুরআন-হাদীছ বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর উপরে কিছু রাখা বা একটি অপরটির উপর রাখায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রাকীবুল হাসান, নাটোর।

উত্তর : কুরআনের উপর কুরআন ব্যতীত অন্য কোন বই রাখা যাবে না। কারণ পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্র বাণী, যা পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থের চেয়ে মর্যাদামণ্ডিত। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না' *(ওয়াক্বিয়া ৭৭, ৭৮, ৭৯)*। তিনি বলেন, 'কুরআন হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ' *(বুরূজ ৮৫/২১)*। কুরআন মজীদের সম্মান রক্ষা করার জন্য তা নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/২৯৯০; মুসলিম হা/১৮৬৯; মিশকাত হা/২১৯৭)*।

অনুরূপভাবে হাদীছ ও ধর্মীয় বই-পুস্তকের উপর সাধারণ বই-পত্র রাখা অনুচিত (*ইবনুল মুফলিহ, আদাবুশ শারঈয়া ২/৩৯৩; শারহু উমদাতুল আহকাম ১৩/৩৫*)। অতএব কুরআন ও হাদীছের মর্যাদা সাধ্যমত টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে মর্যাদা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, চুমা দিতে হবে বা সালাম দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : আমাদের মসজিদে প্রায় শুক্রবারেই মসজিদ ফাণ্ডে দানকৃত অর্থ দিয়ে মসজিদে আগত কিছু মেহমান ও মুছল্লীকে খাওয়ানো হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, পালিচারা, রংপুর।

উত্তর : মসজিদের ফাণ্ড থেকে এরূপ খাওয়ানো জায়েয হবে না। বরং মসজিদের প্রতিবেশীরা আগত অতিথিদের মেহমানদারী করবে। অবশ্য মুছল্লীরা যদি মুসাফিরদের আপ্যায়নের জন্য মসজিদে পৃথকভাবে ফাণ্ড তৈরী করে, তবে সেখান থেকে খরচ করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : হাদীছে বর্ণিত 'আমীরবিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? ভারতের বর্তমান হিন্দু শাসকই কি মুসলমানদের কুরআনে বর্ণিত উলুল আমর? যদি তা না হয় তবে আমাদের এলাকায় শারঈ ইমারত সম্পন্ন কোন জামা'আত নেই যে আমরা তার আমীরের আনুগত্য করব। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুর রাকীব
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তাদের মৃত্যু হবে ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের মানুষদের ন্যায় ভ্রষ্টতার উপরে ও অনুসরণীয় আমীরবিহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এর অর্থ এই নয় যে, তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এখানে জাহেলী অবস্থার সাথে তুলনা করাটা ধমকি দেওয়া অর্থেও হ'তে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুলবারী ৭০৫৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

অমুসলিম বা কোন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম শাসক ঈমানদারগণের জন্য উলুল আমর হ'তে পারেন না। কারণ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করার সাথে আমীরের আনুগত্য শর্তযুক্ত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তাঁর কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

এমতাবস্থায় মুমিনদের জন্য আল্লাহভীরু যোগ্য আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রভেদ সত্ত্বেও এরূপ আমীরের অধীনে ইসলামী জীবনযাপন করা অসম্ভব নয়। যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জামা'আত পরিচালনা করবেন। যদিও রাষ্ট্রীয় শাসকের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে বাধ্যগত কারণে ও সামাজিক শৃংখলার স্বার্থে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তবে আল্লাহ্র নাফরমানীতে কারু আনুগত্য নেই *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক মন্ত্রীত্ব চেয়ে নেওয়ার দ্বারা বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক রাজনীতির যথার্থতা প্রমাণিত হয় কি?

-হাসান, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : প্রথমতঃ ইউসুফ (আঃ)-এর মাধ্যমে দেশের নেতার কাছে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরে তা ব্যবহারের মাধ্যমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার সুযোগ প্রার্থনা করেছিলেন মাত্র। যেমনটি এ যুগেও যেকোন কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরা হয়। ইবনু কাছীর বলেন, এর মধ্যে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে আমানতদার ও যোগ্য বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন' *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬)*। কুরতুবী বলেন, মিসরে ঐ সময় ইউসুফের চাইতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যোগ্য ও আমানতদার কেউ ছিল না বিধায় ইউসুফ উক্ত দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন' *(কুরতুবী, ইউসুফ ৫৫ আয়াতের তাফসীর)*।

দ্বিতীয়তঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কেবল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতই অনুসরণীয়। পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য প্রবর্তিত কোন বিধান অনুসরণীয় নয় *(মায়েদাহ ৫/৪৮; মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০)*। আর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮০, ৩৬৮৩)*।

তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রে কেবল নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া হয় না বরং এখানে মানুষের মনগড়া আইন রচনার ও মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট চাওয়া হয়। ইউসুফ (আঃ) দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে নিজের মনগড়া আইন চালু করতে চাননি। বরং নবী হিসাবে তিনি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মিশরের ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং এর সাথে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের তুলনা করার কোন সুযোগ নেই *(নবীদের কাহিনী ১/২০৭ পৃঃ)*।

[সম্পাদকীয় বাকী অংশ]

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও নদী গবেষক ড. এস.আই খান বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম জরিপে নদীপথ ছিল ৩৭ হাযার কি.মি. যা ২০০২ সালে কমে ৬ হাযার কিলোমিটারে নেমে আসে এবং শুষ্ক মওসুমে নেমে আসে ২ হাযার কিলোমিটারে। ২০১০ সালের নভেম্বরে দেওয়া রিপোর্টে তিনি বলেন, এখন থেকে প্রায় এক দশক আগেও বছরে প্রায় ২০০ কোটি টন পলি মাটি আসতো, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী আসে। শতকরা ৬০ ভাগ পলি আসে গঙ্গা দিয়ে, ৪০ ভাগ আসে অন্যান্য নদী দিয়ে। নদী প্রবাহ স্বাভাবিক থাকলে শতকরা ৮০ ভাগ পলি চলে যেতো সমুদ্রে। কিন্তু ভারতের পানি আগ্রাসী নীতির কারণে শতকরা ৮০ ভাগ পলি জমাট হয়ে নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ২০ ভাগ পলি সমুদ্রে যায়। তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে আসা পলির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের জমি, নদী-নালা, খাল-বিল নিরাপদ করতে হলে পলি অপসারণ স্বাভাবিক রাখতে হবে। পলি নিয়ে যেতে হবে সমুদ্রে। ভারতে পলি অপসারণের রাস্তা আছে। তারা পলি জমলেই তা বাংলাদেশের ভিতরে ছেড়ে দেয়।

বাংলাদেশ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ২০১৪ সালে দেওয়া তথ্য মতে দেশে ৫,৯৯৫ কি.মি. নৌপথের মধ্যে ১২-১৩ ফুট গভীরতার প্রথম শ্রেণীর নৌপথ আছে মাত্র ৬৮৩ কি.মি.। ৭-৮ ফুট গভীরতার দ্বিতীয় শ্রেণীর নৌপথ আছে প্রায় ১ হাযার কি.মি. এবং ৫-৬ ফুট গভীরতার তৃতীয় শ্রেণীর নৌপথ আছে মাত্র ১,৮৮৫ কি.মি.। যেটুকু নৌপথ আছে নাব্য সংকট থাকায় সেটুকুতেও নির্বিঘ্নে চলাচলের উপায় নেই। শুষ্ক মৌসুমে নাব্য সংকটের কারণে নৌযান বিশেষ করে ফেরি চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

১৯৭৬ সালে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ঢাকা থেকে চাপাই নবাবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত যে লংমার্চ হয়েছিল। সেখানে আগ্রাসী ভারতের উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানীর ব্যাঘ্র হুংকার শোনা গিয়েছিল, 'খামোশ' (চুপ থাক)। আজ সেই হুংকার দেওয়ার মত নির্ভীক নেতা নেই। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আমলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার মাধ্যমে ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ ও ৭ই জুলাই প্রদত্ত রায়ে মিয়ানমার ও ভারতের নিকট থেকে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাযার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ২০০ নৌ-মাইল (নটিক্যাল) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নৌ-মাইল মহীসোপানের মালিকানা পায়। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। এখন বাংলাদেশ সেখানে স্বাধীনভাবে তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান চালাতে পারবে এবং অন্যান্য সমুদ্রসম্পদ আহরণ করতে পারবে। এছাড়া ভারতের সাথে ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই এক চুক্তির মাধ্যমে বিগত ৬৮ বছর যাবৎ নাগরিকত্ব হারা ছিটমহলবাসীদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দেওয়াটাও ছিল আরেকটি স্থায়ী অর্জন। যদিও দেশকে এজন্য দিতে হয়েছে অনেক কিছু। এক্ষণে যদি আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে পানি আগ্রাসনের অভিযোগ যথার্থভাবে তুলে ধরা যায়, তাহ'লে আমরা আশা করি সুবিচার পাব। সত্যের জয় হবেই। ভারতের অদূরদর্শী নেতারা ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ দিয়ে সাময়িকভাবে ভোটে জিতলেও এখন সেই ভোটাররাই তাদের বিরোধী হয়ে গেছে। কারণ বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে গিয়ে নিজেরাই এখন শুকিয়ে এবং ডুবে মরছে। আগামীতে তারা কেবল নিজ দেশেই নয়, বিশ্ব সভায় লজ্জায় ডুববে। যে অপরের জন্য গর্ত খোড়ে, সে নিজে ঐ গর্তে ডুবে মরে, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ যুলুমের শিকার। ইনশাআল্লাহ মযলূম বিজয়ী হবে। প্রয়োজন কেবল সরকারের সাহসী পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।